রচনাবলি

শ্রীহরিনাথ শর্ম্ম সঙ্কলিত

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা

২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,

অপর সর্কিউলার রোড,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

ইং ১৮৭৯।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন দ্বারা সংশোধিত

ও মুদ্রিত।
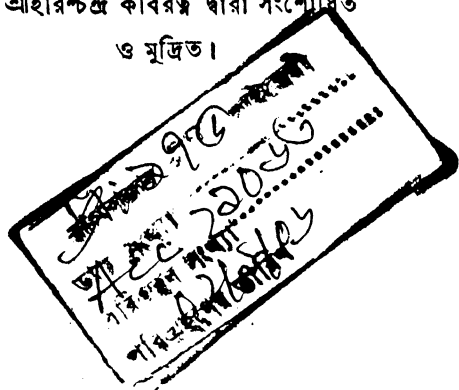
মুখবন্ধ।

এই পুস্তকে নয়টী রচনা আছে; প্রথমটী ছাড়া আর সকলগুলিই ব্লেয়র্‌স্ সর্‌মন্ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ডাক্তার ব্লেয়র্ অতিবিখ্যাত পণ্ডিত, এবং তাঁহার সর্‌মন্ গ্রন্থ অতীব উৎকৃষ্ট। আমি যখন ঐ গ্রন্থ একবার পাঠ করিলাম, আমার বোধ হইল, এতাদৃশ গ্রন্থ লোকের অবলম্বন থাকিলে যথা-নিয়মে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। বিশেষতঃ তরুণবয়সে, যখন সংসারে প্রথম প্রবেশ করা যায়, সবিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক উহা অধ্যয়ন করিলে জীবন অকলঙ্কিত অতিনীত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। পরে আমি তিন চারি বার উক্ত পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিলাম। ক্রমেই ঐ বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল।

অন্যের গুণ-গৌরব ও ঐশ্বর্য্য দেখিলে গুণবান্ ও ঐশ্বর্য্য-শালী হইতে সকলেরই অভিলাষ হয়। আমি যখন ইংরেজি ভাষায় ঐ মহার্হ ভাবরত্ন-পূর্ণ গ্রন্থখানি পাঠ করিলাম, তখন, ঐ সমস্ত রত্ন আমাদিগের নিজ ভাষায় (বাঙ্গালায়) সংগ্রহ করিতে নিতান্ত বাঞ্ছা হইল; তদনুসারে উক্ত পুস্তকের আট বিষয় মনোনীত করিয়া অনুবাদিত করিলাম। বিশেষ সরমনে যেরূপ বর্ণিত আছে ইহাতে ঠিক সেই ভাবে সন্নি-বেশিত হয় নাই, উহার অনেক স্থল পরিবর্ত্তিত ও অনেক ভাব পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং স্থলবিশেষে অনেক নূতন ভাবেরও যোজনা করা গিয়াছে। এক ভাষার ভাব ভাষা-ন্তরে অবিকল সংগৃহীত করা অতি কঠিন, তাহাতে আবার

ঐ পুস্তকের সহিত ইহার উদ্দেশ্যগতও অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। শুদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মানুমোদিত উপদেশ দেওয়াই উহার উদ্দেশ্য, কিন্তু ইহাতে যতগুলি ভাব সংগ্রহ করা হইয়াছে প্রায় যাবতীয় ধর্ম্মের সহিত সঙ্গতি আছে। যাহা হউক, উক্ত সর্‌মন-পাঠে যতউপকার, ইহা হইতে যদি তাহার ষোড়শাংশও হয়, তাহা হইলেও অভিলাষ সিদ্ধ হইবে।

প্রথম রচনাটী কোন পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হয় নাই; তবে স্মাইলের সেল্প হেল্প হইতে অনেকগুলি ভাব সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি, এবং ইহাতে যতগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, সমুদায়গুলিই ঐ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া লওয়া গিয়াছে। আমি এই পুস্তকখানিতে শ্রম করিতে ক্রটি করি নাই, এক্ষণে ইহা সাধারণের গৃহীত হইলে উহা সফল হইবে।

শ্রীহরিনাথ শর্ম্ম ন্যায়রত্ন।

সংস্কৃতকালেজ

ফাল্গুন।

সন ১২৭০ সাল।

সূচি।

একব্যক্তীয় ও জাতীয় আত্মাবলম্বন ও উন্নতি।

যৌবনের ইতিকর্ত্তব্য।

প্রবীণের ইতিকর্ত্তব্য।

প্রশংসাপ্রীতি বা যশোলিপ্সা।

বন্ধুতা।

সুনিয়ম। শৃঙ্খলা।

অনুচিত সুখাসঙ্গ ও অমিতাচার।

বার্দ্ধক্য।

মৃত্যু।

রচনাবলি।

একব্যক্তীয় ও জাতীয় আত্মাবলম্বন ও উন্নতি।

বড় হইবার ইচ্ছা সকলেরই আছে। দরিদ্র অবধি রাজা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীতেই, ঐ ইচ্ছা, আ-বাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই হৃদয়ে, বলবতী থাকে; এবং তাহাদিগের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যেই উহার প্রতিভা প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ যে পরিবারে বাস করা যায় তাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইতে ইচ্ছা হয়; উহা সম্পূর্ণ হইলে প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা, পরে গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষা, অনন্তর দেশস্থ সমস্ত লোক অপেক্ষা, পরিশেষে পৃথিবী শুদ্ধ সকল মনুষ্য অপেক্ষা, প্রধান হইবার বাসনা হয়। আবার আত্মীয়তা-সম্বন্ধের নৈকট্য লইয়া ক্রমে অপর যাবতীয় ব্যক্তির উন্নতি-সমাধানেও ইচ্ছা হয়। প্রথমতঃ নিজ পরিবারদিগকে অন্য পরিবার অপেক্ষা, নিজ গ্রাম অপর গ্রাম অপেক্ষা, ও নিজ দেশ ইতর দেশ অপেক্ষা এবং নিজ জাতিটীকে আর সমস্ত জাতি অপেক্ষা উন্নত করিবার বাসনা হয়। মনুষ্যের এবংবিধ ক্রমশঃ আশাবৃদ্ধি স্বভাব-সিদ্ধই সন্দেহ নাই। জগদীশ্বরের এরূপ করিবার তাৎপর্য্য ইহাই বোধ হয় যে, সকলেই তথাবিধ অপেক্ষাকৃত উন্নত হইবার ও করিবার চেষ্টা করিলে,

মনুষ্য-জাতির ক্রমেই অধিকতর উন্নতি হইতে থাকিবে। ঐ ইচ্ছাটীকে পরমেশ্বর এমত সুন্দররূপে নিয়মিত করিয়াছেন যে, উহা কোন মতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। কোন কোন মহাভাগ্যধর পুরুষ কোন কোন অংশে পৃথিবীস্থ সর্ব্বাপেক্ষা সমুন্নতি লাভ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি সর্ব্বাংশে সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোক অপেক্ষা আপনাকে প্রধান বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন না। এবং আপনার পরিবার, গ্রাম, দেশ, ও জাতির সর্ব্বাংশে অপেক্ষাকৃত উন্নতিসাধনও হইয়া উঠে না। সুতরাং প্রাধান্যলাভের নিমিত্ত তাঁহাকে যাবজ্জীবন সচেষ্ট থাকিতে হয়।

জগদীশ্বর যেমন সকলকেই বড় হইবার বাসনা দিয়াছেন, তেমনি তাহার শক্তিও সকলকেই প্রদান করিয়াছেন। বড় হইবার যত উপায় আছে সমুদায়গুলি সকলেরই কৃতিসাধ্য করিয়া রাখিয়াছেন। একাগ্র যত্নপর হইয়া আত্মাকে নিয়োজিত করিলে উহা সকলেরই আয়ত্ত হইতে পারে।

উন্নতির উপায় অন্বেষণ করিতে গেলে, সমুন্নত পদবীগত মহামহিমেরা যে সোপান দিয়া উঠিয়াছেন তাহারই অনুসন্ধান করিতে হয়। বহুসংখ্য মহাত্মগণ যে পথে মহোচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন সেই পথ ধরিয়া গেলে সকলেরই তথাবিধ লাভভাবের নিশ্চয় সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আত্মাবলম্বন উন্নতিলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সংসারে যত ব্যক্তি সমুন্নত হইয়াছেন সকলেই আত্মাবলম্বী, আত্মাকে অবলম্বন করিয়া সকলেই মহতী পদবী আরোহণ করিয়াছেন। এই গুণ থাকিলে, ইহার সহচর পরিশ্রম অধ্যবসায়

প্রতিজ্ঞাপরতা কার্য্যাসক্তি প্রভৃতি অনেকগুলি প্রধান গুণ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া আসে। আপনাকে অবলম্বন না করিয়া পরপ্রত্যাশী হইয়া চলিলে, ঐ সকল গুণের প্রায়ই অভাব থাকে, সুতরাং কোন কালেই প্রকৃতরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না। "যে ব্যক্তি আপনার সহায় আপনিই হয়, জগদীশ্বর তাহার সহায় হইয়া থাকেন।" এই পুরাতন সিদ্ধান্তের ভূরি ভূরি প্রমাণ পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, উহার পরিণতি হইতে আরম্ভ হইলে লোকে আপনার উপর যত নির্ভর দিয়া ও আপনাকে যত অবলম্বন করিয়া সংসার-পথে বিচরণ করিবে তাহার ততই মঙ্গলোন্নতি হইবে। যখন তিনি সামান্য জন্তু-পশু-পক্ষ্যাদিকে স্বাধীন হইয়া চলিবার শক্তি দিয়াছেন, সে স্থলে প্রধান প্রাণী মনুষ্যকে স্বাধীনতা-সুখে বঞ্চিত রাখিবেন ইহা কখনই সম্ভবিতে পারে না। তিনি যে, মনুষ্যকে সমাজবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইতরসাপেক্ষ করিয়াছেন, সেই সাপেক্ষতাকে প্রকৃত পরাধীনতা বলা যায় না। এক ব্যক্তি স্বকীয় শ্রমদ্বারা সমাজের উপকার সাধন করিয়া যে তাহার নিকট প্রত্যুপকৃত হয় তাহা[illegible] বিশুদ্ধ স্বাধীনতার হানি হয় না। আত্মার যথেচ্ছ [illegible]জন, বুদ্ধির যথেচ্ছ পরিচালন ও যথেচ্ছ বিষয় পরিচিন্ত[illegible]ষ্য-মাত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন। অতএব স্বাধীনতাবে আত্মনির্ভর করিয়া চলিবার শক্তি যে সকলেরই আছে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

আত্মনির্ভরশক্তি সমুন্নতিলাভের প্রধানতম উপায়। উহার ফল যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গপুষ্কল হয়, অন্যকৃত সাহায্যের ফল কখনই সেরূপ হয় না। আত্মাবলম্বন মনুষ্যকে যেপ্রকার উৎসাহী ও সাহসী করিয়া তুলে, অন্যাবলম্বন সেইরূপ নিরুৎসাহ ও সেইপ্রকার সাহসহীন করিয়া ফেলে। অন্যের নিকট হইতে যে পরিমাণে সাহায্য লওয়া হয়, আত্মপুরুষকার সেই পরিমাণেই হীয়মান হইয়া যায়। যাহারা সর্ব্বদা অপরপ্রদর্শিত পথে গতাগতি করে, ও সর্ব্বদাই অপরপরিচালিত হইয়া চলে, তাহারা কখনই স্বয়ং হইতে পারে না। তাহাদিগকে আজীবন একপ্রকার নিরবলম্ব হইয়াই থাকিতে হয়। যে অন্তঃকরণ আত্মাবলম্বনোৎসাহে প্রভাবিত না হয়, তাহাতে পবিত্র স্বাধীনতা-বুদ্ধির উদয় হইতে পারে না। তথাবিধ হীনচেতা পর-প্রত্যাশী চিরপরতন্ত্রদিগকে চিরকাল নিস্তেজ নীচাশয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়াই থাকিতে হয়।

এমন কি, সৌরাজ্যও আমাদিগের তাদৃশ অবলম্বনস্থান নহে। উহা হইতে আমরা ততদূর সৌভাগ্যশালী হইবার আশা করিতে পারি না। তবে এইপর্য্যন্ত উপকার যে, আমরা উহার প্রভাবে অনন্যপরতন্ত্র হইয়া আত্মাকে যথাপথে অবাধে সমুন্নত করিতে যত্নশীল হইতে পারি। কিন্তু প্রায় সর্ব্বকালেই একটী কথা প্রচলিত আছে যে, সৌরাজ্যই মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন; রাজা ধার্ম্মিক ও রাজ্যের নিয়মগুলি সুন্দর হইলে লোকের সুখ-সম্পদ্ আপনাহইতেই বর্দ্ধিত হয়। এই সার্ব্বকালিক বাক্যটী সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত

বলিয়া বোধ হয় না। রাজা ও মন্ত্রিগণ সদ্ভাবসম্পন্ন হওয়া প্রজাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বটে, কিন্তু উহা তাহাদিগের সমুদয় মঙ্গলের একমাত্র বা প্রধান কারণও হইতে পারে না। (রাজকীয় নিয়ম যতই পক্ষপাতশূন্য হউক, এবং গুণবত্তানুসারে প্রধান-পদ প্রদান করা উহার যতই উদ্দেশ্য থাকুক, কার্য্যকালে সম্যক্‌রূপ সুবিচার হওয়া বড় সহজ নহে। আর, হইলেও বহুকালান্তে গুণের বা অসাধারণ শ্রমের পুরস্কারস্বরূপ দুই এক ব্যক্তির প্রধানপদ-লাভে কি রাজ্যান্তর্গত যাবতীয় ব্যক্তির যথোচিত উৎসাহিত ও কর্ম্মকুশল হইবার সম্ভাবনা আছে?) বিশেষতঃ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, রাজকীয় নিয়ম সকল নিষেধাত্মক বা বাধক, কিন্তু বিধিপ্রযোজক বা কার্য্যপ্রবর্ত্তক হয় না। ইহাতে নিষিদ্ধ-কার্য্য করিতে যেমন নিবারণ করে, বিহিত-কার্য্য করিতে তত উৎসাহ দেয় না। লোকের ধন প্রাণ মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করাই উহার কেবল উদ্দেশ্য। অলস ও নিরুৎসাহকে শ্রমী ও উৎসাহী করা, অমিতাচারীকে মিতাচারী করা ও পানমত্তকে প্রকৃতিস্থ করা, রাজা ও রাজকীয় নিয়মের সাধ্য নহে। ঐগুলি শুদ্ধ লোকের স্বকীয় পুরুষকার হইতেই সুসাধিত হইয়া থাকে। যদি সকলেই পরমুখপ্রতীক্ষা-পরাঙ্মুখ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিশ্রম করে, ও সকলেই স্বস্বচরিত্র-পরিশোধনে সযত্ন হয়, তাহা হইলে রাজ্য শুদ্ধ সকলেই স্বাধীন, সকলেই পরিশ্রমী ও সকলেই সচ্চরিত্র হয়। পরিবার বল, গ্রাম বল, দেশ বল, আর জাতিই বল, সমষ্টিগত উন্নতি সাধন করিতে হইলে ব্যষ্টিগত উন্নতি-বিধানের চেষ্টা না করিলে

হয় না। কোন একটী বৃক্ষবাটিকার পারিপাট্য করিতে গেলে প্রত্যেক বৃক্ষেরই পাটী করা কর্ত্তব্য। ব্যষ্টিগত উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়াই সমষ্টিগত উৎকর্ষাপকর্ষের গণনা হইয়া থাকে।

কোন একটী জাতিকে স্বাধীন ও সমুন্নত করিতে হইলে তজ্জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতাপ্রিয়, শ্রমী, উৎসাহশালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে-গুলিকে আমরা জাতীয় বা সমাজসম্বন্ধীয় দোষ বলিয়া নিন্দা করি, সেগুলি বস্তুতঃ আমাদিগেরই দোষ। আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব দোষ সংশোধন করিলে উহা এই দণ্ডেই সমাজ হইতে একবারে বিদূরিত হইয়া যায়। কোন কোন মহোদয় বিশেষ বিশেষ দণ্ডনীতির আশ্রয় লইয়া সমাজের বিশেষ বিশেষ দোষ নিরাকরণের চেষ্টা পান; কিন্তু তাঁহাদিগের সেই চেষ্টায় প্রকৃত ফলোদয় হয় না। সেই সমস্ত দোষ মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া নবীনভাবে অবতীর্ণ হয় এবং সমধিক বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার দেশের সর্ব্বনাশ করিতে আরম্ভ করে। অতএব এবংবিধ-দোষ-সংশোধনে প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা না থাকিলে, রাজা বা রাজকীয় নিয়ম কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। যদি একৈক ব্যক্তিকে আত্মাবলম্বনপূর্ব্বক পরিশ্রমী ও সচ্চরিত্র করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই তাহার সমষ্টি বা সেই জাতিটীকে সমুন্নত করা যায়, এবং তাহা হইলেই প্রকৃত দেশানুরাগিতার কার্য্য করা হয়।

ইহা স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, রাজ্যতন্ত্র সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিপুঞ্জেরই অনুহারী হইয়া থাকে। প্রজাগণ নিকৃষ্ট হইলে উৎকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও ক্রমে নিকৃষ্টভাবাপন্ন হয়, প্রজাগণ

উৎকৃষ্ট হইলে নিকৃষ্ট রাজ্যতন্ত্রও কালক্রমে উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। যেমন জল সর্ব্বদাই সম-চত্বরে অবস্থান করে, তেমনি রাজ্য-তন্ত্রও প্রজাদিগের তুল্য-চত্বর না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রজাগণ রাজ্যতন্ত্রকে অবশ্যই আপনার মত করিয়া লয়। দুষ্ট অসদাশয় প্রজার শাসন তাদৃশ নৃশংস রাজকীয় নিয়ম-দ্বারাই হইয়া থাকে। আর রাজা যতই যথেচ্ছাচারী হউন, প্রকৃতিবর্গ সাধু ও সদাশয় হইলে রাজাকে, আজ্ হউক কাল হউক, অবশ্যই সাধু হইতে এবং অবশ্যই প্রজাদিগের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। যাহাদিগের আন্তরিক স্বাধীন-ভাব ও আত্মাবলম্বনসামর্থ্য নাই, যাহারা সর্ব্বতোভাবে পরপ্রত্যাশী, রাজ্যতন্ত্রে তাহাদিগের স্বাধীনতা থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য। যথেচ্ছাচারী রাজার দাসত্ব অসীম অনর্থের হেতু সত্য, কিন্তু উহা আন্তরিক কুপ্রবৃত্তিসমূহের দাসত্বের ন্যায় ভয়ঙ্কর নহে। প্রায় সর্ব্বকালেই দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন দেশহিতৈষী পুরুষ একজন দুর্দ্দান্ত নৃপতিকে নিপাতিত করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও পরম মঙ্গল হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত ও মহা-আনন্দিত হন, কিন্তু ইহা বিবেচনা করেন না যে, অপেক্ষাকৃত বলবান্ রিপুগণ দেশীয় অসংখ্য লোকের আত্মার উপর কতদূর অত্যাচার করিতেছে ও তাহাদিগকে কেমন ভয়ানক দাসত্বনিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ তাদৃশ ব্যক্তিদিগের, রাজা ও রাজ্যের নিয়ম সকল যতই পরিবর্ত্তিত হউক, যথার্থ দাসত্ব-দুঃখ-বিমোচন ও স্বাধীনতা-সুখানুবন্ধন কোনরূপেই হইতে পারে না। ইংরেজ জাতির যে এতদূর স্বাধীনতা হইয়াছে

উহা তাঁহাদিগের একৈকব্যক্তিগত স্বাধীনতারই সঙ্কলন-মাত্র। স্বয়ং-বুদ্ধি তাঁহাদিগের এরূপ স্বাভাবিকী ও আত্মা-বলম্বন-শক্তি এত প্রবল যে, দেশ-কালাদি বাহ্য ভাবের পরিবর্ত্ত-নিবন্ধন তাহার কিছুমাত্র অন্যথাভাব হয় না। তাঁহারা যে দেশেই যান্ ও যতই অপরিচিত ব্যক্তিব্যূহমধ্যে বিচরণ করুন, সর্ব্বত্রই তুল্য প্রস্তুত ও সমান সপ্রতিভ। তাঁহাদিগের স্বাধীনতা শুদ্ধ রসনাপ্রণয়িনী হইয়া অস্তমিত হয় না, উহা তাঁহাদিগের আন্তরিক ভাব সমুদায়কে সর্ব্বদা বিদ্যোতিত রাখিয়া, প্রত্যেক কার্য্যকেই ভাস্বৎ করিয়া তুলে। স্বাবলম্বন-সাহস ও স্বাধীনভাব একৈক ব্যক্তির এরূপ বলবান্ না থাকিলে, কোন জাতি কখনই এপ্রকার স্বাধীন ও সমুন্নত হইয়া উঠিতে পারে না।

যাঁহাদিগের স্বাবলম্বন-সাহসের লেশমাত্রও নাই, ঘৃণিত পারতন্ত্র্য-বুদ্ধি যাঁহাদিগের অন্তরাত্মাকে নীচ ও তেজঃশূন্য করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদিগের জাতি কিরূপে স্বাধীন ও সমুন্নত হইয়া উঠিবে। তাঁহারা জ্ঞানালোকে আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি বুঝিলেও বুঝিতে পারেন, ও বিদ্যাবলে তদ্বিষয়ে বাক্‌পটুতাও প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যের বেলায় তাঁহাদিগকে পরমুখ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়, তাঁহারা কোন ক্রমেই অগ্রসর হইতে পারেন না; স্বার্থ-পরতাদি-নীচপ্রবৃত্তি-পরতন্ত্রতা যেন তাঁহাদিগের মস্তকের উপর পদাঘাত করিতে থাকে, কিছুতেই উত্থান করিতে দেয় না। এবংবিধ লোকের কি সমাজতন্ত্র কি রাজতন্ত্র কোনও স্বাধীনতা [illegible] না, এবং কখনই উন্নতি

হয় না। ইংরেজদিগের যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় বোধ হয়, ভালই হউক মন্দই হউক, নির্ভীক ও অসঙ্কুচিতহৃদয়ে তাঁহারা তাহার অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হন; এইনিমিত্ত উহাঁদিগের সমাজতন্ত্র ও রাজ্যতন্ত্র দুইটাই এমত উৎকৃষ্টভাবে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে যে, তাহাতে সাধ্বী স্বাধীনতার ব্যাঘাত হয় না, এবং [illegible]বেত স্বাবলম্বনবলে ক্রমশই সমুন্নতি হইয়া থাকে।

ইংরেজ-জাতির বর্ত্তমান আধিপত্য [illegible] কতিপয় বীর-পুরুষমাত্রের ক্ষমতা হইতে প্রতিষ্ঠিত [illegible]নাই, উহাতে সাধারণের সম্পূর্ণ সহায়তা আছে। সৈন্যগণ নিরুৎসাহ ও ভীরুস্বভাব হইলে কি কেবল সেনানী হইতে এত দূর সম্ভবিতে পারে? স্বাধীনতাপ্রীতি ইংরেজ পুরুষদিগের সাধারণ্যে উৎকট থাকাতেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা-বিষয়ে সাধারণেরই প্রাণপণ রহিয়াছে। আর ইংরেজ-জাতির বর্ত্তমান সভ্যতা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, উহা সাধারণের প্রধান প্রধান গুণে দিন দিন উপচীয়মান হইতেছে। উহাঁদিগের মধ্যে কত অপরিচিতনামা অজ্ঞাত ব্যক্তি স্বজাতির উন্নতি বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করিতেছেন দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হয় না এই মাত্র বিশেষ। মনে কর, যাঁহারা উৎসাহ, সাহস, সত্যপরতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও অসাধারণ পরিশ্রম বিষয়ে প্রতিবেশবাসিদিগের দৃষ্টান্ত ও আদর্শভূমি, তাঁহাদিগের হইতে কি অল্প উপকার দর্শিতেছে? তাঁহাদিগের সৎস্বভাব ও সেই সমস্ত প্রধান [illegible] অজ্ঞাতভাবে [illegible] সঞ্চারিত হইয়া ক্রমে জাতি [illegible]

গুণান্বিত ও সমুন্নত করিতেছে। বিখ্যাতনামা মহামহিম-দিগের জীবনচরিত-পাঠে যেপ্রকার উপকার হয়, ইহাতে লোকের যেমন উৎসাহ বাড়ে, আশয় যেমন উচ্চ হয় ও মহদ্বিষয়িণী চিন্তায় যেমন প্রবৃত্তি জন্মে, দৃষ্টান্ত-দর্শনের উপকার তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এক ব্যক্তিকে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিলে, তদনুসরণে লোকের যেমন প্রবৃত্তি জন্মে, শত শত প্রধান পুরুষের জীবনচরিত-পাঠেও সেরূপ হয় না। অদ্বিতীয় পণ্ডিত লর্ড বেকন কহিয়াছেন "অধ্যয়ন মনুষ্যকে কার্য্য-শিক্ষা দিতে পারে না, কার্য্য-প্রবর্ত্তন গুণ দৃষ্টান্ত-পর্য্যবেক্ষণ হইতেই জন্মিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-বিলোকনে যে কেবল কার্য্যই করায় এমত নহে, উহাতে বুদ্ধিশক্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই কর্ষিত ও উর্ব্বরীকৃত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপক্রমণিকামাত্র, প্রকৃত শিক্ষা কার্য্যদ্বারেই হয়।" আমাদের বাস-গেহে, রন্ধনালয়ে, পথে, হাটে, মাঠে ও কর্ম্মালয়ে, ভাল মন্দ উভয়বিধ শিক্ষাই হইয়া থাকে, এবং ঐ শিক্ষাবলেই লোক গুণান্বিত বা দোষাশ্রিত হয়। ইংলণ্ড দেশে স্বাবলম্বন, সাহস, উৎসাহ, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাদি গুণগ্রামের শিক্ষা সর্ব্বত্র অসাধারণ-রূপ হইয়া থাকে, এইজন্যই ইংরেজ-জাতির স্বাধীনতা ও সভ্যতা এত দূর হইয়া উঠিয়াছে।

ইংরেজ-জাতির ইতিহাসে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, অতি নীচ শ্রেণী অবধি অত্যুচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল দল হইতেই জাতির সমুন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। উঁহাদিগের মধ্যে কত নীচবংশীয় সন্তান আত্মাবলম্বন-বলে অধস্তন

স্থান হইতে সুদুর্লভ মহোচ্চ পদবী অধিরোহণ করিয়া স্বজাতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। সাহিত্যশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, শিল্প প্রভৃতি বিদ্যার প্রত্যেক শাখাতেই তাঁহাদিগের নাম-কীর্ত্তন রহিয়াছে। কেহ কৃষিক্ষেত্র হইতে, কেহ পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে, কেহ সামান্য পণ্যালয় হইতে, কেহ ভূগর্ভ হইতে, কেহ কর্ম্মকারের ভস্ত্রাস্থান হইতে, কেহ বা চর্ম্মকার-কুটীর হইতে, শুদ্ধ আত্মাবলম্বন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়াদি গুণে বিদ্যা-বুদ্ধির উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া মহোচ্চ পদবীতে পদার্পণ করেন। এ স্থলে তাঁহাদিগের কতকগুলির নামোল্লেখ করা যাইতেছে।

বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বান্ সেক্সপিয়ারের জন্মবৃত্ত কেহই নিশ্চয় বলিতে পারেন না; কিন্তু তিনি যে অতি দরিদ্র-সন্তান তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পিতা পশুপালন ও শৌনিক-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। সেক্সপিয়ার শৈশবাবস্থায় পশম আঁচড়ান কর্ম্ম করেন, পরে এক স্থানে সামান্য মসীজীবীর পদে নিযুক্ত হন। উক্ত মহাত্মার গ্রন্থপাঠে এমত বোধ হয়, জগদীশ্বর মানবীয় সমস্ত গুণ একাধারে দেখিবার নিমিত্তই যেন সেক্সপিয়ারের শরীর নির্ম্মাণ করেন। সামুদ্রিক পোতবৃত্তান্ত-লেখকেরা বলেন যে, সেক্সপিয়ার অবশ্যই পোতবাহনের কার্য্য করিতেন, অন্যথা তিনি তৎ-সংক্রান্ত কথা এত বিশুদ্ধ লিখিতে পারিতেন না। ধর্ম্ম-পালক মিসনরিরা বলেন, সেক্সপিয়ার একজন ধর্ম্মব্যাখ্যানের লেখক ছিলেন। [illegible] বলেন যে, তিনি

একজন অশ্ববিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি নাট্য-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং নানা অবস্থায় নানা কার্য্য করিয়া নিরন্তর ঐশিক ও মানুষিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণদ্বারা বিজ্ঞান-ভাণ্ডার অনির্ব্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ করেন।

বর্ত্তমান অদ্ভুত সূতাকলের সৃষ্টিকর্ত্তা সর রিচার্ড আর্ক-রাইট ও লর্ড টেণ্টরডন্ ক্ষৌরকার-গেহে জন্মগ্রহণ করেন। দৈনন্দিন শ্রমোপজীবীর গেহে ইঞ্জিনিয়ার ব্রিণ্ডিলি, প্রধান পোতনাবিক কুক্, ও কবি বরন্সের জন্ম হয়। বেন্ জন্সন্ রাজমিস্ত্রির সন্তান ছিলেন। তিনি অঙ্গ-রক্ষিণীতে একখানি পুস্তক ও হস্তে কর্ণিক লইয়া লিন্কনের পাথেয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এডওয়ার্ড ও টেলফোর্ড, ভূতত্ত্ববেত্তা হফ্ মিলর্ ও বিখ্যাত ভাস্কর আলান্ কনিংহাম, ইহাঁরাও ঐবংশোৎপন্ন। গণিতবিদ্যাবিশারদ সিম্সন্, ভাস্কর বেকন, আডাম্ ওয়াকার, জন্ ফস্টর, পক্ষিবিদ্যাবিখ্যাত উইল্সন্, দেশভ্রমণকারী বিখ্যাত মিসনরী ডাক্তার লিভিং-ষ্টোন্, ও সুকবি টানাহিল, এই সমস্ত মহাযশা তন্তুবায়-গেহে জন্মপরিগ্রহ করেন। সামুদ্রিকসৈন্যাধ্যক্ষ-প্রধান সর ক্লাউড্স্লি সভল্, বৈদ্যুতবিদ্যাবিশারদ ষ্টর্জিয়ন, প্রধান রচনাকর্ত্তা স্যামুএল ড্রিউ, ত্রৈমাসিক সমাচারপত্রের লেখক গিফোর্ড, কবি ব্লুমফীল্ড এবং মিসনরি উইলিয়ম কেরি ও মরিসন্, এই সমস্ত বিখ্যাত-নামা মহাত্মগণ চর্ম্মকারের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পকাল হইল টমাস্ এডওয়ার্ড নামে এক ব্যক্তি অসাধারণ পদার্থবিদ্যাভিজ্ঞ, এক জুতার দোকান হইতে অভ্যুদিত হইয়াছেন।

বিখ্যাত চিত্রকর জ্যাক্সন সমস্ত শৈশব ও যৌবনেরও কিয়দংশ সূচিজীবীর দোকানে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। মহা-সাহসী সামুদ্রিক নাবিক আড্মিরাল হব্সনও ঐশ্রেণীভুক্ত। ইনি ওয়াইট দ্বীপে এক দিন বন্ চর্চের নিকটে এক দর-জির দোকানে কার্য্য শিক্ষা করিতেছিলেন, শুনিলেন এক-খানি যুদ্ধের জাহাজ খুলিয়া যাইতেছে; শ্রবণমাত্র কৌতূ-হলাক্রান্ত হইয়া সহচরবর্গের সহিত ঐ ব্যাপার দর্শনার্থ তীরে উপনীত হইলেন। এবং উহা দেখিবামাত্র পোত-বাহিক-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তীরস্থিত একখানি নৌকায় চড়িয়া পোতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পোতাধ্যক্ষও তাঁহাকে স্বেচ্ছা-নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইলেন। কিয়দ্বর্ষ পরে, ঐ দরজির সন্তান মহাসম্মান প্রাপ্ত হইয়া, পরম সমারোহে নিজ দেশে প্রত্যাগমন করেন।

কার্ডিন্যাল্ উল্সি, গ্রন্থকার ডি ফো, এবং কবি আকি-ন্সাইড ও কর্ক হোয়াইট, ইহাঁরা সকলেই মাংসবিক্রেতার সন্তান। গ্রন্থকার বনিয়ান কাঁসারি ছিলেন; এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষক জোজেফ্ ল্যাঙ্কাষ্টর ঝুড়িবোনা ব্যবসায় করিতেন। বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া-ব্যাপারে যাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তিত আছে, তন্মধ্যে মহাত্মা নিউকোমন কর্ম্মকার ছিলেন, ওয়াট্ গণিত-সংক্রান্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন, এবং ষ্টেফেন্সন্ কলের অগ্নি প্রজ্বালনে নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মোপদেষ্টা হন্টিংডন প্রথমাবস্থায় কয়লার কাঁড়ি দিতেন। দারুমুদ্রায় (কাঠের ছাঁচের) জন্মদাতা, বিউইক কয়লার খনিতে কর্ম্ম করিতেন।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ডড্‌স্‌লি পদাতিক, এবং হলক্রফ্‌ট্‌ ঘোড়ার সইস্‌ ছিলেন। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিৎ হর্সেল যুদ্ধসম্পর্কীয় বাদ্যকরের দলভুক্ত ছিলেন। সর্‌ হমফ্রি ডেভির পদের উত্তরাধিকারী বিজ্ঞানশাস্ত্রাধ্যাপক মাইকেল ফ্যারাডে সামান্য কর্ম্মকারের সন্তান ছিলেন, তিনি ২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দপ্তরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বৈদ্যুত-বিদ্যা-বিষয়িণী প্রথম পরীক্ষা, একটী পুরাতন বোতল দ্বারা, করিয়া দেখেন। ফ্যারাডের বৃত্তান্তটী অত্যন্ত চমৎকার। সর্‌ হম্‌ফ্রি ডেভির একটী বক্তৃতা শুনিয়া রসায়নবিদ্যা শিখিতে তাঁহার মন প্রথম উৎসাহিত হয়। তিনি এক দিন আপনার পণ্যালয়ে বসিয়া একখানি বান্ধিবার পুস্তকে বৈদ্যুতবিষয়ক প্রস্তাব দেখিয়া একান্তমনে তাহা অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমত সময়ে একজন ভদ্রলোক কর্ম্মক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তথাবিধ বিদ্যানুরাগী দেখিয়া রাজকীয় বিদ্যালয়ে সর্‌ হম্‌ফ্রির বক্তৃতা শুনিতে যাইতে অনুমতি দেন; তিনিও তথায় চারিটী বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং উহার সংক্ষিপ্ত সার টুকিয়া লইয়া সর্‌ হম্‌ফ্রিকে দেখান। তিনি উহা বিশুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছে দেখিয়া ও তাঁহার নীচ ব্যবসায় শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন; ঐ সময় ফ্যারাডে তাঁহার নিকট রসায়ন-বিদ্যাধ্যয়নের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সর্‌ হম্‌ফ্রি প্রথমতঃ তাঁহাকে বিরত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, পরে আগ্রহাতিশয় দেখিয়া নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে ঐ বিদ্যালয়ে আপনার সহায় কর্ম্মচারী করিয়া লইলেন; পরিশেষে ঐ পদের সম্পূর্ণ ভার তাঁহারই [illegible]

অর্পিত হইল। মাইকেল ফ্যারাডে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে স্বকীয় শিক্ষক অপেক্ষাও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অল্প দিন হইল স্কট্‌লণ্ডের উত্তরপ্রান্তে থরসো-নামক স্থানে রবর্ট ডিক্ নামে একজন অসাধারণ ভূতত্ত্ববেত্তা পূপকারের দোকান হইতে সমুদ্দীর্ণ হইয়াছেন; সর্ রডরিক্ মর্‌চিসন ঘটনাক্রমে উক্ত পূপকারের দোকানে উপস্থিত হইলে, রবর্ট ডিক্ একখানি কাষ্ঠফলকে ময়দা দিয়া স্বীয় দেশের মানচিত্র আঁকিয়া রডরিককে দেখান, ও ভূতত্ত্ববিদ্যা-ঘটিত লক্ষণ এবং দেশের কোথায় কি আছে তাহারও উল্লেখ করেন, আর তৎকালচলিত মানচিত্র, যাহা রডরিক সময়ে সময়ে দেশ ভ্রমণ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া দেন। ক্ষণকাল কথোপকথনের পর অধিক সন্ধান লওয়াতে সর্ রডরিক তাঁহাকে বনৌষধি-বিদ্যাতেও প্রধান পণ্ডিত বলিয়া জানিতে পারিলেন। ভূগোলবিদ্যা-সংক্রান্ত সভার প্রধান অধ্যক্ষ স্বমুখে ব্যক্ত করেন, "রবর্ট ডিক বনৌষধি-বিদ্যাতে আমা অপেক্ষা দশগুণ অভিজ্ঞ।"

এই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে সকলে সমান বিদ্যা ও সমান গৌরব লাভ না করিয়া থাকুন, ইহাঁরা ভাবতেই যে আত্মাবলম্বন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়গুণে অতি হীন দশা হইতে আত্ম-সমুন্নতি লাভ করিয়া স্বজাতির সমুন্নতি-সাধনে সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; প্রকৃতি-দেবী সর্ব্বজনসমক্ষে সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন, যিনি এক-[illegible]চিত্তে তদীয় তত্ত্বোদ্ভাবনে কৃতপ্রযত্ন হইবেন, যত নীচ-বংশীয় ও যতই দরিদ্র সন্তান হউন, তিনি অবশ্যই কৃত[illegible]

কার্য্য হইতে পারিবেন। ইংলণ্ডদেশে দরিদ্রগেহ হইতে এত অসংখ্য লোক কেবল স্বাবলম্বন-বলে নানা বিপদ্ কাটাইয়া সাতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন যে, তাহাতে প্রারম্ভে দুরবস্থাপাত কৃতকার্য্যতা-লাভের কারণ বলিয়া এক-প্রকার ব্যাপ্তি হইয়া উঠিয়াছে। সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন "দারিদ্র্যদশা দর্দ্দুরকের ন্যায় যদিও কদাকার ও বিষাক্ত, কিন্তু উহার মস্তকে রত্ন থাকে।"

ইংলণ্ডের প্রাকৃত সভার সভ্যদিগের মধ্যেও অনেকেই নীচবংশীয়-দরিদ্রসন্তান। মৃত জোজেফ্ ব্রদরটন্, দশ ঘণ্টা* বিলবিষয়ক বাদানুবাদ কালে, তুলাকলের কর্ম্মচারীদিগের ভয়ানক ক্লেশের বিষয় অতিসুন্দররূপে বর্ণন করিয়া, স্বয়ং কে ঐ কর্ম্ম করিতেন ও সেই ক্লেশের সময় "যদি আমি কখন দিন পাই তাহা হইলে এই কর্ম্মচারীদিগের দুঃখ দূর করিব" প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় সভামধ্যে নিজ মুখে ব্যক্ত করেন। তাহাতে চারি দিকে সাধুবাদ পড়িলে, সর্ জেম্‌স্ গ্রেহাম উঠিয়া বলিলেন যে, ব্রদরটন্ এত নীচবংশোৎপন্ন, তিনি তাহা পূর্ব্বে জানিতেন না, কিন্তু এবংবিধ ব্যক্তি প্রধানবংশীয় সভ্যদিগের পার্শ্ববর্ত্তী হওয়াতে এই সভার অপেক্ষাকৃত অধিক গৌরব হইল।

অদ্যাপি ঐ সভায় এক তন্তুবায়-সন্তান সভ্যশ্রেণীতে সম্মানিত হইয়া রহিয়াছেন। তিনিও নিজমুখে আত্মজন্ম-

---

* ইংলণ্ডে পূর্ব্বে মজুরদিগের প্রতিদিন দশ ঘণ্টা কাটিয়া ছুটিবার নিয়ম ছিল।

বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সভায় এবংবিধ যত লোক সভ্য হইয়াছেন, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ পোতাধিকারী মাষ্টর ডব্লিউ, এস্, লিণ্ডসের ইতিবৃত্ত অতীব চমৎকার। তাঁহার নিজ মুখেই ব্যক্ত হয় যে, তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অনাথ নিরাশ্রয় হইয়া সংসারপথে পতিত হন। গ্লাসগো হইতে লিবরপুল যাত্রাকালে তাঁহার চারি সিলিং ছয় পেন্স মাত্র সম্বল থাকে। জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে নিরুপায় দেখিয়া অগ্নিতে কয়লা দিবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহাতেই তাঁহার তরপণ্যের সংস্থান হয়। ঐ জাহাজের অগ্নি-প্রজ্বালক তাঁহাকে এক দিন নিজ খাদ্যদ্রব্যের কিঞ্চিৎ দিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে, অমন সুস্বাদু দ্রব্য আর কখনও ভোজন করেন নাই। তিনি লিবরপুলে সাত সপ্তাহ নিরাশ্রয় হইয়া থাকেন; ঐ কয় দিন শুদ্ধ সেই চারি সিলিং ছয় পেন্সেই যাপিত হয়। পরে তিনি একখান আমেরিকান্ জাহাজে সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন; তিনি অল্পকালমধ্যে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করেন যে, উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইতে হইতেই এক জাহাজে প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া যান, এবং ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়সে সমুদ্র হইতে মহাসম্মানিত হইয়া প্রত্যাগত হন। এইরূপে তিনি নিরন্তর পরিশ্রম, অটল অধ্যবসায় ও অন্যান্য সাধুগুণে ত্বরায় ভাগ্যধর হইয়া উঠেন।

নীচশ্রেণীতে স্বাবলম্বন-গুণের প্রমাণ যেরূপ দেদীপ্যমান, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীতেও সেইরূপ। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতবর সর আইজাক নিউটন একজন সামান্য গ্রাম্য ভূম্যধিকারীর

সন্তান। লিন্‌কন্‌ সায়রে বার্ষিক ৩০ পাউণ্ড মাত্র তাঁহার পিতার আয় ছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদ আডাম্‌স্‌, যিনি নেপ্‌চিউন আবিষ্কৃত করেন, তিনিও ঐ অবস্থায় জন্মেন। মিসনরি সন্তানদিগের মধ্যে ড্রেক ও নেল্‌সন্‌ সামুদ্রিক বীরত্ব বিষয়ে বিখ্যাত। উলষ্টন্‌ ও ইয়ং প্লেফেয়ার বিজ্ঞানশাস্ত্রে, থর্‌লো ও ক্যাম্প্‌বেল ব্যবহারশাস্ত্রে, আডিসন্‌, টম্‌সন্‌, গোল্ডস্‌মিথ্‌, কলিরিজ্‌ ও টেনিসন্‌, সাহিত্যবিদ্যায়, অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ, করনেল এডওয়ার্ড্‌স্‌, ও মেজর হড্‌সন্‌, যাঁহাদিগের যুদ্ধনৈপুণ্য এই ভারতবর্ষে কীর্ত্তিত রহিয়াছে, তাঁহারাও মিসনরির সন্তান। অধিক কি, এই সুবর্ণভূমি ভারতবর্ষ যে ইংলণ্ডের অধীন হইয়া রহিয়াছে উহা প্রাধান্যতঃ মধ্যশ্রেণিস্থ লোকের ক্ষমতাতেই, সন্দেহ নাই। লর্ড ক্লাইব, ওয়ারন্‌ হেষ্টিংস্‌ ও তাঁহাদিগের পদের উত্তরাধিকারিগণ প্রায় সকলেই ঐশ্রেণীভুক্ত।

ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যেও এড্‌মণ্ড কর্ক, লর্ড মন্‌রস্‌, লর্ড হার্ডউইক, ও লর্ড ডনিঙের নাম মহীতলে কীর্ত্তিত রহিয়াছে। সর উইলিয়ম ব্লাক্‌ষ্টোন একজন পট্টবস্ত্র ব্যবসায়ীর পুত্র; এমন প্রথিত আছে, তিনি পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেন। লর্ড গিফোর্ডের পিতার ডোবরে মুদিখানার দোকান ছিল। লর্ড ডেন্‌মানের পিতা চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। জর্জ টাল্‌ফোর্ডের পিতা একজন গ্রাম্য শুঁড়ি ছিলেন। লর্ড চিফ্‌ ব্যারন পলকের পিতা অশ্বপৃষ্ঠাসন (জিনপোষ) নির্ম্মাণে বিখ্যাত ছিলেন। মিল্টন একজন পাণ্ডুলিপি লেখকের পুত্র। পোপ ও সাউথী বস্ত্রবিক্রেতার পুত্র।

প্রোফেসর উইল্‌সন এক সামান্য কর্ম্মকরের সন্তান। লর্ড মেকালি একজন আফ্রিকাদেশীয় বণিকের পুত্র। সর হম্‌ফ্রি ডেভি এক ঔষধবিক্রেতার সন্তান। রিচার্ড ওএন্‌, (যাঁহাকে জীব-সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত-বিজ্ঞানে লোকে নিউটন বলিয়া থাকে) প্রথমে জাহাজে কর্ম্ম করিতেন এবং অনেক বয়সে বিজ্ঞান-বিষয়ক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।

হস্ত ও মস্তক শ্রমক্ষম হইলে, মনুষ্যকে অবশ্যই উন্নত করে। এই সমস্ত মহাত্মাই শারীরিক ও মানসিক অসাধরণ গুণে আপনাদিগকে সমুন্নত করিয়া, স্বকীয় জাতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন। অলস হইয়া বিশেষ খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এমত লোক পৃথিবীতে অপ্রসিদ্ধ। উহা শুদ্ধ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমেরই ফল। এমন কি, যে সমস্ত ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ লোক-সমাজে কোন একটা সারবান্‌ সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই তদনুরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বিদ্যা বা কর্ম্মনৈপুণ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া কেহই জন্ম পরিগ্রহ করে না। উহার নিমিত্ত সকলকেই সমান প্রয়াস পাইতে হয়। অন্যান্য কর্ম্মসমুদায় টাকা ব্যয় করিলে চলে, কিন্তু বিদ্বান্‌ বা কর্ম্মকুশল হইতে গেলে যথোচিত শ্রম না করিলে হয় না। বিনা শ্রমে উহার বাঞ্ছা করা অনুপ্ত-বীজ ক্ষেত্রে শস্য-সঞ্চয়েচ্ছার তুল্য। ধনবত্তা বিদ্যোপার্জ্জনের কারণ নহে, তাহা হইলে এত দরিদ্র-সন্তান কখনই বিদ্বান্‌ হইতে পারিতেন না। বরং দারিদ্র্য-দুঃখকে এক দিন উহার কারণ বলিলেও সঙ্গত হয়। দরিদ্রাবস্থাতেও অনেকে আলস্যে কাল কাটায় বটে; কিন্তু যাহারা ধীমান্‌ ও যাঁহাদিগের উন্নতি-

লাভের অভিলাষ উৎকট থাকে, দুরবস্থা তাঁহাদিগকে বরং অধিক উৎসাহশালী, শ্রমক্ষম ও কার্য্যদক্ষ করিয়া তুলে। ঐশ্বর্য্যের এমনই মোহিনী প্রকৃতি, উহা অধিকাংশ লোককেই বিমুগ্ধ করে; উহাতে অনেককেই সাতিশয় অলস ও সুখপ্রিয় হইতে দেখা যায়। লর্ড বেকন বলিয়াছেন, "মনুষ্য ধন ও শক্তির তত্ত্ব বুঝিতে পারে না; প্রথমটী তাহাদিগের চক্ষুতে যেমন বড় দেখায়, দ্বিতীয়টীকে তেমনই ক্ষুদ্র বোধ হয়।"

আমাদিগের এ দেশে অধিকাংশ ধনি-সন্তানকে যেমন অলস হইতে দেখা যায়, ইংলণ্ড দেশে তাহার ঠিক বিপরীত। হীনাবস্থ ও মধ্যাবস্থ লোকের ন্যায় তত্রত্য ধনি-সন্তানেরাও শারীরিক ও মানসিক অসাধারণ পরিশ্রমে প্রগাঢ় বিদ্বান্ ও কার্য্যকুশল হইয়া স্বজাতির মহতী শ্রীবৃদ্ধি ও পৃথিবীশুদ্ধ লোকের উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন।

সুদুর্লভ পদার্থ-বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রেও ইহাঁদিগের অনেকেই পারদর্শিতা লাভ করিয়া, জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। লর্ড বেকন বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান বিদ্যার জন্মদাতা। মারকুইস ওয়ারসেষ্টর, অনরেবল মাষ্টর বয়লি, ক্যাবেণ্ডিস্, ট্যালবট্, ও লর্ড রস্, ইহাঁরা সকলেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিখ্যাত। লর্ড রস্ শিল্পবিদ্যাতেও বিলক্ষণ নিপুণ। তিনি কর্ম্মকারের কর্ম্মে এত পারদর্শী যে, তাঁহার কার্য্যনৈপুণ্য-দর্শনে এক ব্যক্তি তাঁহাকে না চিনিয়া স্বীয় কর্ম্মালয়ের অধ্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে এমত এক প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, তাহার দ্বিতীয় অদ্যাপি হয় নাই।

অধিকাংশ প্রধান[illegible] ব্যক্তি সাহিত্য-বিদ্যা ও রাজ-সংক্রান্ত বিদ্যা বিষয়েই অধিক পারদর্শী। অন্যান্য শাখার ন্যায় এই দুই বিদ্যাতেও অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রগাঢ়-পরিশ্রম-সাধ্য সন্দেহ নাই। আর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর বা পার্লিয়ামেণ্টের অধিনায়কের কার্য্য নির্ব্বাহ করা অতি কঠোর-পরিশ্রমী না হইলে হয় না। লর্ড পামরষ্টন ও ডর্বি, রসল্ ও ডিজ্‌রেলি, গ্লাড্‌ষ্টোন্ ও বুলর ইহাঁরা সকলেই মহাপরিশ্রমী। ইহাঁদিগকে সময়ে সময়ে রাত্রিন্দিব শ্রম করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। সর রবর্ট পীল এক জন বিখ্যাত কর্ম্মিষ্ঠ ছিলেন। তিনি মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইতেন না। শারীরিক-শ্রম-কার্য্যেও অসাধারণ ছিলেন। সোৎসাহ কার্য্যাসক্ত ও অবিশ্রান্ত শ্রম দ্বারা মনুষ্য যে কত কার্য্য করিতে ও কত দূর পারদর্শী হইতে পারে, তিনি তাহার এক উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি অতি পুণ্যচেতা ব্যক্তি ছিলেন। একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর তিনি অনম শ্রমে সুচারুরূপে পার্লিয়ামেণ্ট-সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন, সুসমাহিত না করিয়া ছাড়িতেন না। তাঁহার বক্তৃতা-পাঠে স্পষ্টই বোধ হয়, তিনি যখন যে বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন বা লিখিতেন, তাহা যত দূর সম্ভব, তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করিতেন। বিষয়গুলি এত বিশদরূপে বর্ণিত হইত যে, তাহা শ্রোতা মাত্রেরই অনায়াসবোধগম্য হইত। বার্দ্ধক্যে তাঁহার মানসিক দৌর্ব্বল্য না জন্মিয়া বরং সমধিক পরিপক্কই হইয়াছিল।

লর্ড ব্রাউহেমও অদ্বিতীয় শ্রমশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি [illegible] বর্ষ হইতেও অধিক কাল রাজ্যতন্ত্রে ব্যাপৃত থাকেন।

রাজ্যসংক্রান্ত বিদ্যা, সাহিত্যবিদ্যা, ব্যবহারশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র সমুদায়গুলিতেই তিনি সমান অনুরাগী ছিলেন, এবং সকল বিষয়েই সমান ব্যুৎপন্ন বলিয়া বিখ্যাত। তদীয় শ্রম-বিষয়ে এমন কথা আছে যে, এক দিন সর স্যামুএল রমিলিকে কোন ব্যক্তি একটী নূতন কার্য্যের ভার-গ্রহণে অনুরোধ করিলে, তিনি কহিয়াছিলেন "আমার কিছুমাত্র সময় নাই, তুমি ব্রাউহেমের কাছে যাও, উহার সব কাজ করিবার সময় আছে।" ব্রাউহেম যে এত কাজ করিয়া উঠিয়াছেন, তাহার কারণ এইমাত্র যে, তাঁহার পলমাত্র কালও বিনা কর্ম্মে ক্ষয়িত হইত না। যে বয়সে উত্তীর্ণ হইয়া তথাবিধ পদাভিষিক্ত লোকে কেবল বিশ্রামসুখ অনুভব করেন, ও তন্দ্রাতেই সময় কাটান, তাদৃশ বৃদ্ধ-দশাতেও তিনি শ্রমে কাতরতা প্রকাশ করিতেন না। তিনি ঐ বয়সে আলোক পদার্থের তত্ত্বোদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইয়া, যত দূর করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন, তৎসমুদায় পারিস ও লণ্ডনের প্রধান প্রধান পদার্থবিদ্যাবিদ্ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে বর্ণনা করেন। শুদ্ধ তাহাতেও ক্ষান্ত হন নাই; তিনি ঐ বয়সে, তৃতীয় জর্জের সময়ে পদার্থবিদ্যা ও সাহিত্য বিদ্যায় যত লোক পারদর্শী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিতেন। ইহা ছাড়া রাজকীয় ব্যবস্থা-সম্পর্কীয় কার্য্যে ও আর আর সকলে যেমন শ্রম করিতেন, তিনিও তদনুরূপ করিতেন এবং সম্ভ্রান্ত (লর্ডদিগের) সভায় রাজ্যসম্পর্কীয় বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিতেন। সিডুনি স্মিথ তাঁহাকে এক দিন অনুরোধ করেন যে, আপনি; তিন জন বলবান্ যুবায় যে কার্য্য করিতে পারে

এ বয়সে তাহার অধিক কার্য্য করিবেন না। কিন্তু ব্রাউহেমের এমত কার্য্যশক্তি ছিল ও শ্রম এত অভ্যাসসিদ্ধ হইয়াছিল, যত কাজই পড়ুক কিছুতেই তত ভার বোধ হইত না। অবলম্বিত ব্যবসায়ে তাঁহার প্রাধান্যলাভের এত ইচ্ছা ছিল, যে তাঁহার বিষয়ে এমত কথিত আছে, "যদি ব্রাউহেম জুতা কাল করা ব্যবসায় করিতেন ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইয়া ছাড়িতেন না।"

ঐ শ্রেণীমধ্যে সর, ই, বুলবর লিটনও একজন প্রগাঢ় পরিশ্রমী তাঁহার ন্যায়, রাজ্যসংক্রান্ত সমুদায় কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করিয়া, নানা গ্রন্থ রচনা, ও নানাবিষয়িণী বিদ্যায় খ্যাতি লাভ করিতে প্রায় কেহই পারেন নাই। তিনি একজন প্রধান প্রবন্ধলেখক, প্রধান কবি, প্রধান নাটককর্ত্তা, প্রধান ইতিহাস-বেত্তা, প্রধান বক্তা ও রাজ্যসংক্রান্ত বিদ্যায় অসাধারণ বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার ন্যায় তত অধিকসংখ্যক উৎকৃষ্টবিধ গ্রন্থ লিখিবার ক্ষমতা ইংরেজদিগের মধ্যে অদ্যাপি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি প্রথমে একখানি কাব্য রচনা করিয়া বাইরণের ন্যায় তাহাতে হতাশ হন, পরে একখানি নবপ্রবন্ধ রচনা করেন, তাহার ফলও ঐরূপই হয়। আর কেহ হইলে তেমন ঘটনায় গ্রন্থপ্রণয়নে একবারে বিসর্জ্জন দিয়া বইসে। কিন্তু বুলর অবিচলিতচিত্তে কৃতার্থতা বিষয়ে কৃতসংকল্প ও অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেন। নৈরাশ্যে বরং তাঁহাকে সমধিক উৎসাহী করিয়া তুলে। প্রথম বর্ষে তিনি দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। পরে তাহা সমাদৃত হইলে ত্রিংশৎ বর্ষ ক্রমাগত

তাঁহার প্রণীত নানা গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। মাষ্টর ডিস্‌রেলির শ্রম-বৃত্তান্তও এইরূপ, তিনিও বুলরের ন্যায় প্রথমতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম প্রণীত পুস্তকদ্বয় প্রকাশিত হইলে, সকলেই তাহা ক্ষিপ্তপ্রলাপ বলিয়া উপহাস করে, তিনি তাহাতে কিছুমাত্র হতাশ না হইয়া নিরতিশয় উৎসাহ-সহকারে নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থপ্রণয়ন বিষয়ে আপনাকে পরম প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অনন্তর-প্রচারিত গ্রন্থ সকল মহারত্ন বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ প্রাকৃত সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া তিনি প্রথমে অত্যন্ত উপহাসাস্পদ হন। বক্তৃতা-শ্রবণে সভাস্থ সকলেই তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে ঠাট্টা তামাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি অনেকবার অনেক বিষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি, শেষে কৃতকার্য্যও হইয়াছি। অতএব এমন দিন অবশ্যই আসিবে, যে দিনে তোমরা আমার বক্তৃতা শুনিবে"। কিয়দ্দিন পরে তাহাই হইল। আত্মাবলম্বন, উৎসাহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও পরিশ্রমের যে কতদূর ফল, ডিস্‌রেলির জীবনবৃত্তে তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ রহিয়াছে।

ইংরেজদিগের একৈক ব্যক্তির ও জাতির যে ক্রমেই উন্নতি হইতেছে তাহার কারণ এই—আত্মাবলম্বন, শক্তি, উৎসাহ, অধ্যবসায়, সাহস, পরিশ্রম, সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের অন্তঃকরণেই জাজ্বল্যমান। দরিদ্রকুলোদ্ভব সন্তানেরা, আত্মাবমানী ও নিরুৎসাহ না হইয়া, অবশ্যই বড় হইব বলিয়া যেমন পরিশ্রম করে; অগাধ ঐশ্বর্য্যশালি-সন্তানেরাও উত্তরাধিকৃত ধনসম্পদ অকিঞ্চন বিবেচনায়, অবশ্যই স্বনামসিদ্ধ হইব বলিয়া, বিবিধ

বিদ্যা উপার্জ্জন ও সমাজের হিতসাধন করিতে তেমনই পরি-শ্রম করেন। পুরুষকার-প্রতিষ্ঠাপনে তাঁহারা সকলেই যত্নবান্। ফলতঃ সাধারণের এবংবিধ গুণগ্রাম না থাকিলে ইংরেজেরা কি কথন পৃথিবীস্থ সর্ব্বজাতি অপেক্ষা এরূপ গৌরব লাভ করিতে পারিতেন?

যে সমস্ত লোক, দীনদশা-নিবন্ধন বিদ্যার্জ্জন ও মহৎ কার্য্য সাধনের উপায় নাই, অবসর নাই, বলিয়া দুঃখ করেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত স্বতঃসমুন্নত মহাত্মাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এবং যাঁহারা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া, বা মাসিক কিছু অধিক টাকা আসিবার উপায় করিয়া, আপন আপন অবস্থাকে সর্ব্বতোভাবে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করেন এবং বিদ্যার্জ্জন ও সমাজের হিতসাধনার্থ শ্রম-স্বীকারে পরাঙ্মুখ থাকেন, তাঁহারাও কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া ঐ সমস্ত মহামহিমের জীবনবৃত্তে একবার অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

এই প্রস্তাবে অল্পসংখ্য মাত্র আত্মাবলম্বী প্রধান পুরুষের নাম উল্লিখিত হইল; ফলতঃ ইংলণ্ডের কি পথে, কি কর্ম্মা-লয়ে, কি প্রাসাদে, কি কুটীরে, কি ক্ষেত্রে, কি খনির অভ্য-ন্তরে, যেথানে যাও সেই স্থানেই তাদৃশ শত শত মহাত্মার নাম শুনিতে ও তাদৃশ শত শত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে। সেই সমস্ত পুরুষপ্রধান শুদ্ধ আত্মাবলম্বনে সাহসী ও উৎসাহী হইয়া, অবিশ্রান্ত পরিশ্রমসহকারে আত্মাকে সমুন্নত করিয়া স্বজাতির অনন্যজাতি-সামান্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া আসিতেছেন।

অতএব মনুষ্য যতই দুরবস্থ ও দীনদশাপন্ন হউক, আপনাকে নিরুপায় নিঃসহায় বিবেচনা করিয়া, নৈরাশ্য অবলম্বন করা কোন মতেই বিধেয় নহে। জগদীশ্বর সকলের পক্ষেই সমান অনুকূল, স্বাবলম্বী পরিশ্রমীকে তিনি কখনই অপুরস্কৃত রাখেন না। আর পরমেশ্বর দরিদ্রের ন্যায় ধনীকেও শারীরিক ও মানসিক শক্তি দিয়াছেন, বিষয়-ব্যাপারে তাহার যথাতথ বিনিয়োজন না করিলে, ঐশিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। বিশেষতঃ মনুষ্য নিজ পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করে তন্মাত্রই তাহার নিজের সম্পত্তি; অতএব পরিশ্রমপূর্ব্বক স্বনামখ্যাতি উপার্জ্জন করা পুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্ব্যতিরেকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা হয় না।

কেহ কেহ আপনাকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়া প্রাকৃতিক ধী-শক্তির উপরে দোষ দিয়া সন্তুষ্ট থাকেন; কেহ কেহবা ধন, বিদ্যা ও যশোভাগ্য দৈবায়ত্ত বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতসুকৃতিসাধ্য বলিয়া স্বকীয় দোষ ক্ষালন করেন। কিন্তু বিখ্যাত ধীমান্ মাত্রে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে এক স্বতন্ত্র ও দুর্লভ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না, এবং ধনাদিবিভিতন্নকে শুদ্ধ ঘটনায়ত্তও বলেন না; তাঁহারা উর্ব্বরা ধীষণাকে, উৎকট বিষয়াসক্তি, নিরন্তর পরিচিন্তন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সমবেত ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ফলতঃ যে আধারে ঐ গুণগুলি থাকে, সেই খানেই সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির ভূরি ভূরি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। যদিও তথাবিধ বুদ্ধি দুর্লভই হয়, কিন্তু আমরা ঐ সমস্ত গুণের আশ্রয় লইলে অবশ্যই উহার অনেক

ফলসঞ্চয়ে সমর্থ হইতে পারি। অসামান্যধীসম্পন্ন নিউ-টনকে, এক জন, "আপনি কিরূপে এত আবিষ্কৃত করি-লেন" জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, "ক্রমাগত ঐ সমস্ত বিষয়ের একতান অনুধ্যান দ্বারা মাত্র"। এমত কথিত আছে যে, পরিশ্রমের প্রকার-পরিবর্তই নিউটনের বিশ্রাম ছিল। তিনি আর এক সময়ে ডাক্তার বেণ্টিলিকে বলিয়াছিলেন যে, "তিনি যে কিছু কার্য্য করিয়া উঠিয়া-ছেন সমুদয় পরিশ্রম ও পরিচিন্তনের ফল"। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "আমি চিন্তনীয় বিষয়টী সর্ব্বদা সমক্ষে রাখিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, প্রথমে উহার প্রত্যূষ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে উহা আলোকময় হইয়া উঠে"।

এইরূপ অন্যান্য মহাত্মাদিগের প্রধান প্রধান কার্য্য সকল পরিশ্রমাদি গুণেরই ফল। নিরন্তর ব্যাসঙ্গ ও অধ্যবসায় দ্বারা তাঁহারা সকলেই অলোকসামান্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছেন। ভল্টেয়ার বলেন, "অসাধারণ ধীমান্ ও সাধারণ লোকের অন্তর একটী সামান্য রেখা মাত্র"। বিকেরিয়ার বলেন, "সকলেই কবি ও সকলেই বক্তা হইতে পারে"। লক, ডিজরট ও হেল্‌বিসসেরও এইরূপ বিশ্বাস যে, সুতীক্ষ্ণ ধীমান্ হইবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। এক ব্যক্তি যে অবস্থায় যে ভাবে ও যে উপায়ে একটী বিষয় আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সেই অবস্থায় পড়িয়া সেই ভাবে সেইপ্রকার উপায় অবলম্বন করিলে ঐ আবিষ্ক্রিয়া অন্যেরও বুদ্ধিসাধ্য হইতে পারে। প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অন্যা-[illegible] মনোযোগের [illegible] সকল একাকারবস্তা [illegible] [illegible]তে অনে-

কেরই ঐপ্রকার সিদ্ধান্ত হয়। ফলতঃ মূলদেশে অলোক-সামান্য সারবত্তা না থাকিলে, কেবল পরিশ্রমের গুণে, গোতম, কালিদাস, সেক্সপিয়ার, বা নিউটনের ন্যায়, কাহারও বুদ্ধি উর্ব্বরা হয় না। কিন্তু পরিশ্রমাদিগুণে যে অনেক দূর সাধিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর বিখ্যাত ধীমান্দিগকে শ্রমাদিগুণের প্রতি কখনই ঔদাস্য প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। কোন একটী প্রধান কাজ, বিনা শ্রমে যে কেবল বুদ্ধিবলে হইয়া উঠিয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন যে, নিউটন্ হঠাৎ আতাপাত দেখিবামাত্র পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি উদ্ভাবিত করিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। তিনি ক্রমাগত বহু বর্ষ ঐ বিষয়ের প্রতি নিয়ত চিন্তা করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য হন। প্রধান ও সামান্যের বিশেষ এই যে, প্রধান লোক সর্ব্বদা সকল বিষয়েই অবহিত থাকেন, সামান্য সামান্য ঘটনাগুলিরও অন্তঃপ্রবেশ করেন। সামান্য লোকের ভাব সেরূপ নহে; তাহাদিগের চিত্ত সকল বিষয়েই অনবহিত থাকে, তাহারা একটীরও অন্তঃপ্রবেশ করিতে প্রয়াস পায় না। রুসিয়ান্দিগের একটী প্রচলিত কথা আছে, "অনবহিত ব্যক্তি বনমধ্যে দিয়া গেলেও ইন্ধন দেখিতে পায় না"। সলমন্ বলেন "সুধী জনের চক্ষু মস্তকের উপর। মূর্খেরা অন্ধকারেই বেড়ায়।" মহামহিম জন্সন্ ইটালি হইতে প্রত্যাগত এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "অনেকে সমুদয় ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, কোন কোন ব্যক্তি হাম্পষ্টেড নাট্যশালা দেখিয়া সেই বা অপেক্ষাকৃত অধিক

জ্ঞান সঞ্চয় করেন।” অনবধান দর্শকেরা যে স্থলে কিছুই দেখিতে পায় না, অবধানপর ধীমান্ তথায় অপূর্ব্ব পদার্থের দর্শন পান।

গালিলিওর পূর্ব্বে অনেকেই দড়িতে ভার ঝুলিতে ও দুলিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিই তাহার অন্তঃপ্রবেশ-পূর্ব্বক তাহা হইতে ঘড়ির দোলক (পেণ্ডুলম) আবিষ্কৃত করেন। গালিলিওর এই আবিষ্ক্রিয়াও কেহ কেহ ঘটনামূলক ও শুদ্ধ সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসাধিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। ১৮শ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে একটী গির্জাতে লণ্ঠন ঝুলিতে দেখিয়া তাঁহার মনে ঐ ভাবের [উদয়] হয়, পরে ক্রমাগত ৫০ বৎসর ঐ বিষয়ের চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ কৃতার্থতা লাভ করেন। ঘটনাক্রমে আর এক সময়ে, “একজন চস্মাকার কাউণ্ট মারিসকে একটী সামগ্রী উপহার দিয়াছে তাহাদ্বারা দেখিলে দূরস্থ পদার্থ সন্নিহিত দেখায়” এই কথা গালিলিওর কর্ণগোচর হয়, পরে তিনি ইহাতে কেন ঐরূপ দেখায়, নিরন্তর ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য হইয়া খগোল-নিরূপণের প্রধান উপাদান সামগ্রী দূরবীক্ষণের সৃষ্টি করেন। এবংবিধ আবিষ্ক্রিয়া সকল কি দৈবায়ত্ত, না পরিশ্রমশালি ব্যক্তিয়েকে কেবল বুদ্ধিবলে ঘটাইতে পারে? [illegible] ব্রাউন লূতাতন্তু-জাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঝুলন্ত লৌহময় পোলের সৃষ্টি করেন; তাহা কি [illegible] পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবধান-পরতার ফল? এই সকল আবিষ্ক্রিয়া [illegible] সামান্য [illegible] দর্শন হইতে হইয়াছে; কিন্তু সামান্য দর্শন হইতে [illegible] নাই।

এই যতগুলি মহাধীরগণের নাম কীর্ত্তন করা হইল, ইহাঁরা সকলেই আত্মাবলম্বনে তুল্য সাহসী; অবশ্যই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া উঠিব, মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ইহাঁরা সকলেই অপ্রমত্তভাবে নিরন্তর অভিলষিত ব্যবসায়ের অনুসরণে প্রগাঢ় প্রযত্ন করিয়াছেন। এরূপ না হইলে কি তাঁহাদিগের তত দূর উন্নতি ও জাতির এতদূর সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। আপনাকে স্থূলবুদ্ধি, বা সমস্ত শুভঘটনা শুদ্ধ দৈবায়ত্ত, বলিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিলে, ভাগ্য কি স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন?। "অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, অদৃষ্টে শুভাশুভ থাকিলে কেহ [illegible] খাইতে পারে না" এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কেবল অদৃষ্টের প্রতীক্ষায় আলস্যে কাল নষ্ট করা কি প্রকৃত মনুষ্যের কর্ম্ম?। অদ্যাপি এমত সুবিজ্ঞ লোক অনেক আছেন, যাঁহারা দুইটী সন্তানের একটীর কোষ্ঠীতে বিদ্যা নাই অপরটীর কোষ্ঠীতে অত্যন্ত বিদ্যা আছে দেখিয়া, কোনটীর শিক্ষা নিমিত্তই বিশেষ যত্ন পান না। মনে মনে এরূপ সিদ্ধান্ত যে, প্রথমটীর নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেও হইবে না, দ্বিতীয়টীর নিমিত্ত চেষ্টা না পাইলেও হইবে। হায়, কি দুঃখের বিষয়, কি পরিতাপ! আমাদিগের এমত ভাব না হইলে কি এই স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমি ইতর জাতির প্রণয়িনী হয়। এখনও এ দেশে এমত অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইলেই নিশ্চিন্ত হইয়া আমোদপ্রমোদ করিয়া বেড়ান; একবারও বিবেচনা করেন না যে, "আমরা কত বড় বংশীয় ও কত বড় প্রধান ভূস্বামীর সন্তান হইয়া কতদূর দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি।" এরূপ না হইলে কি আমাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব [illegible]

তথাবিধ বীরত্ব, তাদৃশ স্বাধীনতা ও সেইপ্রকার গৌরব এক-পদে বিলয় প্রাপ্ত হয়?

এক্ষণে রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে এ দেশের কতিপয়মাত্র প্রদেশে অপেক্ষাকৃত বিদ্যার জ্যোতি কিঞ্চিৎ বিস্তীর্ণ হইয়াছে, দুই চারি জন উপযুক্ত পাত্রও হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তাহাতে কি হইতে পারে? অদ্যাপি এ দেশে তথাবিধ উৎকট স্বাবলম্বন-সাহস প্রায় কাহারও হৃদয়ে প্রভাত হয় নাই। প্রগাঢ়-স্বাধীনতা-প্রিয়তা অদ্যাপি এ দেশে কাহারও অন্তরাত্মাকে তথাবিধ বিদ্যোতিত করে নাই। অচল অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও অপ্রতিহত প্রতিজ্ঞার লক্ষণ অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে না। এই সমস্ত না হইলে শুদ্ধ পুস্তকগত বিদ্যালয়ের বিদ্যায় আমাদিগের কখনই তত উপকার হইতে পারে না। যে ইংরেজ জাতিকে আমরা সর্ব্বদা সম্মুখে দেখিতেছি, আমরা যাঁহাদিগের প্রধান প্রধান গুণগ্রামের প্রশংসা সর্ব্বদা শতমুখে বর্ণন করিয়া পুলকিত হইতেছি, ভাগ্যক্রমে যাঁহারা আমাদিগের আদর্শস্থল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মহীয়ান্ গুণের অনুহরণে কি আমরা কিছুমাত্র যত্ন করিব না? আমাদিগের অনুচিকীর্ষা-বৃত্তি কি শুদ্ধ তাঁহাদিগের অকিঞ্চন গুণের ও দোষের অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিয়াই চরিতার্থ হইয়া থাকিবে?।

অনেক ব্যক্তি বর্ত্তমান রাজতন্ত্রের উপর দোষারোপ করিয়া দুঃখ করিয়া বলেন, "ইংরেজেরা আমাদিগকে [illegible] তেমন [illegible] স্বাধীনতা দেন না"। হাঁ, উহা [illegible] ঠিক বটে, [illegible] দোষ কেবল রাজপুরুষদিগেরই নহে। [illegible] সকলেরই

স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজ্যতন্ত্র প্রজাপুঞ্জেরই অনুহারী হয়। যদি আমাদিগের দেশীয় লোক সকল স্বাবলম্বন-সাহসী ও উৎকট-স্বাধীনতা-প্রিয় হয়, যদি তাহারা আপনাদিগের ও আত্মজাতির উন্নতিসমাধানে সযত্ন হয়, তাহা হইলে আজি হউক, কালি হউক, রাজপুরুষেরা রাজ্যতন্ত্রে আমাদিগকে সমুচিত স্বাধীনতা না দিয়া কখনই তিষ্টিতে পারে না। অতএব আমরা যে এরূপ হীনদশাপন্ন হইয়া রহিয়াছি, আমাদিগের জাতির যে তত উন্নতি হইতেছে না, ইহা কেবল আমাদিগের একৈক-ব্যক্তিগত স্বাবলম্বন-সাহস না থাকারই দোষ;—আমাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিগত আলস্য, নিরুৎসাহ ও চলচিত্ততারই অপরাধ। যদি আমরা সকলে স্বাবলম্বী ও সাহসী হই, যদি আমরা সকলেই অপ্রমত্তভাবে, অধ্যবসায়সহকারে অভিলষিত ব্যবসায়ের অনুসরণে সোৎসাহ পরিশ্রম করি এবং সকলেই আন্তরিক নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া পবিত্র স্বাধীনতা-সুখের স্বাদ-পরিগ্রহ করিতে পারি,—বর্ত্তমান রাজ্যতন্ত্র বিশেষ আনুকূল্য করুক বা না করুক, একৈক ব্যক্তির সৌভাগ্য ও স্বাধীনতালাভসহকারে জাতির সৌভাগ্যোদয় অবশ্যই হইবে, এবং কি সমাজ[illegible] কি রাজ্যতন্ত্র উভয়েই, স্বাধীনতালাভ হইবে। যেমন জলপ্রবাহশীল অশেষ-মুখোদ্গীর্ণ সমবেত জলস্রোত কেহই রুদ্ধ করিতে পারে না, তদ্রূপ লক্ষ লক্ষ পুরুষ-প্রোদ্ভূত স্বাধীনতা-স্রোতে কাহারও সাধ্য বাধা দেয়।

আমরা বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা বিষয়ে ইংরেজজাতির অপেক্ষা ন্যূন নহি। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় আমি[illegible]

দিগের পূর্ব্বপুরুষেরাও অশেষ বিষয়ে জগদ্বিখ্যাত নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। কোন কোন ইংরেজি গ্রন্থেও এরূপ কথিত আছে যে, "বিষয়ের অনুধ্যান বিষয়ে হিন্দুরা অত্যন্ত পারদর্শী"। বস্তুতঃও চিন্তামণি শিরোমণি প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থ দেখিলে এমত বোধ হয় যে, তাদৃশ সুগভীর চিন্তন-পরায়ণ, অপ্রতিহতধীষণাশালী, সারবৎ-সংক্ষিপ্ত লেখক, আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। অদ্যাপি এতদ্দেশীয়দিগের বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও আমাদিগের হতাশ হইবার কোন বিষয়ই নাই, বরং সমধিক উৎসাহিতই হইতে পারা যায়। এমন কি, অন্যদেশীয় বিজ্ঞেরাও এ কথায় অনুমোদন করিয়া থাকেন। মৃত মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটর বেথুন সাহেব এতদ্দেশীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রসমূহের পরীক্ষা করিয়া আনন্দিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, "ইহাদিগকে পঠদ্দশায় যেরূপ পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী দেখিতেছি, চিরকাল এরূপ থাকিলে ইহারা সর্ব্বদেশীয় লোকাপেক্ষা নিঃসন্দেহ অধিক পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে"। [illegible] ডাক্তার ডফ্ সাহেব বেথুন্-সভায় এতদ্দেশীয় শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগের যেরূপ বুদ্ধিমত্তা, তাহাতে যদি তোমরা আলস্য পরিহারপূর্ব্বক পরিশ্রম কর ও অধ্যবসায়ী হও, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীর উপর অনেক বিষয়ে আধিপত্য করিতে পার"। অনেক [illegible] প্রস্তাবক্রমে অবিকল ঐরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়া [illegible]। শিক্ষাসমাজের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ ডাক্তার [illegible] [illegible] হিন্দু মুসলমান ইংরেজ ও বাঙ্গালি এক স্থানে একবিধ শিক্ষা

পাইয়া পরীক্ষা দিলে, সিংহের অংশ প্রায় সর্ব্বদাই বাঙ্গালি-দিগের হস্তগত হয়। অতএব আমরা বুদ্ধিমত্তাবিষয়ে সিংহ-বিক্রান্ত হইয়া অন্যান্য বিষয়ে কেন শৃগালবৎ হীনভাবে চলিতেছি। ঐরূপ সুবিজ্ঞ অনেকানেক ইংরেজপুরুষেই আমাদিগের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া আমাদিগকে স্বাবলম্বী শ্রমী ও অধ্যবসায়ী হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। হায়! কত দিনে এতদ্দেশীয়েরা ঐ সমস্ত প্রধান প্রধান গুণে আত্মাকে অলঙ্কৃত করিবেন, কত দিনেই বা ঐ সমস্ত দূরদর্শী হিতৈষী মহাত্মাদিগের বাক্য সফল হইবে।

আমাদিগের উন্নতির একান্ত-পরিপন্থী আর এক প্রকাণ্ড দোষ আসিয়া দেশে প্রবেশ করিতেছে। যাঁহারা প্রথম যৌবনোদ্যমে যথার্থ আত্মাবলম্বী, সাহসী, ও অত্যন্ত উৎসাহী প্রতীয়মান হইতেছেন; যাঁহারা শৈশবাবধি প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাশিক্ষা-বিষয়ে অনেক দূর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেছেন; যাঁহারা স্বদেশশুভাকাঙ্ক্ষীদিগের সমস্ত আশা ও ভরসার অসাধারণ স্থল; তাঁহারা সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, যেমন দুই একটী নৈরাশ্য ঘটনায় স্পৃষ্ট হইতেছেন, অমনি তাঁহা-দিগের সেই সমস্ত প্রধান গুণ একবারে বিলীয়মান হইতেছে, অপূর্ব্বতম [illegible] আবিরোগে অন্তঃকরণ নিতান্ত রুগ্ন ও হীন-বল করিতেছে। তাঁহাদিগের মনে "আর আমাদিগের হইতে কিছুই হইল না, আমরা কোন প্রধান কাজ বা দেশের কিছুই উপকার করিতে পারিলাম না, আমাদিগের জন্ম নিরর্থক হইল, আমরা মাতৃভূমির অতি কুসন্তান" এইরূপ অনর্থকর সিদ্ধান্ত হইয়া পড়িতেছে। এবংবিধ অপসিদ্ধান্ত-প্রণোদিত হইয়া

অনেকে শারীরিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইতেছেন; কেহ কেহ ক্ষিপ্তবৎ হইতেছেন; কেহ কেহ আত্মহত্যাতেও প্রবৃত্ত হইতেছেন। হায়, কি দুঃখ! তাঁহারা কি একবারও ভাবেন না যে, জগদীশ্বর সেই সমস্ত গুণ তাঁহাদিগকে নিষ্ফল করিতে সমর্পণ করেন নাই। সর্ব্বকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সেই সমস্ত গুণবীজ তথাবিধ উর্ব্বর ক্ষেত্রে কি বন্ধ্য হইবার নিমিত্ত বপন করিতেছেন? সেই পরাৎপর পরম পুরুষে বিশ্বাস রাখিয়া আত্মাবলম্বনপূর্ব্বক তাদৃশ মনোভূমির সমুচিত কর্ষণ করা কি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য নহে? আর তাঁহাদিগের হইতে যে দেশের কিছু উপকার দর্শিতেছে না, তাহা কিরূপে বিবেচনা করিলেন। তাঁহারা আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদিগের প্রধান দৃষ্টান্তভূমি; তাঁহাদিগের কৃত উপকার যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তেমন একটা দেখা যাইতেছে না, কিন্তু অনেকে তাঁহাদিগের অনুহরণে সর্ব্বথা প্রস্তুত থাকায়, দেশের যে কতদূর উপকার সাধিত হইতেছে, তাঁহারা ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারেন। তাঁহারা তাদৃশ হতাশ ও বিকৃতিভাব প্রাপ্ত না হইয়া সামান্য সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে সেই সমস্ত গুণের বিনিয়োজন করিলেও সেই দৃষ্টান্তে কি দেশের সামান্য উপকার হয়। তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান গুণগণ অন্যদীয় হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হয়, এবং সাধারণ্যে সকলকেই গুণবান্ করিয়া দেশের অশেষ উপকার করে।

আর সেই সমস্ত সুশিক্ষিত তরুণগণ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করিলে, কেনই বা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না?

সামান্য নৈরাশ্যে নিতান্ত অভিভূত হওয়া কি তাঁহাদিগের ন্যায় গুণশালী সুশিক্ষিত সাহসী পুরুষের কর্ত্তব্য? যত বড়ই নৈরাশ্য-ঘটনা হউক, বলবান্ অন্তরাত্মাকে কাহার সাধ্য প্রতিহত করে? তাঁহাদিগের হতাশ হইবার এইমাত্র কারণ যে, তাঁহারা আপনাদিগের অভিলাষানুরূপ দেশের হিতসাধন বা মহৎ কার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন না যে, যত লোক স্বদেশের বা মনুষ্যসমাজের সবিশেষ শুভসাধন বা প্রধান প্রধান কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কত সঙ্কটে পড়িতে, কত বিপদে ঠেকিতে, ও কত ভয়ানক নৈরাশ্যে সন্তাড়িত হইতে হইয়াছে। সেই সমস্ত দুর্ঘটনা-পরম্পরাতেও তাঁহারা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, অটল প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়-বলে নিরন্তর উদ্দেশ্য বিষয়ের অনুসরণ করিয়া, পরিশেষে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ইঁহারাও সেইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসী হইয়া অভিলষণীয় ব্যাপারের অনুধাবন করিলে, অবশ্যই সফলশ্রম হইতে পারিবেন। পূর্ব্বপণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, "ইচ্ছা বলবতী হইলে পথ অবশ্যই হয়।" যিনি কার্য্য করিতে যথার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হন, তিনি অসঙ্খ্য বাধা হইতেও আত্মকার্য্য করিয়া তুলিতে পারেন"। "আমি এ কার্য্যে সমর্থ, এরূপ স্থির বুদ্ধিই মনুষ্যকে সমর্থপ্রায় করিয়া তুলে" ও "উপার্জ্জন করিতে স্থিরচেতা হইতে পারিলে প্রায় উপার্জ্জন করাই হয়"। বিখ্যাত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেরো বলিয়াছিলেন, "যাহারা কার্য্যের ইচ্ছা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়, তাহারা সম্পূর্ণ ইচ্ছা না করিয়া, অর্দ্ধমাত্রই করে"। বিখ্যাত কবি কালিদাস বলিয়াছেন,

"যেমন নিম্নাভিমুখ জলকে কেহই প্রতীপগামি করিতে পারে না, তদ্রূপ ঈপ্সিত বিষয়ে মন স্থির-নিশ্চয় হইলে কিছুতেই প্রতিহত হয় না"। উক্ত কবিপ্রধান নিজেই ইহার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তস্থল। কথিত আছে যে, তিনি পরিণয়কাল পর্য্যন্ত কিছুমাত্র বিদ্যালোচনা করেন নাই, মূর্খের শেষ ছিলেন। পরে বিদ্যাবতী সহধর্ম্মিণীর নিকট যখন অত্যন্ত অপমানিত হইলেন, তখন তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিদেশ-গমনপূর্ব্বক বিদ্যাধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; অনন্তর সেই পুরুষ-প্রধান পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-বলে কত দূর কবিত্বকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন তাহা পৃথিবীর কোথাও অগোচর নাই।

অতএব এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত তরুণগণ আত্মদেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও প্রতিকূল ঘটনা নিবন্ধন নৈরাশ্যে অভিভূত না হইয়া ঈপ্সিতার্থ বিষয়ে স্থির-মনা হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করুন, তাহা হইলে পরিশেষে নিঃসন্দেহ সকল সমীহিতই সিদ্ধ করিতে পারিবেন।

আত্মাবলম্বন ও তদনুষঙ্গে শ্রমাদি কতিপয় আবশ্যক গুণের বিষয় উল্লিখিত হইল, কিন্তু মনুষ্যের অত্যাবশ্যক প্রধানতম গুণের বিষয় এখনও অনুল্লিখিত রহিয়াছে। যেমন প্রভাকর-কিরণ-সম্পর্ক বিনা পরম সুন্দর রমণীয় পদার্থচয়ও লোক-লোচনের আনন্দকর হয় না, অপদার্থবৎই পড়িয়া থাকে; তদ্রূপ ঐ গুণজ্যোতিঃ ব্যতিরেকে অন্যান্য গুণগণের কোন সৌন্দর্য্যই থাকে না। তাহারা পুরুষার্থ-সাধক না হইয়া বরং অনর্থেরই হেতু হয়। ধর্ম্মপরতা বা ঈশ্বরভক্তি উপেক্ষিত হইলে আর যত গুণ থাকুক, তাহাতে তাদৃশ মনু-

ন্নতি হইতে পারে না; যদিও কিঞ্চিৎ হয় তাহা চিরস্থায়িনী হয় না; কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ-কাল-স্থায়িনী হইলেও তাহা আপনার ও আত্মজাতির অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশের নিমিত্তই হয়, কখনই সুখের হয় না।

ধর্ম্মপরতা যাবতীয় সুখ সৌভাগ্যের অদ্বিতীয় নিদান। উহা দরিদ্র অবধি রাজা পর্য্যন্ত সকলেরই সমান আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন পদে ভিন্ন ভিন্ন গুণবত্তা ও বিশেষ বিশেষ নিপুণতা প্রয়োজনীয় হয়, কিন্তু ধর্ম্মপরতা সকল পদে সমানই প্রয়োজনীয়। উহা ব্যতিরেকে কোন পদেই প্রকৃত সুখ সম্পদ হইবার যো নাই। অনেকে এ স্থলে নীতিপরতাকে পর্য্যাপ্ত গুণ বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এবংবিধ সংস্কার,—মনুষ্য নীতিপরায়ণ হইলে ও নিজ কর্ত্তব্য-কার্য্য বুঝিতে পারিলে, তাহার যথাবৎ অনুষ্ঠান করিতে পারে। এই সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক সন্দেহ নাই। সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, যাঁহারা শুদ্ধ নীতিপর এবং ইতি-কর্ত্তব্য জ্ঞান-মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া এমত পাপকর্ম্ম করেন, যে সময়ান্তরীণ কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে তাহা তাঁহাদিগের কৃত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করা যায় না।

নীতিপরতা বিলাসিজন-করলালিত ক্ষীণ যষ্টির ন্যায় সঙ্কটস্থলে কিছুই কার্য্যকর হয় না। ধর্ম্মপরতা মৃত্যুঞ্জয়-মুষ্টিনিপাড়িত মহাশূলের ন্যায়, সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানেই সমান অভেদ্য। নীতিপরতা নিরুপদ্রব সময়ে কিছু কার্য্য করিতে

পারে সত্য, কিন্তু যখন দুর্দ্দান্ত রিপুগণ প্রবল হইয়া অনর্থা-পাতে প্রবৃত্ত হয়, সাংসারিক দুর্ঘটনা পরম্পরা একে একে সম্মুখীন হইতে থাকে, স্বার্থপরতাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল সাধ্বী প্রবৃত্তির দ্বার অবরোধ করে, তখন নীতিজ্ঞানের স্ফূর্ত্তিই থাকে না। সে সময় ঈশ্বরভক্তি ব্যতীত আর কিছু-তেই রক্ষা নাই। সে সময় ধর্ম্মপরতা বিনা আর কিছুতেই পরাক্রান্ত রিপুদিগকে পরাভূত করিয়া মনুষ্যকে প্রকৃতিস্থ ও পদস্থ রাখিতে পারে না। সেই ঘোর সঙ্কটকালে কর্ত্তব্য কার্য্যকলা যথাবিহিত অনুষ্ঠিত করা পুরুষপ্রধান ধর্ম্মবীর মহাত্মাদিগেরই কার্য্য। অতএব ঈশ্বরে ভক্তিশ্রদ্ধাশালী হইয়া সনাতন ধর্ম্মার্জ্জনে সর্ব্বতোভাবে সযত্ন হওয়া সর্ব্বাবস্থ লোকে-রই কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিক স্বাবলম্বী পুরুষকে কখনই অধঃ-পাতিত হইতে হয় না; তিনি সংসারে যত উন্নত পদবীতে পদার্পণ করেন পৃথিবীর ততই উপকার সাধন করিতে পারেন, এবং ততই নির্ম্মল-সুখ-সম্ভোগে অধিকারী হন।

যৌবনের ইতিকর্ত্তব্য।

সংসারের সুখ এত অস্থির এবং বিপদ্ এত অধিক যে সর্ব্বাবস্থ সকলকেই সর্ব্বদা ধীর ও অপ্রমত্ত হইয়া চলিতে হয়। মিতাচার, অপ্রমাদ ও ইন্দ্রিয়দমন জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের প্রধান উপাদান সামগ্রী। বিশেষতঃ যাহারা সংসারে প্রথম প্রবিষ্ট হইতেছে, সাংসারিক ঘটনাপুঞ্জ যাহাদিগের অননুভূত-পূর্ব্ব রহিয়াছে, ঐ সমস্ত গুণ তাহাদিগের যে কত দূর আবশ্যক ও কত দূর কার্য্যোপযোগী তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কিন্তু তেমনি ঐ সময়েই ঐ গুণগুলি প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। তরুণগণ যখন অনুরাগভরে সংসারে প্রথম প্রবেশ করে তাহাদিগের নয়ন স্বভাবতঃ এমত রঞ্জিত থাকে যে, প্রায় চতুঃপার্শ্বস্থ যাবতীয় বস্তুই রমণীয় বোধ হয়। অতি কদাকার কুৎসিত পদার্থও তাহারা নিজ রাগে রঞ্জিত করিয়া লয়। সুখবল্লী তাহাদিগের চারি দিকে নবীন শাখা পল্লব বিস্তার করে। আশাভূমি পুরোভাগে অতি বিস্তীর্ণ প্রতীয়মান হয়; এবং বোধ হয়, যেন সকল পদার্থই আনন্দ-উপহার-দানে তাহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। উৎকট ভোগবাসনায় প্রণোদিত হইবায় তাহারা সকল বিষয়েই ব্যগ্র ও সকল বিষয়েই রাভসিক হইয়া থাকে। তারুণ্যমদে তাহারা প্রায় কোন বিষয়েই সন্দিহান হয় না এবং কোন বিষয়েরই প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চায় না। সিদ্ধান্ত-স্থিরীকরণ ও পক্ষাবলম্বনে তাহাদের কালবিলম্ব হয় না। তাহারা আশুবিশ্বস্ত, কারণ বহুদর্শিতা জন্মে নাই; অত্যন্ত গোমার, কারণ তেমন একটা বিপদে

ঠেকিতে হয় নাই; এবং অত্যন্ত একরোহ, কারণ তাদৃশ নৈরাশ্যে পড়িতে হয় নাই। এবংবিধ অপরিণত অবস্থায় অমিতাচারী, অলস, অনবহিত ও অবশেন্দ্রিয় হইয়া চলিলে লোকের ধ্রুববিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

তোমরা সংসারে এই প্রথম প্রবিষ্ট হইতেছ। এ সময় সদসদ্বিবেচনা-পরিশূন্য হইলে নিতান্ত অবসন্ন ও চিরবিপন্ন হইতে হইবে। এই সংসারে সৎ ও অসৎ দুইটী পথ আছে। সৎপথ যেমন সরল ও সুগম, অসৎপথ তেমনই বক্র ও তেমনই দুর্গম। সৎপথে যেমন প্রচুর সম্পদ্, অসৎপথে তেমনি পদে পদেই বিপদ্। দেখ, একবিধ সম্পত্তির অধিকারী, তুল্য-আভিজাত্য-সম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে একজন সৎপথ আশ্রয় করাতে সমধিক সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কুল উজ্জ্বলিত করিতেছে; আর একজন অসৎপথে গিয়া আপনার পৈতৃক সম্ভ্রম ও বিভব পর্য্যন্ত হারাইয়া অন্যের গলগ্রহ হইয়া উজ্জ্বল বংশে কলঙ্কার্পণ করিতেছে।

তোমরা সংসারে প্রথম যাত্রা করিতেছ, এ সময় সদসৎ বিবেচনা করিয়া চলা অত্যন্ত আবশ্যক। নিশ্চয় জানিবে, তোমাদিগের ভাবী শুভ, অশুভ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, সুখ্যাতি, অখ্যাতি, সমুদায়ই ইদানীন্তন কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে; এখন তোমাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ কার্য্য করিবেন তাঁহাকে সেই অনুসারে সুখী বা দুঃখভাগী হইতে হইবে। এই বেলা, কোন অপ্রতীকার্য্য সাঙ্ঘাতিক দোষে দূষিত না হইতে হইতেই আপনাদিগের চরিত্রবিষয়ে নিয়ম-ব্যবস্থাপন করা কর্ত্তব্য। যদি তোমরা এই প্রারম্ভসময়ে ধর্ম্ম

নীতিসঙ্গত নিয়মে ও অনুরূপ গুরূপদেশে ঔদাস্য করিয়া যথেচ্ছাচারী হও; যদি তোমরা আমোদমদে মত্ত হইয়া কেবল আপাত-সুখ ব্যাপারের অনুষ্ঠানেই এই সুসময় বৃথা ক্ষয়িত কর এবং পরিণাম বিবেচনা না করিয়া ভোগসুখ-স্রোতে গা ভাসান দাও, তবে এবংবিধ আরম্ভ হইতে আর কিপ্রকার ফলের আশা করা যাইতে পারে। দেখ, তোমাদিগের পরিতঃস্থ অসঙ্খ্য ব্যক্তিকে ঐরূপ কার্য্যের দোষে অসীম কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। তবে ঐ নিয়ম তোমাদিগের পক্ষে কেনই বা বিতথ হইবে! আত্মকৃত কর্ম্মের দোষে তোমরা কেনই না কষ্ট পাইবে! তোমরা উদ্যোগ না করিয়াই কি কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে ভাবিয়াছ? অন্য লোকে অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান হইয়া যে সমস্ত বিপদে কথঞ্চিৎ রক্ষা পায়, তোমরা সম্পূর্ণ অনবধান ও উদাসীন হইয়াও কি সেই সমস্ত বিপদে সুরক্ষিত হইবে স্থির করিয়াছ? যে সুখ সম্পদ ও যে ভাগ্যলক্ষ্মী আর সকলের সুদীর্ঘ পরিশ্রম ও চিরন্তন যত্নের ফল, কোন ব্যক্তির বহুতর প্রয়াসও যাহাতে বিফলিত হয়, সেই দুর্লভ সুখসম্পদ ও দুরারাধ্যা ভাগ্যলক্ষ্মী কি তোমাদিগের পক্ষে অযত্নসুলভ হইবে? তাঁহারা কি স্বয়ম্বরা হইয়া তোমাদিগকে বরমাল্য প্রদান করিবেন সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ? যিনি যত বড় কুলীন-সন্তান ও যতই ধনবান্ হউন, তাঁহার নিমিত্ত ঐশিক নিয়মের কোন্ ক্রমেই ব্যতিক্রম হইবে না। ঐশিক নিয়মের মর্ম্মই এই যে, যিনি যেরূপ কার্য্য করিবেন ও যেরূপে চলিবেন তিনি তদনুরূপ ফলভাগী হইবেন। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি-

কেই পথ দেখিয়া পা ফেলিতে হইবে, অন্যথা অনেক বাধা ঘটিবে ও পদে পদে স্খলিত হইতে হইবে।

জগদীশ্বর বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, ও সুখ, এই তিনটীকে এক পথে এবং অজ্ঞান, অধর্ম্ম, ও দুঃখ ইহাদিগকে অপর পথে ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব্ব-পথে যাত্রা করিলে জ্ঞানাদি-ত্রিতয় লাভ আপনা হইতে হয়, এবং অপর পথে গেলে, অজ্ঞানাদিত্রিতয় সাক্ষাৎকার কেহই এড়াইতে পারে না। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক অসন্মার্গের পান্থ হইয়া আপনাকে বিপন্ন করে, তাহাদিগকে একপ্রকার আত্মঘাতী বলিলেও বলা যায়। অতএব তোমরা সংসারে প্রবেশ করিতে যাইতেছ, এই সময় বিবেচনাপূর্ব্বক সৎপথ চিনিয়া চল, তাহা হইলে পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

তোমরা অবিবাদে স্বীকার করিয়া থাক যে, তোমাদিগের সহায় সম্পত্তি-গত উন্নতিলাভের যতগুলি সুবিধা আছে ও যে উপায়ে সমুন্নত হইবার আশা করিয়াছ, যথোচিত কৃতকার্য্য হইতে গেলে পূর্ব্ব হইতেই উদ্যোগ করিতে হইবে, সবিশেষ শিক্ষাও আবশ্যক; এবিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। এক্ষণে ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে, যে ব্যবসায়েই যাও ধর্ম্মশিক্ষা ব্যতীত কিছুতেই কৃতকার্য্য হইবার উপায় নাই। সাধুস্বভাব-সম্পন্ন হওয়া সর্ব্ববিধ ব্যবসায়েরই প্রধানতম উদ্যোগ। সমাজ যতই মন্দ হউক, ধর্ম্মের গৌরব চিরকালই অধিক। শীঘ্রই জানিতে পারিবে, সাধ্বী সরলা বুদ্ধি যোগ্যতাসহচরী হইলে যেরূপ সৌভাগ্যপ্রসূ হয়, অসাধ্বী অসাধারণ প্রখর

ধীষণা কখনই সেরূপ হয় না, বরং তাহা হইতে বিপরীত ফলই উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রবিদ্যা, বাণিজ্যকার্য্য, বা পদ, যেটা উদ্দেশ্য থাকুক, ধর্ম্মের প্রভুতা সর্ব্বত্রই সমান। অধার্ম্মিক ব্যক্তি যতই শাস্ত্রচর্চ্চা করুক, প্রকৃত বিদ্বান্ বলিয়া কেহই গৌরব করে না। ধর্ম্মনিষ্ঠা ব্যতিরেকে বাণিজ্যাদির সমুন্নতি হয় না, এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রধান পদে অধিরোহণ করিতে পারে না; করিলেও তাহাতে তাহার কখনই খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ হয় না এবং বিচ্যুতি হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা থাকে। ধর্ম্মনিষ্ঠায় অন্তঃকরণের যেরূপ বলবৃদ্ধি হয়, চরিত্রের যেপ্রকার গুরুতা জন্মে, সদভিপ্রায়ের যেরূপ আবির্ভাব হয়, সাহস ও তেজস্বিতা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, মন যদ্রূপ সুস্থ ও স্বাধীন থাকে, তাহাতে যে কোন বিষয়ে হউক, কৃতকার্য্যতা অনায়াসেই পরিলব্ধ হয়। অতএব গৌরব, কীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি জগতে যে কিছু প্রার্থনীয় প্রধান পদার্থ আছে, ধর্ম্মনিষ্ঠা তৎসমুদায়ের মূল কারণ সন্দেহ নাই। যেমন সূর্য্যপ্রভা ব্যতিরেকে কিছুরই সৌন্দর্য্য থাকে না, ধর্ম্মসম্পর্কের অভাবে ইতর গুণের পক্ষেও সেইরূপ। অন্যপ্রকার যত গুণই থাকুক, ধর্ম্মব্যতিরেকে তাহাতে প্রকৃতরূপ প্রতিপন্ন হইতে পারা যায় না। আন্তরিক ভাব কুৎসিত ও কদর্য্য হইলে, বাহ্যিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে কাহারও প্রকৃত অনুরাগ জন্মে না। যে রসিকতায় ঈর্ষা অন্তর্গূঢ় থাকে, তাহাতে কাহারও রসোদয় হয় না। অন্যান্যগুণপ্রভাবে লোকে কৌশলক্রমে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিলেও করিতে পারে, কিন্তু উহা নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর; কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ

ত্রুটি হইলেই সেই ব্যক্তিকে একবারে ন্যক্কৃত ও অবমানিত হইতে হয়। অতএব পরম মঙ্গলধাম পরমেশ্বরের নিয়মে শ্রদ্ধাবান্ হও, ধর্ম্মপথে চল, ও স্বাত্মাকে পুণ্যপূত করিতে চেষ্টা পাও, তাহা হইলে অবলম্বিত ব্যবসায়ে অবশ্যই কৃত-কার্য্যতা লাভ হইবে, এবং অবশ্যই ভাগ্যবান্ ও কীর্ত্তিমান্ হইতে পারিবে।

যৌবন বীজবপনের যথার্থ উপযুক্ত ক্ষেত্র। ইহাতে যেরূপ বীজ বপন করিবে আজীবন তাহারই ফলভোগ হইবে। অতএব যৌবনক্ষেত্র সর্ব্বতোভাবে অকৃষ্ট ও পতিত থাকা, বা ইহাতে কোন মন্দ বীজ পড়িতে দেওয়া, উভয়ই সমান সাঙ্ঘাতিক। জগদীশ্বর তোমাদিগের আত্ম-স্বভাব-সংবিধানের ক্ষমতা তোমাদিগেরই হস্তে দিয়াছেন। তোমাদিগের প্রকৃতি এখনও তাদৃশ কঠিন হয় নাই। উহা অদ্যাপি মধূথবৎ কোমল রহিয়াছে। যত্ন পাইলে উহাকে এখনও সুসমাহিত করিয়া লইতে পার। কু অভ্যাস অদ্যাপি বদ্ধমূল হয় নাই। ভ্রমজ্ঞান এখনও অপ্রতিবিধেয়ভাবে অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া বসে নাই। উৎকট পাপ সকল এখনও তোমাদিগকে তত দূর পাতিত করে নাই। মানসিক শক্তি (যাহা অতঃপর সাতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িবে) সম্পূর্ণ বলবতী রহিয়াছে। এখনও রিপুদিগকে যে ভাবে প্রণোদিত ও যে পথে নীত করিবে উহারা চিরকাল সেই ভাবে ও সেই পথেই চলিবে। অতএব যৌবনাবতরণ যাবতীয় শুভাশুভ-ফল-লাভের সোপান এবং যৌবনই যাবতীয় প্রধান কার্য্যোদ্যোগের প্রকৃত অবসর। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, এ সময়ে তোমাদিগের

কত দূর সাবধান ও সতর্ক হইয়া চলা আবশ্যক,! অধিক কি, তোমাদিগের ঐহিক ও পারলৌকিক সমুদয় সুখ সম্পত্তিই এই যৌবনকালীন কার্য্যের অনুহারী হইবে।

মনুষ্যের বয়োবস্থার পরিবর্ত্ত অবিকল ঋতু-পরিবর্ত্তের তুল্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋতু যথাতথ অতীত হইলে পর ঋতু যেমন শস্য-সম্পূর্ণ হয়, বয়োবস্থার পক্ষেও সেইরূপ। যৌবন যথা-নিয়মে অতিনীত হইলে প্রবীণাবস্থা অবশ্যই ভাস্বর হয় এবং প্রবীণবয়স যথাবিধানে নীত হইলে বৃদ্ধাবস্থা অবশ্যই শান্তি-সুখের আশ্রয় হয়। পূর্ব্ব সময় অযথা-গত হইলে পরবর্ত্তি সময়ে কখনই সুচারু ফল লাভের আশা করা যায় না। বসন্তে মুকুলোদগম না হইলে সহকারতরু গ্রীষ্মে ফলপ্রসূ হইতে পারে না। অতএব যদি পরমোপযোগী এই যৌবনকাল অসৎপথে অযথা ক্ষয়িত কর, প্রবীণদশায় অবজ্ঞাত হইতে ও বৃদ্ধাবস্থায় যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইতে হইবে।

সংসার-প্রবেশোন্মুখ তরুণগণের যে আত্মচরিত্রের প্রতি সর্ব্বথা অবহিত দৃষ্টি রাখিয়া চলা আবশ্যক তাহা একপ্রকার সমর্থিত হইল। এক্ষণে সেই ভাবে চলিতে গেলে যে সমস্ত গুণ আবশ্যক ও যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য তাহা ক্রমে প্রদ-র্শিত হইতেছে।

১ মতঃ। ঈশ্বরানুধ্যান তরুণগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আবশ্যক। ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে তদীয় নিয়মাতিক্রমের তত সম্ভাবনা থাকে না। আর ঈশ্বরানুরাগ প্রগাঢ়প্রকার হইবার সুন্দর কালও যৌবন। যৌবন ঈশ্বরবিষয়ে অনুধ্যান-পর হইলে তাঁহার প্রতি নির্ম্মল প্রীতি ও অকৃত্রিম অনুরাগে

জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যৌবনে অন্তঃকরণ স্বভাবতই উদার ও অতি স্বচ্ছ এবং আন্তরিক বৃত্তি সমুদায় পুষ্কল ও সুতীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। এ সময় নির্ম্মল মহীয়ান্ অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই অচিন্তিতপূর্ব্ব অনুরাগ উপস্থিত হয় এবং নিরুপধি করুণার কার্য্য দেখিলে অন্তঃকরণ একবারে তদ্গতভাবে গলিত হইয়া যায়। এখন বিবেচনা কর, জগদীশ্বরের তুল্য পরম মহীয়ান্ মহোৎকৃষ্ট পবিত্র পদার্থ জগতে আর নাই; তাঁহার করুণা অসীম ও নিরুপম। যদি তরুণগণ তাঁহার এই অনির্ব্বচনীয় বিশ্বরচনা ও মঙ্গলপূর্ণ নিয়ম পরিচিন্তনদ্বারা তৎস্বরূপ-পরিগ্রহে পরিনিবিষ্ট হয়, তাঁহার প্রতি তাহাদিগের কত দূর অনুরাগ ও কতদূর ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা! অতএব সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-রচয়িতা, পরম মহীয়ান্, অশরণ্যের শরণ, নিরবলম্বের অবলম্বন, ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ কর; তাঁহাতে অকৃত্রিম অনুরাগ হইলে মানসিক উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় সর্ব্বদা উত্তেজিত থাকিবে। যৌবন-সহোদর রিপুগণ এক্ষণে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছে, অণুমাত্র পথ পাইলেই অন্তঃকরণ একবারে আক্রমণ করিয়া বসিবে, এবং প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া তোমাদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিবে। যদি এ সময় ঈশ্বরানুরাগ মনোমন্দিরে জাগরিত থাকে, কার সাধ্য তাহার নিকটে যায়। তাহা হইলে তোমরা চিরকাল অনন্যপরতন্ত্র হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, কিছুতেই তোমাদিগকে বিপন্ন ও অবসন্ন করিতে পারিবে না।

২ য়তঃ। পিতা মাতা ও বয়োজ্ঞান-বৃদ্ধদিগের প্রতি

সম্মানবুদ্ধি থাকা তরুণগণের অত্যন্ত আবশ্যক। বহুদর্শী গুরুজনের উপদেশে উপাদেয় জ্ঞান থাকিলে অশেষ উপকার হইতে পারে। যাহারা সংসারে প্রথম প্রবিষ্ট, তাহারা যে আপনাদিগের যাবতীয় কার্য্যকলাপ স্বয়ং উদ্ভাবিত করিয়া সুসম্পাদিত করিবে ও কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না, এমত সম্ভবিতে পারে না। সে অবস্থায় অভিজ্ঞ বহুদর্শিগণের পরামর্শ লইয়া না চলিলে, যত বড়ই বুদ্ধিমান্ হউন তাঁহাকে অবশ্যই ঠেকিতে হয়।

যৌবনসহোদর যতগুলি দোষ আছে তন্মধ্যে অভিজ্ঞস্মন্যতা ও অহম্মুখতা অত্যন্ত অনর্থকারিণী। তাদৃশ ব্যক্তি স্বভাবতই ধৃষ্টচেতা, অহঙ্কৃত ও একগামী হয়, এবং আত্মসিদ্ধান্তগুলি সর্ব্বথা অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করে। সে ব্যক্তি অন্যের, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের পরামর্শ ভীরুতা ও ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত বলিয়া অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করে। তেমনি উহার ফল হাতে হাতেই পাইতে হয়। স্বেচ্ছানুসরণ করিতে গিয়া সে আপনার এত অনিষ্ট করে যে পরিশেষে যত্ন পাইয়াও আর তাহার প্রতিকার করিতে পারে না। অভিজ্ঞম্মন্যতা যেমন ভয়ানক দোষ, তেমনি অধিকাংশ যুবকই উহাতে দূষিত হইয়া থাকে। অতএব তোমরা যৌবনগর্ব্বে আপনাদিগকে যেরূপ অভ্রান্ত মনে কর ও তোমাদিগের যেরূপ স্বাত্মবিশ্বাস থাকুক, অভিজ্ঞতাবুদ্ধি সহকারে তাহার অনেক অন্যথাভূত হইবে। অধীরতা ও অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন অনেক অনুতাপ করিতে হইবে। যে যে বস্তু ও যে যে ব্যক্তিকে এখন অতিসুন্দর দেখিতেছ এবং নিষ্কলঙ্ক ও সাধু বলিয়া কীর্ত্তন

করিতেছ, ঐ সমুদায় হয় ত বিপরীত-ভাবেই প্রতীয়মান হইবে। যে সকল মত ও সিদ্ধান্ত এখন উপাদেয় মানিতেছ, যত বয়োবৃদ্ধি হইবে ও বিজ্ঞতা বাড়িবে, তৎসমুদায়ের প্রতি ততই হেয়বুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব তোমরা দৃষ্টিবিমোহন বাহ্য চাক্‌চক্য দেখিয়া ভুলিও না; এবং স্বাত্ম-বিবেচনাকে পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিও না। মনে করো না যে, যৌবন-প্রোদ্যম দ্বারা চিরক্রমাগত নিয়ম বিপর্য্যাসিত ও ব্যুৎ-ক্রমিত করিতে পারিবে। অতএব অভিজ্ঞম্মন্যতা, অহম্মুখতা, পরিত্যাগ কর, নম্র হও, এবং পিতামাতা ও বয়োজ্ঞান-বৃদ্ধ-দিগের পরামর্শ লইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক চল, তাহা হইলে যত বয়োবৃদ্ধি হইবে ততই ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ততই খ্যাতি প্রতি-পত্তি লাভ হইবে, এবং সৌভাগ্যপদবী প্রাপ্ত হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে।

৩য়তঃ। সকল বিষয়েই অমায়িক ও সত্যনিষ্ঠ হইবে। অমায়িকতা ও সত্যনিষ্ঠা যাবতীয় ধর্ম্মের ভিত্তি ও যাবতীয় অবস্থারই ভূষণ। যে মায়ান্ধকারে অন্তঃকরণের স্বরূপ লক্ষিত হইতে দেয় না, এবং যে কাল্পনিক-ভাবের স্তরীভূত আবরণ ভেদ করিয়া, প্রাকৃতিক ভাব কখনই স্ফূর্ত্তি পায় না, তাহা সর্ব্ববয়োবস্থাকেই দূষিত করে; বিশেষতঃ যৌবনাবস্থা তাহাতে যৎপরোনাস্তি ঘৃণিত ও কলুষীকৃত হয়। যে বয়সে অন্তঃকরণ সমুন্নত ও বৃত্তিচয় বলশালী থাকিবে; যে সময়ে স্বভাব সম্পূর্ণ অপাবৃত থাকিয়া স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে; সে সময়ে কৃত্রিম প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া আন্তরিক কুৎসিত ভাব আবরণ করা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। লোকে যুবকদিগকে

উচ্চাশয় অমায়িক ও সত্যপর বলিয়া প্রায়ই মনে করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার বিপরীত হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধিত হইতে হইবে সন্দেহ কি? বস্তুতঃও যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, যে ব্যক্তি যৌবনে মৌখিক মধুরালাপে মনোগত হলাহল লুকাইতে শিখে, বয়োবৃদ্ধ হইলে সে যে, কত বড় ভয়ঙ্কর লোক হয়, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কারণ, লোকের যত বয়স হয়, স্বার্থপরতা ক্রমে ততই বর্দ্ধিত হয়, এবং অন্তঃকরণ ক্রমেই কঠিনতর হইয়া পড়ে। আবার লোকজ্ঞতাবৃদ্ধির সহিত চতুরতা ও কৌশল-শিক্ষাও বিলক্ষণরূপ হয়। ফলতঃ ঈদৃশ অবস্থায় কুৎসিত অভিসন্ধি সাধনের প্রায় সমুদয় সামগ্রীরই একত্র সমাধান হইয়া থাকে। এইনিমিত্ত প্রাজ্ঞেরা "যৌবনকালীন মায়াবিতা বৃদ্ধকালীন ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতের পূর্ব্বচিহ্ন" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে অমায়িক হও; অমায়িক না হইলে সত্যনিষ্ঠা থাকিবে না, এবং অসত্যনিষ্ঠ কপটীর যত বিদ্যা, যত নৈপুণ্য ও যতই ইতর গুণ থাকুক, সে সমুদায়ের কিছুমাত্র মহিমা ও কিছুমাত্র জ্যোতি থাকে না, এবং তাহাতে কোন কাজই দর্শে না। সত্যনিষ্ঠ পুরুষের যাবতীয় কার্য্যে সুন্দর সঙ্গতি থাকে এবং আচার ব্যবহার পূর্ব্বাপরসুসংবাদী হয়, সুতরাং তিনি সর্ব্বদা সমান সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকেন। তাদৃশ পুরুষ দৈবাৎ অপরাদ্ধ হইলেও লোক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষমা প্রদর্শন করে।

আর, সত্যপথ অতীব সরল ও নিরাপদ; অনৃতপথ

অত্যন্ত ভ্রমিসঙ্কুল ও বিঘ্নসম্পূর্ণ। অনৃত পথে একবার প্রবেশ করিলে, তাহা হইতে সহজে প্রত্যাবৃত্ত হইবার যো নাই। লোকে ঈপ্সিত-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সত্বর কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত প্রথমে একটী কূট অসৎ উপায় অবলম্বন করে; পরে সেই উপায়টীকে অমোঘ করিবার নিমিত্ত তাহাকে আর একটী কূটতর উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপে সে আত্মকৃত ভ্রমিজালে এমত জড়িয়া পড়ে যে, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার আর পথ দেখিতে পায় না। ফলতঃ মিথ্যা ও মায়াপরতা নীচতম আশয় হইতেই উৎপন্ন হয়। উহা অতিকুৎসিত ও হীনান্তঃকরণের অসাধারণ ব্যঞ্জক। লোকে শুদ্ধ লজ্জাভয়ে অপরসমক্ষে স্বাত্মাকে অপাবৃত করিতে না পারিয়াই মিথ্যাপ্রবঞ্চনাদির আশ্রয় লয়। স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা ও অর্থপিশাচতাদি ভয়ানক ঘৃণিত দোষ সকল পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, পাছে কেহ টের পায়, এই ভয়েই লোকে সর্ব্বদা কাল্পনিক আচ্ছাদনে স্বাত্মাকে অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখে। কিন্তু তথাবিধ মিথ্যা-পরায়ণ কপটী হতভাগ্য তরুণগণ, যৌবনের প্রধান আভরণ, সুখ-সৌভাগ্যের অদ্বিতীয় হেতু সাহস ও অক্ষোভ গুণে একান্ত বঞ্চিতই হয়। অতএব যদি সত্যপর, অকপট, সুখী ও সৌভাগ্যশালী হইতে চাও, অগ্রে স্বার্থপরতাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে লজ্জাক্রমে আর স্বাত্মাকে মিথ্যাবগুণ্ঠনে ঢাকিবার আবশ্যক হইবে না। ভয়, ক্ষোভ ও সঙ্কোচের বিষয় আর কিছুই থাকিবে না; সুতরাং তোমাদিগের অমায়িকতা ও সত্যনিষ্ঠা অপ্রতিহত ও সর্ব্বত্র

সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং ধর্ম্ম ও গৌরব অবাধে উপার্জ্জিত ও সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইবে।

৪র্থতঃ। সংসারের অনেক সুখই সামাজিক শুভসম্বন্ধের অনুসরণ করিয়া থাকে। সেই শুভ-সম্বন্ধ-ব্যবস্থাপনের প্রকৃত সময় এই যৌবন। এই সময়ে অন্যান্য লোকের সহিত যেমন সম্বন্ধ ব্যবস্থাপিত করিবে, যাবজ্জীবন তদনুরূপ সুখ-ভাগী হইবে। "অন্যে তোমাদিগের সহিত যেপ্রকার ব্যবহার করিলে সন্তুষ্ট হও, তাহাদিগের সহিত সেইপ্রকার ব্যবহার করিবে"। এই সর্ব্বজনীন পবিত্র নিয়ম চিত্ত-ফলকে সর্ব্বথা অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। যদি এখন তোমরা সকলের সহিত সদয় ও অনুকূল ব্যবহার কর, যাবতীয় কার্য্যে ন্যায়পরায়ণ হইয়া চল, এবং আমোদপ্রমোদেও যদি কোন অবিশদ ভাবের সম্পর্ক না রাখ, তাহা হইলে সামাজিক-সম্বন্ধ অবশ্যই শুভাবহ হইবে এবং তোমরা অবশ্যই সুখী হইতে পারিবে। তোমরা যত বড় মর্য্যাদা-সম্পন্ন ও ভাগ্য-বান্ হও, স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার করিয়া চলিলে সমাজে কথনই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবে না। এবং সেই স্পর্দ্ধা ও সেই অহঙ্কার পরিণামে অত্যন্ত দুঃখেরই হইবে। উন্নত পদ ও ঐশ্বর্য্য, উহার কোনটীই চিরস্থায়ী নহে। নিয়তি-চক্র ভ্রমি-ক্রমে লোকে কখনও উন্নত কখনও বা অধঃপতিত হয়। তোমরা এখন যে সমস্ত অধীন ও হীনাবস্থ ব্যক্তিকে ঘৃণা করিতেছ, ও যে পদমর্য্যাদায় আপনাদিগকে বড় মনে করিয়া অহঙ্কার করিতেছ, নিয়তিবলে সেই সকল ব্যক্তি তোমা-দিগের অপেক্ষাও উন্নত হইতে ও প্রচুরতর ঐশ্বর্য্যের স্বামী

হইতে পারে এবং ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তোমাদিগের সেই পদ-মর্য্যাদারও পরিচ্যুতি হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু মনে কর তখন তোমাদিগকে কতদূর কষ্ট পাইতে হইবে এবং সেই সকল ব্যক্তি তোমাদিগকে কতই অবজ্ঞা করিবে! অতএব সামাজিক ব্যবহারে স্পর্দ্ধা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

তোমরা সকলের সহিত সানুকম্প ব্যবহার করিবে। অনুকম্পাহীন যৌবনের কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য ও কিছুমাত্র গৌরব থাকে না। যাহার অন্তঃকরণ যৌবনে পরদুঃখদর্শনে আর্দ্র না হয়, সে অতি অধন্য; সেই পুরুষাধম এত আত্মম্ভরি ও এত স্বার্থপর যে, আপনার সুখ সাচ্ছন্দ্যের পাছে কিছু ব্যাঘাত হয় বলিয়া অন্যের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে না। সুতরাং সে হতভাগ্যও কাহারও স্নেহভাজন ও প্রীতিপাত্র হইতে পারে না।

সামাজিক সম্বন্ধমধ্যে বন্ধুত্ব অতি পবিত্র সম্বন্ধ। বন্ধুতা-স্পৃহা যৌবনে অতিশয় প্রবলা ও পুষ্কলা থাকে, এবং যৌবনোদিত বন্ধুতা অশেষশুভসাধনী ও সুখকরী হয়। অতএব এই সময়ে সৎপাত্র মনোনীত করিয়া বন্ধুত্ব করা অতীব কর্ত্তব্য। কিন্তু বন্ধু চিনিয়া লওয়া বড় সহজ নহে। তরুণগণের মধ্যে প্রায় কাল্পনিক বন্ধুতাই হইয়া পড়ে। কোথাও শুদ্ধ আমোদপ্রমোদ তাহাদিগের বন্ধুতার কারণ হয়, কোথাও একপক্ষে স্বার্থসাধনার্থ তোষামোদ, পক্ষান্তরে অভিমান-চরিতার্থতা পরস্পর সম্মিলনের হেতু হইয়া থাকে। সাবধান, যেন সেপ্রকার বন্ধুতাকে প্রকৃত বন্ধুতা মনে করা

না হয়। কেন না, সেইরূপ বন্ধুতার পরিণতি কখনই সুখের হয় না। আর, যেরূপ স্বভাবের ও যে ধরণের লোকের সঙ্গ করিবে, তোমরাও সেইরূপ লোক বলিয়াই সমাজে পরিচিত হইবে। ফলতঃ, তোমরা আপাততঃ যতই নির্দ্দোষ হও, চিরসহবাসে সঙ্গদোষে দূষিত হইয়া পড়া সম্ভবপরও বটে। অতএব বন্ধুত্ব করিবার সময় অসাবধান ও রাভসিক হইবে না। যদি ভাগ্যক্রমে সদ্বন্ধুতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ঈশ্বর-প্রসাদলব্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। যেন সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় উহার কোন হানি জন্মাইতে না পারে। বন্ধুর লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিবে; প্রাণান্তেও তদীয় গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিবে না; বিপৎকালে তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না এবং তদীয় লাভাভ্যয়ে আত্মলাভের কোন প্রত্যাশাই করিও না।

সমাজে সমাদৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে ভব্যতা ও শিষ্টাচার রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক। আচার ব্যবহার ও গতি প্রবৃত্তি বিষয়ে কর্কশ হইলে, লোকে অভব্য ও অসভ্য বলিয়া অশ্রদ্ধা করে। অনেকে শুষ্ক কাল্পনিক সভ্যতা প্রকাশ করিয়া শিষ্টাচার রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু তাহা অসভ্যতা অপেক্ষাও দূষণীয়। ফলতঃ ভব্যতা ও সভ্যতার নিতান্ত ভান করিলে চলিবে না; উহা আন্তরিক নম্রতা ও সদাশয় প্রণোদিত হওয়া আবশ্যক। সভ্যতা সর্ব্বদা সকলেরই স্পৃহণীয়। কিন্তু কেবল উপদেশশ্রবণ ও পুস্তকাদি অধ্যয়নে উহা পরিলব্ধ হয় না। অভিনিবেশপূর্ব্বক লোকাচার দর্শন ও মনে মনে তাহার অনুশীলন করিতে করিতে উহা ধীমান্ ব্যক্তির আপনাহইতেই হইয়া পড়ে। সভ্য ভব্য না হইলে

লোক-সমাজে সম্মান পাওয়া একপ্রকার অসম্ভবই বলিতে হইবে। অভব্য ব্যক্তি বস্তুতঃ যতই সদাশয় ও যেমনই ভদ্র হউন, তাঁহার আচার ব্যবহার ও কথা বার্ত্তা লোকের প্রীতি-কর হইতে পারে না। আপাত দর্শনে লোকে তাঁহাকে অবশ্যই অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করে।

তরুণগণের একটী সামাজিক প্রধান দোষ এই যে, তাহারা প্রাচীন আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তন করিতে চাহে না। উহার প্রতি তাহাদিগের প্রায় সকলেরই ঘোরতর বিদ্বেষ থাকে। কিন্তু তাহা অত্যন্ত অন্যায়। তাহাতে লোকসমাজে নিতান্ত অশ্রদ্ধাস্পদ হইতে হয়। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যে সকল আচার ব্যবহার, চিরক্রমাগত হইলেও, ধর্ম্মের বিরোধী, পাপের প্রবর্ত্তক ও দেশের অনিষ্ট-কর, তত্তাবতে পরাঙ্মুখ হওয়া, (শুদ্ধ পরাঙ্মুখ হইলেও হইবে না) তাহা নিরাকৃত করিতে চেষ্টা করা প্রশংসনীয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫মতঃ। তোমাদিগের সুখাভিলাষ যেন কদাচ উৎকট না হয়। একবার স্থিরচিত্তে চাহিয়া দেখ, কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি উৎকট সুখাশা চরিতার্থ করিতে গিয়া অতটপাতে স্বাত্মাকে চিরবিপন্ন করিয়াছে; উৎকট সুখের পরিবর্ত্তে পরিশেষে তাহাদিগকে উৎকট দুঃখই ভোগ করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ সুখাভিলাষ আমাদিগের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম ও সর্ব্বাবস্থা-সাধারণ। বিশেষতঃ যৌবনে উহা সাতিশয় উদ্দীপিত থাকে। আবার ঐ সময়ে নবানুভূত সুখ-সামগ্রী সমূহকে যারপর-নাই রমণীয় করিয়া তুলে। তরুণগণের যেমন সর্ব্বদাই বোধ

হয়, সংসার নিরন্তর সুখোপভোগ বিস্তার করিতেছে; তেমনি যৌবন-সুলভ স্বাস্থ্য সামর্থ্য ও তেজস্বিতা তাহাদিগকে সর্ব্বদা সুখানুসরণে অভয়দান ও উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে। সুতরাং তাহারা শাস্ত্রীয় নিয়ম সকল অধিকাংশই সুখের ব্যাঘাতক বলিয়া মনে করে, এবং বৃদ্ধগণ উপদেশ প্রদান করিলে, তাহাতে অবধানপর হওয়া দূরে থাকুক, "তাঁহারাও এক কালে আমাদিগের ন্যায় ছিলেন" বলিয়া, উপহাস করে। কিন্তু তরুণগণ! তোমরা যদি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় নিয়ম ও বৃদ্ধোপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম-গ্রহ করিতে পার। সুখের অনুসরণ করিতে গিয়া তোমরা আপনার ও অন্যের কোন ক্ষতি না কর, এবং পরিণামে দুঃখভাগী না হও, এতাবন্মাত্রই ঐ নিয়মের ও বৃদ্ধোপদেশের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃও, শাস্ত্রীয় নিয়ম ও বৃদ্ধোপদেশ যত দূর পর্য্যন্ত সুখভোগের অনুমোদন করে, সুখের প্রকৃত সীমাই সেই; সেই নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে যত ইচ্ছা সুখ-সম্ভোগ কর। তোমাদিগকে সুখ পরিত্যাগ করিতে বা উহা কোন মতে সঙ্কুচিত করিতে বলিতেছি না, বরং উহার সম্পূর্ণ সম্ভোগ করিতে ও উহা বিস্তীর্ণ করিতেই বলা যাইতেছে। ফলতঃ যাহাতে উহা অচিরাৎ বিলয়প্রাপ্ত না হইয়া স্থিরতর হয় তাহারই উপায় উদ্ভাবিত ও প্রদর্শিত হইতেছে।

ভাবিয়া দেখ, শুদ্ধ আহার বিহার ও আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইবার নিমিত্ত তোমাদিগের জন্মপরিগ্রহ হয় নাই। বিশ্বকর্ত্তা তোমাদিগকে বিবেকধীশালী ও সামাজিক করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন। তোমাদের আত্মাও অবিনশ্বর, উহার

ভোগাভোগ শুদ্ধ এই স্থানেই পর্য্যবসিত হইবে না। অতএব যে সমস্ত আমোদ প্রমোদ ও যে সকল সুখভোগ বিবেচনা-সিদ্ধ ও সমাজের অবিরুদ্ধ এবং ধর্ম্মনীতিপরিশুদ্ধ হইতে পারে, সেই সমস্ত আমোদ ও সেই সমস্ত সুখের অনুসরণ করাই বিধেয়। যাহা বিবেচনার বিরোধী ও সমাজের বিসংবাদী এবং সনাতন ধর্ম্মের ব্যাঘাতক, তাহা প্রকৃত আমোদ ও প্রকৃত সুখই নহে। এ বিষয়ে ইতর কোন প্রমাণ প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না। তোমরাই বল দেখি, এমন কি এক দিনও ঘটে নাই যে, সুখের নিমিত্ত অবৈধ আমোদপ্রমোদ করিয়া পর দিন শারীরিক গ্লানি ও মানসিক অসহ্য যাতনা অনুভব করিতে হইয়াছিল? বোধ হয়, যত বার অনিয়মিত আমোদে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছ, প্রায় প্রতিবারেই আন্তরিক শূলবেদনা সহিতে হইয়াছে। হয়ত অনেকবার শ্মশান-বৈরাগ্যবৎ বিবেকধীর উদয়ে "আর এরূপ অবৈধ কার্য্য করিব না বলিয়া" প্রতিজ্ঞারূঢ়ও হইয়া থাকিবে! ফলতঃ অবৈধ-সুখ অপেক্ষা তজ্জন্য ক্লেশের ভাগ সর্ব্বথা অধিক হইয়াই থাকে। অতএব আর কত দিন এরূপ অজ্ঞানান্ধবৎ ব্যবহার করিবে? আর কতবার ঐরূপ অবৈধ আমোদে রত হইয়া অসহ্য যাতনা অনুভব করিবে? আর কতবার ভগ্ন-প্রতিজ্ঞ হইবে? এবং কতবারই বা ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্মাকে বিপৎকূপে নিপাতিত করিবে? যদি তোমাদিগের সদসদ্-বিজ্ঞান ও মনের দৃঢ়তা থাকে, তবে উৎকট দুরাশা ত্যাগ কর; ঐ সমস্ত অবৈধ কার্য্য হইতে অন্তরিত হও; এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ কর;

তাহাতে ক্ষোভ, লজ্জা, শঙ্কা ও সঙ্কোচের বিষয় কিছুই নাই।

৬ষ্ঠতঃ। যৌবনে সবিশেষ পরিশ্রম করা অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা হইলে এ সময়ে উহা অনায়াসে অভ্যাসসিদ্ধ হইতে পারে। শ্রম যাহাদিগের অভ্যাসসিদ্ধ হয় তাহারা সংসারে অনেক কাজ করিতে পারে, এবং তত ক্লেশও হয় না। তোমাদিগের যত গুণ ও যতই নৈপুণ্য থাকুক শ্রমাভ্যাস না থাকিলে সে সকল বন্ধ্যপ্রায় হইয়াই থাকিবে। বিশেষতঃ যৌবন সময়ে এখন, শ্রমপ্রসূ প্রাধান্যাশা ও জিগীষা বৃত্তি তোমাদিগের প্রবলা রহিয়াছে। এবংবিধ উত্তেজনসামগ্রী সত্ত্বেও যদি আলস্যের ঘোর হইতে জাগরিত না হও, তাহা হইলে অতঃপর নিতান্ত জড়বৎ ও যারপরনাই অকর্ম্মণ্য হইতে হইবে।

আর শুদ্ধ বিদ্বান্ ও কর্ম্মণ্যমাত্র হওয়াই পরিশ্রমের ফল নহে। সংসারের যতপ্রকার সুখ দেখিতেছ সমুদায়ই পরিশ্রমসাপেক্ষ। শ্রমবিমুখ ব্যক্তির সুখাস্বাদিকা শক্তি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াই থাকে; যতই সুখসামগ্রী থাকুক কিছুই ভোগ করিতে পারে না, ও কিছুতেই তাহার তাদৃশ সুখোদয় হয় না। পরিশ্রম যাবতীয় মঙ্গলের নিদান; শ্রম ব্যতিরেকে নিখিল ধর্ম্মসাধন সুখৈকহেতু শরীর ও মন উভয়ই রুগ্ন ও হীনবল হয়। আলস্য দেখিতে অকর্ম্মণ্য দেখায়, কিন্তু উহার ফলবল প্রবল সাংঘাতিক। আলস্যের গতি অতি মন্দ মন্দ বটে, কিন্তু উহার স্পর্শমাত্রে মহান্ গুণশৈল সকল উন্মূলিত হয়। অতএব নিখিল দোষের আবাস, সর্ব্বনাশের মূলীভূত

কারণ আলস্যের বশীভূত হওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। তোমরা অনেকে যদিও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে ব্যাপৃত, আমোদপ্রমোদে নিরত ও বেশ-বিন্যাসাদি ব্যাপারে সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছ এবং তাহাতে আলস্যও নাই; কিন্তু উহাকে কি তোমরা প্রকৃত পরিশ্রম বলিতে পার? তোমরা কি ঐরূপ কার্য্য করিয়া পরিশ্রমের শুভ ফল পাইবে মনে করিয়াছ? ঐরূপ পরিশ্রমে কি জনসমাজে প্রধান পদবী লাভ করিবে ভাবিয়াছ এবং ঐ পরিশ্রমদ্বারা জনক জননী ও বান্ধবগণের আশা-লতা ফলবতী করিবে স্থির করিয়াছ? আমোদ আহ্লাদ যৌবনে আবশ্যক সত্য, উহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা নিষ্ঠুরেরই কার্য্য ও তাহাতে তত ফলও নাই। কিন্তু উহা তোমাদিগের বিশ্রামস্বরূপ হইতে পারে, প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। সেরূপ হইলে প্রকৃত কার্য্য-কলা-নির্ব্বাহে অশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে। আমোদ আহ্লাদে প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত থাকিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় সাতিশয় উত্তেজিত হইবে, পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্বের অত্যন্ত হানি হইবে, উৎকৃষ্ট-বৃত্তিনিচয়ের আর প্রভা থাকিবে না এবং অন্তঃকরণ নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। অতএব সুনীতিসঙ্গত পরিশ্রমে সর্ব্বদা আত্মাকে উৎসাহিত রাখ; তাহা হইলে সর্ব্বথা সুখী হইতে পারিবে।

যৌবন বিজ্ঞানোপার্জ্জন ও প্রধান প্রধান কার্য্যারম্ভের প্রকৃত অবসর, কিন্তু উহা অসাধারণ শ্রম ব্যতিরেকে সাধিত হইবার নহে। যদি অবস্থা ও ব্যবসায়ের অনুরোধে সবিশেষ বিজ্ঞানানুশীলনের অবসর না থাকে, তাহা হইলে অবলম্বিত

ব্যবসায়েই যথোচিত পরিশ্রম কর ও সর্ব্বদা অতন্দ্রভাবে উহারই উন্নতি চেষ্টা কর, তাহাতেও সত্বর ভাগ্যধর হইতে পারিবে। তোমাদিগের তাবৎ কার্য্যেই যেন জিগীষা বৃত্তি প্রবলা থাকে, তাহা হইলে পরিশ্রম আপনা হইতেই হইয়া পড়িবে। প্রাধান্যাশা ও প্রশংসাভিলাষ আলস্য-রোগের মহৎ ঔষধ ও যৌবন-পথের প্রধান সম্বল। উহার আশ্রয় লইলে তরুণগণ অনায়াসে ভাগ্যবান্ ও যশোধর হইতে পারে। প্রচুর সম্পদ থাকিলেই যে আর শ্রম করিতে হইবে না, এমত মনে করিও না। পরিশ্রম প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম; শ্রম-বিমুখ হইলে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন জন্য ঈশ্বর-সন্নিধানে অবশ্যই অপরাদ্ধ হইতে হইবে। তোমরা এখন যে সমস্ত কার্য্য করিবে যাবজ্জীবন স্মৃতিপথে দেদীপ্যমান থাকিবে। অতএব এমত কার্য্য কর যে, তাহার অনুধ্যানমাত্রেই সুখোদয় হয়, ও কিছুমাত্র অনুতাপ করিতে না হয়।

ঈশ্বরভক্তি, নম্রতা, অমায়িকতা, সত্যপরতা, অনুকম্পা, পরিশ্রম প্রভৃতি যে গুণগণ যৌবনে থাকা আবশ্যক সে সমুদয় উল্লিখিত হইল। পরমায়ু দীর্ঘ বা স্বল্পই হউক, সংসারে প্রথম প্রবিষ্ট হইয়া উক্তমতে চলিলে জীবনের পরিণাম পরম গৌরবের ও সুখের হইবে। "দীর্ঘকাল বা অনেক বর্ষ অতিপাতিত করা প্রকৃত বার্দ্ধক্যের কারণ নহে। জ্ঞান ও ধর্ম্মই পলিত এবং অকলঙ্কিত জীবনই বার্দ্ধক্য।"

প্রবীণের ইতিকর্ত্তব্য।

যেমন ভিন্ন ভিন্ন পদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বয়োঽবস্থাতেও কর্ত্তব্য কার্য্য বিভিন্ন-প্রকার হইয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও মনুষ্যের উপর দয়া, জ্ঞানোদয় অবধি সকল অবস্থার, সমানই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু বয়োভেদে উহাদিগের আকৃতি-প্রকৃতি-গত বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া থাকে। যে বয়সের যেমন, উহারা সেইরূপ রূপ পরিগ্রহ করিলেই তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য হয়। পূর্ব্ব প্রস্তাবে যৌবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, প্রবীণ বয়সের কার্য্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ও গুরুতর। কারণ, প্রবীণাবস্থায় যৌবনের দুস্তর তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া হয়, অকর্ম্মণ্য জরাগমেরও বিলম্ব থাকে। এবং এই সময়ে যেমন কার্য্যদক্ষতা বিলক্ষণ সংবর্দ্ধিত হয়, তেমনি নানা সৎকার্য্য-বিষয়িণী চিন্তাও মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে, (অন্ততঃ হওয়াও উচিত)। সুতরাং ধর্ম্মনীতি-নির্দ্দিষ্ট সমুদয় নিয়ম সর্ব্বাঙ্গীণরূপে প্রতিপালিত ও অনুষ্ঠিত হইবার এইটীই প্রকৃত অবসর। অতএব যে প্রবীণ, "আমি যৌবন সীমা ছাড়াইয়া কত দূরে আসিয়াছি, জরারূপাতের আর কত বিলম্ব আছে, জগদীশ্বর আমার উপর কি কি ভার অর্পণ করিয়াছেন, এবং আত্মার ও সমাজের নিমিত্ত আমার কিই বা কর্ত্তব্য" সময়ে সময়ে এবংবিধ চিন্তা না করে, তাহাকে

যথার্থ প্রবীণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, এবং সেই ব্যক্তি হইতে প্রবীণোচিত কোন প্রধান কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইবার তত সম্ভাবনা থাকে না।

১মতঃ। প্রবীণ বয়সে অবতীর্ণ হইয়া যৌবন-সহোদর চাপল্যাদি পরিত্যাগ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যৌবনের যেরূপ আচার ব্যবহার, যেপ্রকার ভাবভঙ্গী ও যেমন গতিপ্রবৃত্তি, প্রবীণাবস্থায় সেরূপ হইলে নিতান্ত বিসদৃশ ও অত্যন্ত অসঙ্গত হয়। এরূপ অনেক কর্ম্ম আছে, বস্তুতঃ গর্হিত হইলেও তাহার অনুষ্ঠানে তরুণদিগের তেমন একটা অপরাধ গ্রহণ করা হয় না, কিন্তু একজন প্রবীণ তাহাতে কিঞ্চিৎ সম্পৃক্ত থাকিলে তাঁহাকে লোকসমাজে নিতান্ত অপরাদ্ধ ও ঘৃণিত হইতে হয়। আবার এমনও অনেক কাজ আছে, তাহাতে বস্তুতঃ কোন দোষ নাই, ও তাহা তরুণদিগের বরং সুন্দরই দেখায়, কিন্তু প্রবীণ ব্যক্তি তাহাতে ব্যাপৃত হইলে তাঁহাকে অত্যন্ত উপহাসাস্পদ হইতে হয়। ফলতঃ যৌবনসীমা হইতে প্রথম প্রস্থিত হইয়া প্রবীণাবস্থার সহিত আত্মচারিত্রের সামঞ্জস্যভাব প্রতিপাদন করিয়া তুলা বড় সহজও নহে। সে সময়ে যৌবন-চাপল্যাদির শেষ থাকিলে যেমন মন্দ দেখায়, আবার অসময়োচিত অতিরিক্ত ভব্যতাদি করিলেও লোকে তেমনি উপহাস করে। ফলতঃ আমাদিগের যে বয়োঽবস্থার যতটুকু সীমা, যেরূপ কার্য্য, ও সে সময়ে যেপ্রকার সুখানুসরণ বৈধ, তৎসমুদায় প্রকৃতি-দেবীই একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃত কাল উপস্থিত না হইতে-হইতে কোন সীমা অতিক্রম করা বা উপস্থিত কালেও যথাযোগ্যে

এক সীমায় বদ্ধ থাকা, উভয়ই সমান প্রকৃতিবিরুদ্ধ সন্দেহ নাই।

প্রবীণ বয়সে অবতীর্ণ হইলেই যৌবন-লঘুতা ও অতিরিক্ত আমোদাসঙ্গ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঐ উভয় যৌবনধর্ম্ম পরিত্যাগ করাই প্রবীণতার প্রধান লক্ষণ ও অসাধারণ ধর্ম্ম। উহা ব্যতিরেকে প্রবীণ বয়সের প্রকৃত গৌরব কথনই সুরক্ষিত হইতে পারে না। উৎকট আমোদাসক্তি প্রযুক্ত তরুণাবস্থায় চিত্ত সাতিশয় লঘু ও অব্যবস্থিত থাকে। তরুণেরা এই দণ্ডে একত্র আমোদপ্রমোদ করিতেছে, এই দণ্ডেই আবার তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইতেছে। এবংবিধ লঘুতা দোষে তাহারা ভূয়োভূয়ঃ অপরাদ্ধ হইতেছে, কথন কথন বিপদেও পড়িতেছে, কিন্তু অবহুদর্শী ও অনভিজ্ঞ বলিয়া লোকের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইতেছে; তাহাদিগের সেই অনভিজ্ঞতা ও অবহুদর্শিতা বিপৎপরিত্রাণেরও কারণ হইতেছে। কিন্তু প্রবীণ বয়সের ভাব এরূপ নহে; এ সময় সকলকেই গুরুচেতা ও মহাসত্ত্ব হইতে হইবে। অন্যথা লজ্জা ও অপমানের পরিসীমা থাকিবে না। অবহুদর্শিতা প্রবীণ জনের পক্ষে ক্ষমার কারণ না হইয়া, ঘোরতর অপরাগ ও অগৌরবেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে। প্রবীণ হইয়া যুবার ন্যায় চলিতে গেলে, যুবার ন্যায় কৌতুকাবহ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে, ও যুবার ন্যায় আমোদ করিয়া বেড়াইলে, তাহাকে অবশ্যই উপহাসাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতে হয়।

অনুচিত আমোদাসঙ্গ প্রবীণদিগের পক্ষে বড়ই দোষ। যৌবন-লঘুতা প্রবীণ বয়সে, ভাল দেখায় না বলিয়া, পরি

ত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু অনুচিত আমোদাসঙ্গ, শুদ্ধ তাহা বলিয়াও নহে, উহাতে প্রবীণদিগের চরিত্র যারপরনাই কলঙ্কিত ও কলুষিত করে, এবং প্রধান প্রধান গুণগণ বন্ধ্য-প্রায় করিয়া রাখে। অনুচিত আমোদাসঙ্গ যে, যুবাদিগের পক্ষে দোষাবহ নয়, এমত নহে; উহা যুবাদিগের শরীরে যত দিন প্রবল থাকে তাহাদিগের কোন ভদ্রস্থতাই থাকে না। তবে তখন এইমাত্র ভরসা থাকে যে, যৌবনোন্মাদ পরিক্ষয় ও অভিজ্ঞতার উপচয় হইলে, তাহা হইতে নিবৃত্তি ও সৎপথে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু যে বয়সে সেই যৌবনোন্মা ক্ষীয়মাণ হয়, ও অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হয়, (অন্ততঃ হওয়াও উচিত), যদি তখন পর্য্যন্ত ঐ দোষ প্রবলই থাকে, কিছুমাত্র ন্যূন না হয়; যদি সেই প্রবীণ বয়সেও লোকে মান সম্ভ্রমে নিরপেক্ষ ও পৌরুষকার্য্যে উদাসীন হইয়া আমোদাসক্তি চরিতার্থ করে ও পূর্ব্ববৎ প্রমত্তভাবে প্রমাথী রিপুচয়ের বশম্বদ হইয়া চলে, তাহা হইলে তাহার নিকট আর শুভপ্রত্যাশা করিতে পারা যায় না; উহা বৃদ্ধজনগ্রহণীর ন্যায় প্রাণান্তিক ও অসাধ্য ব্যাধি হইয়াই উঠে। ফলতঃ যে আমোদাসক্তি যাবৎ যৌবনকাল পরি-সেবিত হইয়া একপ্রকার বদ্ধমূল হইয়াছে, যে রিপুগণ অতি-দীর্ঘকাল অকিঞ্চনবাধে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে, সেই আসক্তিটাকে একবারে উন্মূলিত করা ও সেই রিপুদিগকে একবারে বশীভূত করিয়া রাখা, বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু এই কঠিন ব্যাপারে প্রবীণাবস্থ ব্যক্তিমাত্রকেই ঠেকিতে হইবে, এবং এই দুঃসাধ্যসাধন বিষয়ে সকলকেই প্রাণপণ

যত্ন করিতে হইবে; এইটীই প্রবীণ বয়সের প্রধান পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, ইহামুত্র কোন স্থলেই খ্যাতিপ্রতিপত্তি বা পুরস্কার লাভের উপায় নাই।

প্রবীণাবস্থ ব্যক্তিমাত্রকেই বিবেচনা করিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের সকল বিষয়ই সঙ্কটারোহ। মান, সম্ভ্রম, সৌভাগ্য ও কৃতকার্য্যতা এই সময়ে গতিপ্রবৃত্তির সর্ব্বথা অনুসারী হয়। ভূলোক প্রগাঢ় মনোযোগপূর্ব্বক এই সময়ের ভাব নিরীক্ষণ করেন, এবং এই সময়ের লক্ষণ দেখিয়াই ভাবী অবস্থা অবধারণ করিয়া থাকেন। অতএব তোমরা যৌবনের লঘুতা ও অব্যবস্থিত-ভাব পরিত্যাগ কর, উৎকট আমোদে বিরত হও এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব করিতে প্রবৃত্ত হও। দেখ, বৃদ্ধ জনক জননী ও বান্ধবগণ তোমাদিগের মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের আশা-লতা তোমাদিগকে অবলম্বন করিয়া বিপুল শাখা প্রশাখা মেলিয়াছে, এখন তাহার মূলোচ্ছেদ করিও না। তোমাদিগের এখন প্রধান প্রধান কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে। অতএব অকিঞ্চন ইন্দ্রিয়সুখে বিরত হইয়া সময়োচিত কার্য্যের উপর চিত্তচক্ষু ব্যবস্থাপিত কর।

২য়তঃ। প্রবীণাবস্থা সংসারের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। ইহাতে নানা কর্ম্ম করিতে হইবে, নানা বিপদ্ বিসংবাদে ঠেকিতে হইবে ও অনেক গোলযোগ ও অনেক ঝোড় ছাড়াইতে হইবে। অধিক কি, যাহার যত গুণ ও সর্ব্ব শক্তি আছে এই প্রাঙ্গণেই তৎসমুদায়ের পরীক্ষা দিতে হইবে। প্রবীণ বয়স, মনুষ্য-জন্মের মধ্য অবস্থা ও প্রধান [illegible] কার্য্য সম্পাদনের স্বীকৃত সময়। যৌবনকাল [illegible] প্রবীণ কার্য্যের

উদ্যোগেই অতিনীত হইয়াছে, অতঃপর যে অবস্থা 'বার্দ্ধক্য' আসিবে সে সময় শ্রম করিবার তেমন একটা ক্ষমতা থাকিবে না। জগদীশ্বর এই মধ্য অবস্থাটীকেই প্রাধান্যতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে যত বিদ্যা, যত জ্ঞান ও যত নৈপুণ্য উপার্জ্জন করা হয়, সমুদায়গুলি কার্য্যে বিনিযোজিত করিবার সময়ই এই।

এই মনুষ্য-সমাজ একটী শরীরস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তি উহার এক একটী অঙ্গ। যেমন বাক্ পাণি পাদাদি অঙ্গ সকল স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে শরীর-রক্ষা হয়, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরস্পরের সাহায্য ও আনুকূল্য করাতেই সেই প্রকাণ্ড সমাজ-শরীর সুরক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যমাত্রকেই সমাজের হিতকর একটী না একটী কার্য্যে অবশ্যই নিযুক্ত হইতে হইবে। কোন কোন ব্যক্তিকে সামাজিক নিয়ম ব্যবস্থাপন করিতে হইবে, কতগুলিকে দেশের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে; কোন কোন ব্যক্তিকে দেশের আন্তরিক শান্তিরক্ষা করিতে হইবে; কতকগুলিকে সাধারণের অশন বসন প্রস্তুত করিতে হইবে; এবং কতকগুলি ব্যক্তিকে লোকের বিজ্ঞানবৃদ্ধির উপায় দেখিতে হইবে। ফলতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজের হিত নিমিত্ত সাধ্যানুরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে। সেই হিতসাধন করিবার প্রকৃত সময় এই প্রবীণাবস্থা। এ সময় অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকা কাহারও উচিত হয় না। যাঁহার যতই ধন থাকুক, ও যতই আভিজাত্য থাকুক, এই কর্ম্মচত্বরে আসিয়া সমাজের হিতকার্য্যে ব্যাপৃত না হইলে তাঁহার কোন-

রূপেই নিষ্কৃতি নাই। এইটীই জগদীশ্বরের আজ্ঞা এবং ইহা প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম। কিন্তু আবার প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মানুমোদিত হওয়া আবশ্যক। সামাজিক কার্য্য করিতে গিয়া যাহাতে ধর্ম্মনীতির ব্যাঘাত না হয়, তদ্বিষয়ে সকলকেই সাবধান হইতে হইবে, অন্যথা যাবতীয় কার্য্যপরম্পরা বিপরীতফলোপধায়িনী হইবে।

প্রবীণদিগের মনে মনে এক এক বার আন্দোলন করা কর্ত্তব্য যে, "আমি এই কর্ম্মচত্বরে আসিয়া কি করিতেছি; এত দিনে সমাজের সারবৎ কাজ কি করিয়াছি; কি করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করা হইবে; কি করিলেই বা প্রকৃতির নিয়ম সুরক্ষিত হইবে। আমি, আমার পদ ও অবস্থার সমুচিত কার্য্য করিতেছি কি না; আমার কার্য্যগুলি ধর্ম্মানুমোদিত হইতেছে কি না; এবং এপর্য্যন্ত যে যে কাজ করিয়াছি, দেহান্তে তাহার কোন চিহ্নই বা থাকিবে কি না।" যাঁহারা মনে মনে এবংবিধ আন্দোলন না করেন তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের প্রায় কোন উপকারই দর্শিতে পারে না।

কেহই যেন আপনাকে নির্গুণ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিবেচনা না করেন। ইহা যেন না ভাবেন যে, তাঁহা হইতে জগতের কোন কাজই হইতে পারে না, এবং তাঁহার পরিশ্রম ও আলস্য সমাজের পক্ষে উভয়ই সমান। গুণ সকলেরই শরীরে আছে; সর্ব্বতোভাবে নির্গুণ ব্যক্তি পৃথিবীতে কেহই নাই। তবে কাহারও শরীরে দশটা, কাহারও পাঁচটা, কাহারও বা দুই একটামাত্র গুণ থাকে। কিন্তু যাহার যতই

অল্প গুণ ও যতই অল্প ক্ষমতা থাকুক, সে যদি সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিয়া তাহারই কার্য্য করে, তাহা হইলেও যথেষ্ট। কিন্তু যাহার যত অধিক গুণ, যত অধিক যোগ্যতা ও যত অধিক সম্পত্তি, সমাজের নিমিত্ত তাঁহাকে তত অধিক কার্য্য করিতে হইবে। কেন না, পরোপকারিণী শক্তি তাঁহাতে তত অধিক সমর্পিত হইয়াছে, এবং লোকে তাঁহার নিকট তত অধিকই প্রত্যাশা করে।

অধস্তনশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদিগের উপরেও সামাজিক অনেক কার্য্যের ভার অর্পিত থাকে। কারণ, স্বামী ভৃত্য, ভার্য্যা পতি, পিতা পুত্র, ইত্যাদি সম্বন্ধ সকল শ্রেণীতেই সমান এবং সেই সম্বন্ধ নিবন্ধন প্রবীণবয়সে এত কাজ আসিয়া উপস্থিত হয় যে, নিরন্তর পরিশ্রম করিয়াও সুচারুরূপে তাহার শেষ করা কঠিন। সেই সকল কাজ মহদ্বিধ না হউক, যদি যথাতথ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও ইহামুত্র প্রতিষ্ঠিত ও পুরস্কৃত হইতে পারা যায়। ফলতঃ পরিশ্রম প্রবীণাবস্থাকে যথার্থই উজ্জ্বল ও সমুন্নত করে। ইহাতে যেমন সমাজের উপকার সম্পাদন হয়, সম্মান-লাভ ও সন্তোষ-লাভও তদনুরূপ হইয়া থাকে। শ্রমক্ষম প্রবীণ জনের জীবনপ্রবাহ এমত নির্ম্মলরূপে প্রবাহিত হয় যে, তাহা অকর্ম্মণ্যতা বা পাপসম্পর্কে পঙ্কিল হইবার বড় আশঙ্কা থাকে না। আলস্যে যৌবনাবস্থা কুৎসিত হয় মাত্র, কিন্তু প্রবীণাবস্থা উহাতে যথার্থই ঘৃণাস্পদ ও অবমানাস্পদ হয়।

ঔষধঃ। প্রবীণ বয়সে যেমন নানা রোগযোগে ঠেকিতে হয়, তেমনি এই কালে আর তাবৎ ব্যক্তির অন্তঃকরণে

একটী বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। যথোচিত দমন করিয়া না রাখিলে উহা যৌবনোদিত উৎকট সুখাশা অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী ও ধর্ম্মের নিতান্ত পরিপন্থিনী হয়। তরুণগণের সুখাশার স্থলে প্রবীণদিগের প্রবল ধনতৃষা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে এবং উদ্বেল হইয়া উঠিলে উহা তাহাদিগকে যারপরনাই হীনচেতা ও নিকৃষ্ট-স্বভাব-সম্পন্ন করে। যৌবনে সুখানুসরণে লোকে যতই মত্ত থাকুক, ও যতই অজ্ঞানান্ধবৎ ব্যবহার করুক, সে সময়, মধ্যে মধ্যে এক একটা উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি প্রবল হইয়া তরুণতার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। উচ্চাশয়তা, বান্ধবস্নেহ, দয়া ও অনুকম্পা তরুণদিগের সাতিশয় প্রবল থাকে এবং উহাতে তাহাদিগের অনেক দোষ ঢাকা পড়ে। কিন্তু প্রবীণাবস্থায়, যখন ধনতৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠে, তখন সমুদয় উৎকৃষ্ট বৃত্তিই প্রভাহীন হইয়া যায়; নীচাশয়তা ও নিষ্করুণতা অনুপদেই উপস্থিত হয়; দয়া দাক্ষিণ্য বদান্যতা ও উপচিকীর্ষা সমূলে উন্মূলিতপ্রায় হয়, এবং যে কোন গুণ, লোকে প্রধান বলিয়া গণ্য করে, ধনতৃষার প্রাবল্যে তাহা প্রায় সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইয়া যায়। ধনগৃধ্নু প্রবীণের ধন ভিন্ন আর কিছুরই উপর প্রকৃত ভালবাসা থাকে না।

অধিকন্তু প্রবীণাবস্থায় সাংসারিক নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া অনেকেরই সহিত প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিভাব উপস্থিত হয়। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিভাব থাকিলে [illegible], ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতি দোষ সকল আপনা হইতেই উপস্থিত হয় এবং ঐ সমস্ত দোষ ধনতৃষ্ণার

সাহায্যে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া মনুষ্যকে ক্রমে যারপরনাই ভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট করিয়া ফেলে। প্রথম প্রথম অনেকেই বিশদ ও সাধু উপায় দ্বারা ধনতৃষা কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করে; এবং যাহাতে মানহানি বা অখ্যাতির সম্ভাবনা, তাহাতে বিদ্বেষই করে। কিন্তু যখন এখানে শত্রুগণের চক্রান্তে পড়িতে হয়, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের কৌশলে পরাভূত হইতে হয়; কোথাও উপরিপদস্থ ব্যক্তিদিগের সগর্ব্ব ব্যবহার সহিতে হয়, কোথাও বা বান্ধবদিগের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারে বিপদে ঠেকিতে হয়;—যে সময় চারি দিক্ হইতে এবংবিধ দুর্ঘটনা-পরম্পরা আসিয়া দেখা দেয়, তখন লোকের ভাব পূর্ব্ববৎ বিশদ ও মসৃণ থাকা কঠিন হইয়া উঠে। তখন তাহার অন্তঃকরণ সন্দেহে নিরন্তর দোলায়িত হইতে থাকে। তিনি সর্ব্বদাই দেখিতে পান বা তাঁহার এমনই বোধ হয় যে, চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তি সকল তাঁহার নিমিত্ত চক্রান্ত করিতেছে এবং তাঁহাকে পাতিত করিতে কৌশল-বাগুরা বিস্তার করিতেছে। তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের কার্য্য সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। সচ্চরিত্র শান্ত সুশীল সদাশয় যোগ্যদিগকে প্রায় অবজ্ঞাত ও অধঃপতিত হইতে, এবং দুঃশীল দুষ্টাশয় অসাধু অযোগ্যদিগকে প্রায় কৃতকার্য্য ও সমুন্নত হইতে, দেখিতে পান। সুতরাং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গেলে ঐরূপ না করিলে চলে না বলিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুসরণে ক্রমে তাঁহার দৃঢ় সংস্কার হইয়া আসে। তখন তিনি আত্মরক্ষা বিষয়ে সাধারণের অনুবর্ত্তন করাই সুবিধা বোধ করেন।

ধনোপার্জ্জনে বা কৃতকার্য্যতা-লাভে আর তাঁহার পূর্ব্বতন নির্ম্মল ভাব থাকে না, এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া ইষ্টসাধন-বিষয়ে প্রায় কোন কার্য্যই অকার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। যে ধনতৃষ্ণা তথাবিধ অভিজ্ঞ প্রবীণগণকে এত-দূর পাতিত করে, উহা যে যৌবনোদিত সুখাশা অপেক্ষাও ধর্ম্মের প্রধান শত্রু, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা ধর্ম্মের উপর ঐকান্তিকতা রাখিয়া ধনতৃষাকে দমন কর, এবং যাহাতে সাংসারিক কার্য্য সকল ধর্ম্মানুমোদিত হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হও। ধন যতই স্পৃহণীয় হউক, উহা কখনই ধর্ম্মের তুল্যকক্ষ হইতে পারে না। ধর্ম্মাপচয়ে যতই ধন উপার্জ্জন কর, যতই কৃতকার্য্য হও, লোকের প্রকৃত সম্মানভাজন হইতে ও কোন অংশেই সুখী হইতে পারিবে না; অচিরাৎ অধঃপতিত ও দুঃখিত হইতে হইবে। তথাবিধ হীনধর্ম্মা ধনগৃধ্নু ব্যক্তি উচ্চ পদে থাকিলেও তাহাকে সকলে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করে, এমন কি স্বয়ং তত সামাজিক হইলে, তাহার নিজের প্রতি নিজেরই অবজ্ঞা-বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। অতএব যদি তোমরা সময়ে সময়ে একান্তে আত্মতত্ত্ববিষয়িণী চিন্তা কর, তাহা হইলে ঐ ধন-তৃষা উদ্দাম হইতে পায় না, ও উহার অনেক প্রতীকার হয়; নিকৃষ্ট বৃত্তিনিচয়ের আর তত উপবর্গ থাকে না, এবং অন্তঃকরণও বিকৃত হইতে পায় না। এইটীই ধনতৃষা-রোগের প্রধান ঔষধ।

৪র্থতঃ। বয়স [illegible]াধিক হইতে থাকিলে অতীতকালের প্রতি তত অধিক দৃষ্টি রাখিয়া চলা আবশ্যক। উহাতে

যেমন অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধি হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও তদনুরূপ বর্দ্ধিত হইতে পারে। দেখ, অতিনীত বয়োঽবচ্ছেদে তোমাদিগের সমক্ষে কত বড় বড় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তোমরা কতবার কত বিপদে পড়িয়া উদ্ধার পাইয়াছ, যদি তৎসমুদায়ের অনুধ্যান কর, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের অসীম দয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পার, এবং তাঁহার নিকট কত দূর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। দেখ, তোমাদিগের সহজাতগণের মধ্যে কত ব্যক্তি দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে, কত ব্যক্তি রোগে জর্জ্জরিত-দেহ হইয়া রহিয়াছে, কত ব্যক্তিই বা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। জগদীশ্বর তোমাদিগকে কত বিপদে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগের যৌবন-পিচ্ছিল-পথের একমাত্র অবলম্বন এবং ইদানীন্তন সুখের একমাত্র নিদান। তোমাদিগের এখন যে এত ক্ষমতা বাড়িয়াছে, ও এত সুখসামগ্রীর অধিকারী হইয়াছ, সমুদয় তাঁহারই প্রসাদলব্ধ। তাঁহারই প্রসাদে তোমরা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ। এখন ভাবিয়া দেখ, তোমরা তাঁহার প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞ আছ কি না? তদীয় প্রসাদের উচিত কার্য্য করিতেছ কি না? এবং অতঃপর যে তাঁহা হইতে পরিত্রাণ হইবে তাহারই বা কি উদ্যোগ করিতেছ?।

সংসার-রঙ্গভূমিতে প্রবেশিবার পূর্ব্বে, কি রীতিক্রমে অভিনয় করিতে হইবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। তোমরা এই রঙ্গভূমিতে কত বিস্ময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ; লোকের রীতি নীতি আচার ব্যবহার ও সিদ্ধান্তবিষয়ে কত পরিবৃদ্ধি

হইতে দেখিয়াছ; কিন্তু যে পরিমাণে অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে বিশুদ্ধ জ্ঞানোপচয় তদনুরূপ হইয়াছে কি না এক এক বার অনুধাবন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তোমরা নিশ্চয় করিয়া বল দেখি, সত্য সনাতন ধর্ম্মের প্রতি তোমাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে কি না? তোমরা কি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছ যে, সাংসারিক ব্যাপারের যতই পরিবর্ত্ত হউক, সনাতন ধর্ম্ম চিরকালই সমান, উহার কোন অংশেই পরিবৃত্তি নাই এবং উহাই একমাত্র অমূল্য রত্ন। ফল কথা এই, যদি তোমরা একতান হইয়া এক এক বার অতীত ঘটনাপুঞ্জের অনুধ্যান কর, তাহা হইলে অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের অবশ্যই পরিবৃদ্ধি হইবে, এবং অমূল্য ধর্ম্মরত্ন-সঞ্চয়ে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

৫মতঃ। ভবিষ্যতের প্রতি সকলেই সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে; অতঃপর সুখী হইব এই প্রত্যাশা সকলেরই মনে উদয় হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ অতীতেরই তুল্য; আশা ও নৈরাশ্য, আনন্দ ও শোক, এবং সুখ ও দুঃখ সর্ব্বাংশে উহা অতীতেরই অনুহরণ করে। এক্ষণে যাহাকে ভবিষ্যৎ বলা হইতেছে উহাই আবার অতীত হইয়া আসিবে। অতএব যদি শুভাশুভ বিষয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের সবিশেষ বৈলক্ষণ্য না রহিল, তবে ভবিষ্যতে অবশ্যই সুখী হইব এরূপ সিদ্ধান্ত করা কিরূপেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? শুভাশুভ ঘটিবার সম্ভাবনা [illegible] সমান। অতএব তোমাদিগকে স্থিরপ্রকৃতি ও [illegible] হইয়া [illegible] অভিজ্ঞবৎ প্রস্তুত থাকিতে হইবে, [illegible]

শোক, ও কোন দুঃখ, আকস্মিকবৎ তোমাদিগকে অভিভূত করিতে না পারে। তোমরা এখন যে বয়সে অবতীর্ণ হইয়াছ, বিবিধ দুর্ঘটনা-পাতের সময়ই এই। এই সঙ্কট সময়ে যদি তোমরা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তদীয় নিয়মানুযায়ী হইয়া চল, তাহা হইলে সংসারের উৎপাত-বাত যতই প্রবল হইয়া উঠুক, তোমাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না। তরুণগণ, যাহারা অত্যন্ত অনভিজ্ঞ ও নিতান্ত অবহুদর্শী, যাহাদিগের আমোদ-প্রমোদ করাই প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রীজনবৎ মুগ্ধতা তাহাদিগের থাকে থাকুক, সামান্য অনিষ্টাপাতে তাহারা বিচলিত ও অভিভূত হয় হউক। কিন্তু যাহাদিগের বিষয়-পরিবেদনা অনেক বাড়িয়াছে; শুনিয়া, দেখিয়া ও ঠেকিয়া অনেক শেখা হইয়াছে; এবং বিবিধ ঘটনা-স্রোতে যাহাদিগকে নিরন্তর নিমগ্নোন্মগ্ন হইতে হইয়াছে; তদবস্থ ব্যক্তিদিগের তাদৃশ বিমুগ্ধভাব থাকা অত্যন্ত অন্যায়। উহা তাহাদিগের পক্ষে অসীম ক্লেশেরই কারণ, সন্দেহ নাই। যদি তোমরা অবশ্যম্ভাবী বিপত্তি-পরম্পরায় অব্যাহত থাকিতে চাও, ও ভবিষ্যতে সুখী হইবার প্রত্যাশা থাকে, তবে ধীরতা ও দৃঢ়তা-গুণে আত্মাকে সুসংবৃত কর, এবং সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা সেই একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ করুণাধারে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার প্রসাদে যত গুণ ও যত ক্ষমতা লাভ করিয়াছ তাহার সমুচিত কার্য্য কর।

স্বার্থপর [illegible] [illegible] প্রকাশ-মাত্রেই আশা করেন, কিন্তু প্রকৃত [illegible] অতি-অল্প লোকেরই ভাগ্যেই ঘটে। যাঁহারা পূর্ব্বাবধি উহার যথোচিত

উদ্যোগ না করেন ও উহার নিমিত্ত প্রস্তুত না হন, বিশ্রাম-সুখ-লাভ দূরে থাকুক, বৃদ্ধাবস্থা তাঁহাদিগের পক্ষে ঘোরতর ক্লেশেরই হইয়া থাকে।

বৃদ্ধকালীন সুখের প্রধান উপায় তিনটী—শাস্ত্রবিদ্যা, আত্মীয় বন্ধু ও ধর্ম্মজ্ঞান; ইহা ভিন্ন ধনকেও একটী উপায় বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কিন্তু ধনের অনুসরণ করিতে কাহাকেও উপদেশ দিতে হয় না, উহার প্রতি লোকের আপনা হইতেই আগ্রহাতিশয় জন্মিয়া থাকে। আর উহা অন্য তিনটীর ন্যায় প্রধান কল্পও নহে; কারণ অন্যগুলি ব্যতিরেকে উহা হইতে কথনই সুখ হইতে পারে না।

শাস্ত্রজ্ঞান বৃদ্ধকালীন সুখের প্রথম উপায়। উহা না থাকিলে বৃদ্ধ-বয়স দুর্ব্বহ-ভারায়মাণ জ্ঞান হয়। কারণ, ঐ বয়সে অন্যবিধ আমোদ-প্রমোদ প্রায় কিছুই থাকে না; ইন্দ্রিয়ভোগসুখের একপ্রকার অবসান হয়; এবং অন্তঃকরণ বাহ্য বিষয় হইতে নিঃসম্পর্কপ্রায় হইয়া পড়ে; যতই সুখসামগ্রী থাকুক কিছুই ভাল লাগে না। তাদৃশ নিরবলম্ব চিত্তের প্রধান অবলম্বন শাস্ত্রবিদ্যা। শাস্ত্রানুশীলনে চিত্ত অভিনিবিষ্ট থাকিলে কোন দুঃখেই উহাকে তত অভিভূত করিতে পারে না। যাঁহারা বিদ্যারসে বঞ্চিত হইয়া বার্দ্ধক্যে উত্তীর্ণ হন, তাঁহাদিগের চিত্তে সুখের লেশমাত্রও থাকে না। বৃদ্ধকালে অন্তঃকরণ এত হীনবল হইয়া যায় যে, তখন কোন নূতন ভাবের আবির্ভাব হইবার বড় সম্ভাবনা থাকে না; এবং নূতন করিয়া [illegible] [illegible] সবিশেষ [illegible] হয় না। অতএব [illegible] হইয়াছে

তাহার অভ্যাস রাখা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে সেই নিরবলম্ব সময়ে অবশ্যই বিশ্রামসুখে অধিকারী হইতে পারিবে।

আত্মীয়বন্ধু-সহবাস বার্দ্ধক্য-সুখের দ্বিতীয় উপায়। তখনকার অনেক সুখসচ্ছন্দই বন্ধুদিগের সাহায্যসাপেক্ষ। বৃদ্ধবয়সে স্নিগ্ধ ও অনুরক্ত ব্যক্তি ভাগ্যেতেই মিলে। বৃদ্ধেরা আপনাদিগের সুখসচ্ছন্দের নিমিত্ত আপনারা পরিশ্রম করিতে পারে না। তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অন্যের মুখ চাহিয়াই থাকিতে হয়। এখন তোমাদিগের সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে, এই বেলা সাধ্যানুসারে অপরের উপকার কর, এবং দয়া দাক্ষিণ্য সত্য সারল্যাদি গুণে সকলের প্রণয়ভাজন ও অনুরাগভাজন হইতে চেষ্টা পাও। এ সময় যাহাদিগের সবিশেষ উপকার ও যাহাদিগের সহিত সাধু ব্যবহার করিবে, তোমাদিগের প্রতি, তাহাদিগের স্নেহভাব বদ্ধমূল হইবে এবং তাহারাই তোমাদিগের নিরুপায় বৃদ্ধদশার অবলম্বন হইতে পারিবে।

ধর্ম্মজ্ঞান বৃদ্ধকালীন শান্তিসুখের প্রধানতম উপায়। ধর্ম্মসম্পর্ক ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না, এবং চিত্তের শুদ্ধি না হইলেও শান্তিসুখে অধিকার জন্মে না। চিত্তশুদ্ধিও শুদ্ধ এক এক বার ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই যে জন্মিবে এমন মনে করিও না, উহার নিমিত্ত যথাবুদ্ধি সমুদয় ঐশিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব তোমরা পরাৎপর পরমেশ্বরে ভক্তিশ্রদ্ধাশালী হইয়া আত্মবুদ্ধিসাধ্য ধর্ম্মসম্মত নিয়মানুসারে সাংসারিক কার্য্যকলা সুসমাহিত কর; তাহা হইলে চিত্তের পবিত্রতা জন্মিবে এবং [illegible]-কালীন শান্তিসুখে অবশ্যই অধিকারী হইতে পারিবে।

প্রশংসা-প্রীতি বা যশোলিপ্সা।

সংসার আমাদিগের পরীক্ষার স্থল। প্রলোভনীয় মোহন বস্তুপুঞ্জ আমাদিগের চারি দিকে সজ্জীকৃত রহিয়াছে, ক্ষণমাত্র অনাবধান হইলেই উহাতে বিমোহিত হইয়া পড়িতে হয়। রন্ধ্র পাইলে শুদ্ধ যে প্রমাথী রিপুগণই অনিষ্টাপাতের হেতু হয় এমত নহে, যে সমস্ত মনোবৃত্তি বস্তুতঃ নির্দ্দোষ, উৎকট হইলে তাহা হইতেও অনেক অনর্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রশংসা-প্রীতি-বৃত্তি বস্তুতঃ নির্দ্দোষ, কিন্তু উৎপথগামিনী হইলে অশেষ দোষের আশ্রয় হয়।

প্রশংসা দুইপ্রকার, স্বাত্মিক ও লৌকিক। যে স্থলে প্রশংসা-প্রীতি উৎকট হয়, তথায় স্বাত্মিক-প্রশংসার আর অপেক্ষা থাকে না; শুদ্ধ লৌকিক প্রশংসাই সাঁরাৎসার ও পরাৎপর হইয়া উঠে। এবংবিধ স্থলে প্রশংসা-প্রীতি হইতে ভূরি ভূরি অনিষ্ট বই আর কিছুই হয় না। এই সিদ্ধান্তটীর প্রমাণ অন্বেষণ করিতে স্থানান্তরে যাইবার আবশ্যক নাই। বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে যে সমস্ত যুবকগণ সুশিক্ষিত হইতেছেন, শুদ্ধ তাঁহারাই বা কেন, যে সমস্ত প্রবীণগণ আমাদিগের শাস্ত্রে পরমপণ্ডিত ও যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই ইচ্ছা যে কুৎসিত দেশাচারগুলি একবারে দূরীভূত হয়, এবং পবিত্র ধর্ম্মের সর্ব্বত্র সুপ্রচার হয়। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রশংসা-প্রীতি এত উৎকট ও নিন্দার ভয় এত প্রবল যে, উহাতে তাঁহাদিগের সেই ইচ্ছাকে কিছুতেই ফলবতী করিতে

দেয় না, শুদ্ধ প্রশংসার ব্যাঘাত ও নিন্দার ভয়েই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে তাঁহাদিগের সাহস হইয়া উঠে না। কিন্তু যদি তাঁহাদিগের প্রশংসাভিলাষ অত উৎকট না হইত, ও বৃথা লোকনিন্দার তত ভয় না থাকিত, তাহা হইলে অনায়াসেই স্বেচ্ছানুযায়ি কার্য্য করিতে পারিতেন, এবং দেশেরও প্রচুর উপকার হইত। কিন্তু এমনই চমৎকার, সেই সকল বিদ্বান্ ব্যক্তি, যেদলস্থ লোকদিগকে মূর্খ ও ভ্রান্ত বিবেচনায় মনে মনে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করেন, সেই দল প্রবল ও তাহাদিগের কৃত প্রশংসা-শব্দ উচ্চতর বলিয়া তাহাদিগেরই সহচর হইতেছেন; আর যাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ও গুণ-গৌরবের প্রতি তাঁহাদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুদ্ধ ক্ষীণ দল বলিয়া প্রশংসা-লোপ ভয়ে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন। প্রশংসা-প্রীতি যখন মনুষ্যকে এত দূর ভ্রষ্ট ও সমাজের এত অনিষ্ট করে, তখন, ইহার প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত; এই বৃত্তির উদ্দেশ্য কি, নির্দ্দিষ্ট সীমাই বা কতদূর, কত দূরে গেলে ইহা দূষিত হয় এবং কি জন্যই বা ইহার নিমিত্ত আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে, তৎসমুদায় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

জগদীশ্বরের সৃষ্টিকৌশল দৃষ্টে তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আমরা সকলে একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করি। কারণ, পৃথিবীতে এমত ক্ষমতাপন্ন লোক কেহই নাই যে, ইতর-নিরপেক্ষ হইয়া একাকী কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন। শুদ্ধ শরীর রক্ষা করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন যাপন করিতে হইলেও সমাজের সম্পূর্ণ সাহায্য অপেক্ষা করিতে হয়। সমাজবদ্ধ হইয়া থাকাতেই আমরা

ঈদৃশ সৌভাগ্যপদবী প্রাপ্ত হইয়াছি; আমাদের আবশ্যক দ্রব্যের কিছুরই অভাব নাই; আমরা স্বচ্ছন্দে পরিবার প্রতিপালন করিতেছি, আমাদিগের ক্ষমতা অনেক দূর বাড়িয়াছে, এবং যাবতীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যথাকালে যোগ্য পাত্রে সমুচিত অনুশীলিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিতেছে। এখন যাহাতে সেই সামাজিক সম্বন্ধ দৃঢ় ও স্থিরতর হয়, যাহাতে সামাজিক গ্রন্থি সকল অভেদ্য ও কঠিন হয়, এবং যাবতীয় মনুষ্য এক সূত্রে সম্বন্ধ থাকে, আমাদিগের মধ্যে এমন একটী প্রাকৃতিক আকর্ষণী শক্তি থাকা আবশ্যক। জগদীশ্বর সেই উদ্দেশেই আমাদিগকে যশোলিপ্সা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। আমরা যে অপরের নিকট সম্মান ইচ্ছা করি, অন্যে প্রশংসা করিলে যে আনন্দিত হই, উহাতেই ঈশ্বরের সেই উদ্দেশ্যটী সুন্দররূপে সমাহিত হইতেছে, এবং উহাতেই আমাদিগের সামাজিক সুখ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে। যদি এই স্বাভাবিক বৃত্তির অত্যন্তাভাব থাকিত, তাহা হইলে আমরা এরূপ সমাজবদ্ধ হইতে পারিতাম না, হইলেও উহা কখনই সুখের হইত না। জগতে অধিকাংশ লোকে কেবল নিন্দার ভয়েই পাপকর্ম্মে বিরত থাকে, এবং প্রশংসা পাইবার নিমিত্তই সৎকার্য্য করে। সুতরাং এই বৃত্তিকে সমাজের শান্তিরক্ষার প্রধান সাধন বলিতে হইবে। যেখানে এই আকর্ষণী না থাকে, তথায় একটা প্রতিঘাতিকা-শক্তি সহজেই প্রবল হইয়া উঠে। সে স্থলে লোকের পরস্পর সম্মিলন হইতে পায় না, কথঞ্চিৎ হইলেও উহা অসুখেরই হয়। এমন কি, তথায় এক ব্যক্তির কথাবার্ত্তা ও ভাব ভঙ্গী অপর ব্যক্তির পক্ষে যেন

শূল বিঁধিতে থাকে। অতএব প্রশংসাপ্রীতি-বৃত্তি যে আমাদের হিতার্থই সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই বৃত্তি হইতে আমাদিগের অশেষ উপকার দর্শিতেছে। সমাজে যত প্রধান প্রধান কার্য্য হইতেছে প্রায় সমুদায়ই এই বৃত্তিমূলক। ইহাতে মনুষ্যকে নিরালস্য, পরিশ্রমী, কার্য্য-কুশল ও কষ্টসহিষ্ণু করে এবং জিগীষা-বৃত্তি সর্ব্বদা উদ্দীপিত করিয়া রাখে। এমন কি, শৌর্য্য, বীর্য্য, মহাপ্রাণতা ও সাহসিকতার যত বড় বড় কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ ঐ বৃত্তি হইতেই হইয়া থাকে। স্বদেশানুরাগী মহাত্মগণ যে সাধারণ-হিতের নিমিত্ত আপনার সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দেন, এবং বড় বড় বীরপুরুষেরা যে আত্মদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ প্রাণপর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন, সে সকল অধিকাংশতঃ এই বৃত্তির কার্য্য। মহাপ্রাণতা, বদান্যতা, ধৈর্য্যশীলতাদি গুণ স্বভাবসিদ্ধ না থাকিলেও প্রশংসাপ্রিয় ব্যক্তিকে প্রায়ই তত্তৎ গুণের কার্য্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃত্তি বালক অবধি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, দরিদ্র অবধি রাজা পর্য্যন্ত সকলেরই শরীরে আছে ও ইহা সকলকেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপারিত রাখিয়াছে। যিনি যে ব্যবসায়ের ও যে শ্রেণীর লোক হউন, এই বৃত্তিপ্রণোদিত হওয়াতেই সহকর্ম্মাদিগকে পরাভূত করিয়া আপনাকে উন্নত ও প্রতিপন্ন করিতে তাঁহার চেষ্টা হয়। অতএব প্রত্যেক ব্যবসায়ের যে দিন দিন উন্নতি হইতেছে, শিল্পবিদ্যার যে এত সৌন্দর্য্য বাড়িতেছে, এবং শাস্ত্রবিদ্যার ক্রমেই যে এত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ঐ বৃত্তিই তৎসমুদায়ের প্রধান

কারণ সন্দেহ নাই। ঐ বৃত্তি না থাকিলে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা রাত্রিন্দিব পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাসে কখনই এত যত্নবান্ হইত না। পণ্ডিতগণ গ্রন্থ-প্রণয়নের নিমিত্ত আপনার সমস্ত বৈষয়িক সুখ কখনই উৎসর্গ করিতেন না। পদাভিষিক্ত লোক সকলও ক্রমে উচ্চ হইতে এত প্রয়াস পাইতেন না। ধনিগণ ঐশ্বর্য্য বাড়াইবার যত্ন আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না। এবং মহীপালগণ রাজোপভোগ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ রণযাত্রায় কখনই সুসজ্জিত হইতেন না। অধিক কি, লোকে প্রশংসাভিলাষী বা যশোলিপ্সু না হইলে এই জনসমাজ জড়বৎ প্রতীয়মান হইত।

এই বৃত্তির আরও বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে লোকের প্রকৃতি অতি সুন্দর করিয়া তুলে। প্রশংসাপ্রিয় ব্যক্তির ঘুণাক্ষরেই উৎসাহ জন্মিয়া থাকে ও অতি সহজেই সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, এবং ভর্ৎসনা বা উপদেশ প্রদান করিলে আত্মদোষ সংশোধনে একান্ত বাসনা হয়। এই বৃত্তিতে সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত থাকা মানসিক গুণগ্রামগত একটী ত্রুটি বা অঙ্গহানি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তথাবিধ অন্তঃকরণে নীতিগর্ভ উপদেশ প্রায় কোন কাজই করিয়া উঠিতে পারে না। প্রশংসার আশা না থাকিলে নিন্দারও তত ভয় থাকে না। কিন্তু নিন্দাভয় ধর্ম্মের প্রধান রক্ষক। উহা না থাকিলে ধর্ম্ম সুরক্ষিত হওয়া অতি কঠিন হইয়া উঠে। যাহার বদন নিন্দাবাদে বিবর্ণ ও প্রশংসায় প্রফুল্ল না হয়, সে প্রায়ই স্বার্থপর ও নীচাশয় হইয়া থাকে। সে বারংবার অবমানিত হইলেও আপনার ঘৃণিত কার্য্য পরিত্যাগ

করে না। তাদৃশ ব্যক্তিকে লোক-সমাজে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা-স্পদ হইতে হয়।

প্রশংসা-প্রিয় ব্যক্তি, যতই কষ্ট হউক, আপনাকে লোকের সম্মান-ভাজন করিতে চেষ্টা পান। বস্তুতঃ লোকের নিকট সম্মান রক্ষা করা অত্যন্ত আবশ্যক। সমাজে সম্মান না থাকিলে প্রধান প্রধান কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। যে, যে পরিমাণে লোকের বহুমত হয়, ও গুণপক্ষ-পাতীর সংখ্যা যাহার যত থাকে, তাহার আধিপত্য সমাজ-মধ্যে সেই পরিমাণেই ন্যূন বা অধিক হইয়া থাকে। যাহার প্রতি বহুমান জ্ঞান না থাকে, তাহার উৎকৃষ্ট প্রস্তাবেও লোকে কর্ণপাত করে না। কিন্তু একজন খ্যাতিমান্ মান-নীয় যশোধর ব্যক্তির কুৎসিত দৃষ্টান্ত অনুসরণেও লোকের আগ্রহ হয়। অতএব যদি সমাজ-মধ্যে প্রধান প্রধান কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে লোকের প্রশংসা ও খ্যাতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ও অনেকের বহুমান-ভাজন হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইনিমিত্তই পূর্ব্ব-পণ্ডিতেরা বলিয়া-ছেন যে "প্রশংসাপ্রীতি সর্ব্বতোভাবে না থাকিলে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্য থাকে না, একাংশে অঙ্গহানি ও কিঞ্চিৎ ত্রুটি অবশ্যই থাকে।"

এক্ষণে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রশংসা-প্রীতি আমাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও অশেষ শুভসাধন। কিন্তু তাহা বলিয়া উহাকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির তুল্যকক্ষে প্রতি-ষ্ঠাপিত করিতে পারা যায় না। সেরূপ হইলে (ঐ বৃত্তি-টিকে আমাদিগের কর্ম্মকাণ্ডের অধিনেত্রী বলিয়া মানিলে)

উহা অনর্থেরই হেতু হইয়া উঠে। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় স্বকীয় সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে, উহা পাপ-পথেরই প্রবর্ত্তক হয়। অতএব এই বৃত্তিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ঐ পর্য্যন্তই উহার নির্দ্দিষ্ট মর্য্যাদা। যাবৎ ঐ মর্য্যাদার বাহিরে না যায়, তাবৎ উহা হইতেই ইষ্ট বই কিছুমাত্র অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বিবেক-বুদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়া অন্যদীয় প্রশংসায় বহুমানজ্ঞান করিলে, ও আত্মপ্রশংসা অপেক্ষা উহাকে সার পদার্থ বলিয়া মানিলে, উহা হইতে ভূরি ভূরি অনুপকারই হইয়া থাকে।

প্রস্তাবের প্রথমে যে এ দেশের কতকগুলি ব্যক্তিকে প্রশংসাপ্রিয় বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ ঐ বৃত্তির দোষ নহে; ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের সমুচিত গৌরব-বুদ্ধি না থাকারই অপরাধ। বিরোধস্থলে তাঁহারা ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রশংসাকেই প্রধান করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের অত্যন্ত দোষ। এমন কি,- অবিরোধস্থলেও ধর্ম্মের প্রতি সমধিক গৌরববুদ্ধি রাখাই বিধেয়। ফলতঃ সৎকার্য্যের বেলায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-সহ ঐ বৃত্তির প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত হয় না। কিন্তু সৎকার্য্যগুলি শুদ্ধ প্রশংসার উদ্দেশে করায় দোষ। সেরূপ কার্য্যসমুদায়কে পণ্ডিতেরা তামসিক বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তি শুদ্ধ খ্যাতিলাভার্থ উপকারাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাতে সমাজের যতই মঙ্গল হউক, তাঁহাকে সকলে অসাত্ত্বিক বলিয়া নিন্দা করে। সেই সেই কার্য্য হইতে তাঁহার প্রকৃত সুখোদয় ও নির্ম্মল কীর্ত্তি লাভ হয় না, এবং পরলোকেও তাদৃশ পুরস্কারের সম্ভাবনা থাকে না।

জ্ঞানী ধীর পুরুষেরা এই বৃত্তিকে কথনই অযথা অধিকার করিতে দেন না। যিনি কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে ইহা সৎ কি অসৎ এ বিবেচনা না করিয়া, ইহাতে খ্যাতিপ্রতিপত্তি হইবে কি না, অগ্রে বিবেচনা করেন, তাঁহাকে কথনই প্রকৃত জ্ঞানী বলিতে পারা যায় না। এই বৃত্তি তাঁহার অন্তঃকরণে নিশ্চয়ই অযথা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। খ্যাতি ও সম্মান লাভ ধীমানের স্পৃহণীয় বটে, এবং যাবৎ ধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য থাকে, ধীমান্ ব্যক্তি উহার নিমিত্ত যত্নও করেন এবং উহাতে আনন্দও অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু, যথন দুই দিক্ বজায় থাকিবে না দেখিতে পান, লোকের নিকট প্রশংসিত হইতে গেলে ধর্ম্মরক্ষা হয় না বুঝিতে পারেন, তথন তিনি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরই অনুবর্ত্তন করেন। লোক-প্রশংসার প্রতি তথন তাঁহার তৃণবোধ হইয়া থাকে। তথাবিধ বিরোধস্থলে যশোলিপ্সাকেই যে পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহার যুক্তি ও কারণ কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

১মতঃ। কীর্ত্তি ধর্ম্মের তুল্যমূল্য নহে। ধর্ম্মাপচয়ে প্রশংসালাভ, হীরক-বিনিময়ে কাচ-গ্রহণের তুল্য। জগতের অন্যান্য সামগ্রীর ন্যায় লোক-প্রশংসারও একটী কৃত্রিম ঔজ্জ্বল্য ও চাকচক্য আছে। যদি আমরা উহার প্রকৃতি সবিশেষ পরীক্ষা করি, উহা কোন্ আকর হইতে উঠিতেছে ও সচরাচর কোথায়ই বা নিহিত হইতেছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে উহার প্রকৃত মূল্য জ্ঞান অনায়াসেই হইতে পারে। যদি লোকপ্রশংসা শুদ্ধ গুণেরই পুরস্কার হইত ও

গুণবানেরাই উহার পাত্র হইতেন, তাহা হইলে উহাকে বরং এক দিন মূল্যবান্ জ্ঞান করিতে পারা যাইত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দেখ, এই সমাজে কত কত নীচ ঘৃণিত দুরাশয়-গণ লোকের সম্মানভাজন হইতেছে এবং কত গুণবান্ প্রকৃত ধার্ম্মিক মহাত্মগণ অবজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছেন। এবংবিধ স্থলে খ্যাতিলাভ কিরূপেই স্পর্দ্ধার কারণ হইতে পারে? লব্ধপ্রতিষ্ঠ যশোধর পুরুষেরা অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পান, অসংখ্য ছদ্মবেশী ধূর্ত্ত প্রতারকেরা নানা অসদুপায়ে সমাজে অধিক প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত হইয়াছে।

যে সকল লোক সচরাচর কীর্ত্তির উদ্গাতা, তাহাদিগের ভাব নিরীক্ষণ করিলে অযোগ্য ব্যক্তিদিগকেই উহার পাত্র বলিয়া বিবেচনা হইবে। গুণজ্ঞকৃত প্রশংসা স্পৃহণীয় ও স্পর্দ্ধার বিষয় বটে, কিন্তু যেমন গুণজ্ঞের সংখ্যা অতি অল্প, তেমনি তাঁহাদিগের স্বভাব অত্যন্ত মৃদু ও শান্ত। তাঁহাদিগের প্রশংসাস্বর জনতাগোলে সর্ব্বদাই লীন হইয়া যায়। আবার এ দিকে প্রশংসাপ্রীতি অযথা অধিকার করিয়া বসিলে নিতান্ত অল্প লোকের কীর্ত্তন হইতেও চরিতার্থ হয় না। উৎকট যশোলিপ্সু ব্যক্তি সতৃষ্ণদৃষ্টে জনতার মুখ চাহিয়া থাকেন। উচ্চতর প্রশংসা-ঘোষণই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। যে সকল লোক অব্যবস্থিত ও সদসদ্বিজ্ঞানশূন্য, যাহাদিগের কেবল গোল করিয়া বেড়ানই ব্যবসায়, কোন একটা কিছু ঘটিলেই যাহারা বস্তুগতি বিচার না করিয়া গোলের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হয়, যাহারা আড়ম্বর ও বেশ-ভূষা দেখিলেই ভুলিয়া যায় ও শুদ্ধ বাহ্য ভাব দেখিয়াই বিচার করে, সেই গুণহীন

নীচাশয় অবিবেকপ্রধান জনতাই তথাবিধ কীৰ্ত্তির প্রণেতা। এখন সেই সকল লোকের বহুমান-ভাজন হইবার চেষ্টা করা কি ধীমানের কর্ত্তব্য? সেই সকল লোকের হস্তে কি গুণদোষ বিচারের ক্ষমতা দেওয়া উচিত? এবং সেই সকল লোকের প্রশংসা ও অনুগ্রহ কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? উহারা কেবল বাহিরের কাজের প্রতিই দৃষ্টিপাত করে; কিন্তু কোথা হইতে সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে, কি উদ্দেশেই বা সেই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইত্যাদি আন্তরিক ভাব কিছুই অনুসন্ধান করিয়া দেখে না। অশেষ দুষ্কৰ্ম্মান্বিত ব্যক্তি অতি গর্হিত ও ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিয়াও যদি একটা বড় কাজ বা মহোৎসব করে, অমনি উহারা উচ্চৈঃস্বরে চারি দিক্ হইতে ধন্য ধন্য করিতে থাকে; বস্তুতঃ সেই অধন্য ধন্যবাদই দেশের সৰ্ব্বনাশের হেতু হয়। কোন দেশে যে, কুৎসিত আচার ব্যবহার বহুকাল প্রচলিত থাকে ও তাহা নিরাকৃত করা কঠিন হয়, তাহার কারণই ঐ। দেখ, বৰ্ত্তমান সময়ে বিদ্যার জ্যোতি চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে, বস্তুতত্ত্ব বিচার তন্ন তন্ন রূপে হইতেছে, অদ্যাপি যে এ দেশে, (শুদ্ধ এখানেই বা কেন, অনেক স্থলেই) কুৎসিত ব্যবহার সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কারণ আর কি হইতে পারে?। অতএব যে সর্ব্বজ্ঞ অভ্রান্ত পরম পুরুষ বিচারাসনে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহারই নিকট প্রশংসিত ও অনুগৃহীত হইতে চেষ্টা পাওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। তিনি শুদ্ধ বাহিক কার্য্য দেখিয়া বিচার করেন না, আমাদিগের আন্তরিক ভাবের প্রতি তাঁহার নির্নিমেষ

দৃষ্টি রহিয়াছে। তোমরা কার্য্যদ্বারা পরোপকারাদি না করিয়াও তাঁহার নিকট প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইতে পার। আরও দেখ, প্রত্যেক শিল্পীই আত্মশিল্পকর্ম্ম পরীক্ষার ভার প্রধান শিল্পকরের হস্তেই সমর্পণ করে, তাঁহার প্রশংসাই লক্ষ্য করে এবং তাঁহার বহুমত হইতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। সুন্দররূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা পরম মহীয়ান্ শিল্পকর্ম্ম, সেই কার্য্য সম্পূর্ণরূপে বিচার করিবার শক্তি কেবল সেই এক বিশ্বশিল্পী অভ্রান্ত পুরুষেরই আছে। অতএব তাঁহারই উপর আপনার সমুদয় কার্য্যকৌশল বিচারের ভার অর্পণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। লোকপ্রশংসা বা লোকানুগ্রহ কখনই তাঁহার প্রশংসা ও তাঁহার অনুগ্রহের তুল্য হইতে পারে না। তাঁহার বদনোদ্গীর্ণ প্রশংসাবাণী শুনিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু আমাদিগের আত্মাই তাঁহার প্রতিনিধি, আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিলেই তাঁহার প্রশংসা পাওয়া হইল। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আপনার নিঃশব্দ আন্তরিক প্রশংসাকে জগদুদীর্ণ প্রোচ্চ যশোনিনাদ অপেক্ষা বহুমান জ্ঞান করিয়া থাকেন।

যে যশের নিমিত্ত লোকে এত ব্যগ্র, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা ধর্ম্মাপেক্ষা কত নিকৃষ্ট ও সামান্য বলিয়া প্রতিভাসিত হইবে। মনে কর, এক ব্যক্তির যশ নানা দেশে বিকীর্ণ হইয়াছে এবং তিনি যাবতীয় সহচর অপেক্ষা সমধিক বিখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখুন, স্ব-সমকালীন ব্যক্তিব্যূহমধ্যে কত লোকে তাঁহার নাম পর্য্যন্তও জানে না, কত ব্যক্তি আত্মপ্রাধান্যজ্ঞানে তাঁহাকে লক্ষ্য-মধ্যেও আনে না, কত ব্যক্তি কার্য্য-ব্যস্ততা-প্রযুক্ত তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাতও

করে না, এবং কত কত মৎসরী অসূয়ু ব্যক্তি তাঁহার কীর্ত্তি-বিলোপের চেষ্টায় রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রণিধান করিয়া দেখিলে তাঁহার স্পর্দ্ধার বিষয় আর কিছুই থাকিবে না, এবং ধর্ম্মাপচয়ে কীর্ত্তির উপার্জ্জনও বিধেয় বলিয়া আর বোধ হইবে না। অতএব প্রশংসাপ্রীতি আমাদিগের শুভসাধনী হইলেও উহাকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির তুল্যকক্ষ ও জীবনের অধিনেত্রী বলিয়া বিবেচনা করা উচিত হয় না।

২য়তঃ। প্রশংসাপ্রীতি উৎকট হইলে অন্তঃকরণ অতি সহজেই কলুষীকৃত হয়। এই বৃত্তির আকৃতি অতি বিষদ, গতি অতি সুন্দর এবং রূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-দেশীয়, সুতরাং লোকে স্বভাবতই ইহার বশীভূত হয়। এই বৃত্তি যে সমস্ত কার্য্য প্রসব করে, পূর্ণ শশধরের ন্যায় দূর হইতে উজ্জ্বল দেখায়, কিন্তু নিকটে গিয়া নিরীক্ষণ করিলে আর সে ঔজ্জ্বল্য থাকে না; ধর্ম্মপ্রভা প্রতিফলিত হইয়া উহার যে সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, নিকটে তাহার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না, বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কুৎসিত লক্ষণগুলিই সংলক্ষিত হয়। যশোধর্ম্মা ব্যক্তিদিগের গতিপ্রবৃত্তি সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিলে প্রায় তাবতের প্রতিই ঘৃণা উপস্থিত হয়। বাহিরে মহৎ হইলেও তাঁহাদিগের ভিতরে নীচাশয়তা ও স্বার্থপরতা সম্পূর্ণই থাকে। অসূয়া, দ্বেষ ও হিংসাতে তাঁহারা পরিপূর্ণ। তাঁহারা প্রশংসালাভার্থ অনন্যদৃষ্টে পরিতঃস্থ জনতার প্রতি চাহিয়া থাকেন। মহাসত্ত্বতা, বদান্যতা ও সাহসিতা বাহিরে প্রকাশিত হয় সত্য, কিন্তু ঐ সমস্ত গুণের কুৎসিত খনি অন্তরে লুক্কায়িত থাকে। তোমরা

যশোধর্ম্মাদিগের পারিপার্শ্বিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয় পাইবে ও জানিতে পারিবে যে যথাপথে থাকিয়া যশোলাভ করিয়াছে এমত লোক কত অল্প।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোকমাত্রেই যে অধার্ম্মিক এবং যশোলিপ্সু-দিগের সকল কার্য্যই যে অধর্ম্মসম্পৃক্ত, আমি তাহা বলিতেছি না। এ স্থলে এইমাত্র বলা হইতেছে—যে ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বিবেক-ধী দ্বারা পরিচালিত হয়, তাঁহার চরিত্র চিরকাল অকলঙ্কিত থাকে এবং আচার ব্যবহারগুলি কখনই অনিয়মিত ও অসঙ্গত হইতে পায় না; তাদৃশ ব্যক্তিই ধর্ম্মপ্রতিপালন-বিষয়ে দৃঢ়ব্রত থাকিতে পারেন এবং ধর্ম্মের প্রতি তাঁহারই ঐকান্তিকতা ও দৃঢ়ভক্তি থাকে। তাঁহার অবস্থা যতই পরিবর্ত্তিত হউক, লোকে তাঁহার গুণকীর্ত্তন বা নিন্দাই করুক, তিনি কোন দিন শিরোনীত ও কোন দিন পদদলিত হউন, তাঁহার চরিত্র সর্ব্বাবস্থাতেই একরূপ থাকে। যদ্রূপ আকাশপথ ঝঞ্ঝাবাতে উপদ্রুত হইলেও দিবাকরের গতির ব্যাঘাত হয় না, তেমনি তাঁহার অন্তঃকরণ এত উন্নত যে, ঐ সমস্ত গোলযোগে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু উৎকট যশোলিপ্সুর মনের ভাব প্রায় এরূপ হয় না। তাঁহার অন্তঃকরণ পৃথিবীস্থ কলরবের উপর একতান হইয়া থাকে। তিনি উপরুদ্ধ বা অনুরুদ্ধ হইয়া সিদ্ধান্তের অন্যথা করিতে পারেন। তাঁহার চরিত্র চিরকাল একবিধ থাকে না। অবস্থা ও ঘটনা-পরিবৃত্তির সহিত তাঁহার ভাবেরও পরিবৃত্তি হয়। তিনি একদিন সাধারণের প্রশংসা-বাদে যেমন উৎসাহিত ও সমুন্নত হন, অন্য দিন নিন্দাশ্রবণে

তেমনি নিরুৎসাহ ও অধঃপতিত হইয়া থাকেন। এই বৃত্তি উৎকট হইয়া উঠিলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া যায়। উৎকট যশোলিপ্সু প্রায়ই সাধারণমতে গা ঢালিয়া দেন; উহা যে দিকে যায় তিনি সেই দিকেই ভাসিয়া যান। সে স্থলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কিরূপেই কিনারা পাইতে পারে। তিনি আপামর সাধারণ সকল লোকের নিকটেই প্রশংসিত ও প্রতিপন্ন হইতে চেষ্টা পান, সুতরাং তাঁহাকে নানা অসদুপায় অবলম্বন করিতে ও উপস্থিতমতে পাপাসক্ত ও হইতে হয়। এক স্থানে, হয় ত, তিনি প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ও ব্রাহ্ম বলিয়া ভান করেন, আবার অপর স্থানে হয় ত চিরাগত কুৎসিত দেশাচারের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগ ও দেবদেবীর প্রতি ঘোরতর ভক্তি প্রকাশ করেন। ফলতঃ তাদৃশ ব্যক্তি কোথাও অমায়িক হইতে পারেন না, কাল্পনিক আবরণ দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বদাই স্বাত্মগোপন করিয়া চলিতে হয়। পাছে কেহ কিছু বুঝিতে পারে বলিয়া তিনি সতত সশঙ্ক ও সাবধান থাকেন। তাঁহার সমুদয় আচার ব্যবহারই কাল্পনিক। তাঁহার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত পরিবৃত্তি-প্রবণ এবং কথা বার্ত্তাও তদনুরূপ। তাঁহার বদন যেখানে যেমন সেই থানে তদনুরূপ রূপ ধারণ করে। এবংবিধ লোকের সৎপথে দৃঢ় আসক্তি থাকা কিরূপেই সম্ভবিতে পারে? এমত ব্যক্তি স্বভাবতই অতি ভীরু, চপল ও তোষামোদী; লৌকিক খ্যাতি লাভের নিমিত্ত বিশ্বাস-ভঙ্গে বা প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনেও তাঁহার বড় একটা ক্ষোভ হয় না, আবশ্যক মতে তিনি সকলই করিতে পারেন। যে দিকে বাতাস বয়, অম্লানবদনে সেই দিকেই পাল তুলিয়া দেন। যাঁহার

লোকপ্রশংসা ও লোকানুগ্রহ-লাভে এতাবান্ আগ্রহ, তাঁহার কোন কালেই ধর্ম্মরক্ষা হয় না এবং তিনি কখনই ঈশ্বরের নিকট প্রশংসিত ও অনুগৃহীত হইতে পারেন না।

৩য়তঃ। উৎকট যশোলিপ্সা চরিতার্থও হয় না। উহা আপনার উদ্দেশ্যটীকে আপনিই নষ্ট করে। প্রশংসার নিমিত্ত তথাবিধ অবৈধ চেষ্টাই অপ্রশংসার অদ্বিতীয় কারণ হইয়া উঠে। যাহার আপনার প্রতি নিজের সম্মান-বুদ্ধি নাই, সে কিরূপে অপরের সম্মান-ভাজন হইবে? যাহার আপনার মানাপমান ও স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি নাই, তাহার প্রতি অপরের গৌরব-বুদ্ধি কেনই বা হইবে? যে মহাত্মা অকারণ লৌকিক নিন্দাতে ভীত না হইয়া অবিচলিত ভাবে যথাবুদ্ধি ন্যায়-পথে বিচরণ করেন, তাঁহার প্রতি সম্মান-বুদ্ধির উদয় লোকের আপনা হইতেই হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি কেবল অপরের বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়, তাহার প্রতি লোকের হেয়-বুদ্ধি কাজে কাজেই হইয়া পড়ে। তাদৃশ ব্যক্তি চতুরতা-পূর্ব্বক সম্মান লাভ করিলেও তাহা অধিক দিন থাকে না, ত্বরায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। তাহার চরিত্র-গত বিসঙ্গতি যখন একবার প্রকাশ পায়, লোকের গৌরববুদ্ধি অমনি ক্ষীন হইয়া যায়। সুতরাং তাহার যশোলিপ্সা কিরূপেই ফলবতী হইবে?

আর, সর্ব্বদা সকল মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় এমন উপায় একটীও নাই। তবে অধিকাংশ লোককে তুষ্ট করিয়া প্রশংসা পাইবার, ও ঐ প্রশংসাটীকে চিরস্থায়িনী করিবার একমাত্র উপায় ধর্ম্মনিষ্ঠা। ঈশ্বরে অচলা ভক্তি, লোকের প্রতি সস্নেহ দয়ার্দ্রভাব, কার্য্যসম্পাদনে বিশ্বস্ততা, চিত্তের

বিশুদ্ধি, ন্যায়-পরতা, নির্ভীকতা ও দৃঢ়চিত্ততা এই গুণগুলি মনুষ্যকে যথার্থই প্রশংসা-ভাজন ও যথার্থই বড় করে। যাঁহার এই সমস্ত গুণ থাকে, তিনিই পৃথিবীতে যথার্থ কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন। তবে ঈদৃশ লোককেও কখন কখন নিন্দা-ভাজন হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সেই নিন্দা অমূলক; লোকে হিংসা ও দ্বেষ-পরবশ হইয়াই ঐরূপ করিয়া থাকে। কিন্তু কালক্রমে সেই অমূলক হিংসা দ্বেষ অন্তরিত হইলে, তদীয় গুণজ্যোতি মেঘান্তরিত রৌদ্রের ন্যায় দ্বিগুণতর উজ্জ্বল হয়। যখন তাঁহার সমস্ত গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়, অতি নিকৃষ্ট বিরুদ্ধ স্বভাবের লোকেরাও তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। যেমন সঙ্গীত-যন্ত্র সমুদায় বিভিন্ন-প্রকারের হইলেও উহাদিগের পরস্পর এমন একটী অনির্ব্বচনীয় সমঞ্জস-ভাব আছে যে, মিল করিয়া লইলে সকল-গুলি হইতে একটী সমবেত সঙ্গত স্বর সমুদ্গত হয়, তেমনই, মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ বিভিন্নস্বভাব-সম্পন্ন হইলেও উহা-দিগের মধ্যে এমন একটী ঐক্য ভাব অন্তর্গূঢ় আছে যে, পাপের নিন্দা ও ধর্ম্মের প্রশংসা বিষয়ে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকল লোকের মন পর্য্যবসানে একতান হইয়া থাকে। লোক যতই পাপী হউক, সাধুলোকের প্রশংসা তাহাকে অবশ্যই করিতে হয়। সে বাক্যেতে প্রকাশ না করিলেও, বা করিতে অনিচ্ছু হইলেও, তাহার মনোমধ্যে তদীয় গুণগান আপনা হইতে হইয়া থাকে। জগতে যত লোক চিরস্থায়িনী নির্ম্মল কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অতি-পবিত্র-চরিত্র সন্দেহ নাই। ফলতঃ যাঁহার উৎকট যশোলিপ্সা নাই,

কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যই প্রকৃতযশস্কর হয়, সেই ব্যক্তিই পৃথিবীতে যশস্বী হইয়া থাকেন এবং তিনিই ধন্য।

উৎকট প্রশংসাপ্রীতি হইতে যেমন ধর্ম্ম ও মানের হানি হয়, তেমনি আন্তরিক শান্তি-সুখেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। ধর্ম্মপথের পথিকদিগকে আত্মগোপন করিয়া সভয়ে পা ফেলিতে হয় না; এবং অব্যবস্থিত ভাব অবলম্বন করিতেও হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই সমান। কিন্তু উৎকট প্রশংসার পান্থদিগকে আত্মগোপনপূর্ব্বক সদা সশঙ্ক হইয়া চলিতে হয়। দুই নৌকায় পা দেওয়ার ন্যায়, তাহারা আপনাদিগকে সর্ব্বদাই সঙ্কটাপন্ন মনে করে। কেহ আস্তে আস্তে কোন কথা কহিলে তাহারা উদ্বিগ্ননেত্রে তাহাদিগের ভাব ভঙ্গী চাহিয়া দেখে; এবং সাধারণ্যে কখন কোন্ কথা উঠে, এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা চকিতচিত্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ তাদৃশ ব্যক্তি অনেকেরই সেবক; অনেকের দাসত্ব করিতে বা মন যোগাইতে গিয়া তাহাকে সুতরাং পূর্ব্বাপর-বিরুদ্ধ উপায় সকল অবলম্বন করিতে হয়। সে আপনার গলার হাড়িকাঠ আপনিই প্রস্তুত করিয়া পরে, পরিশেষে যতই ভার বোধ হউক, আর ফেলিতে পারে না।

ধর্ম্মমূলক ও প্রশংসামূলক কার্য্যগত আরও বৈলক্ষণ্য আছে। যাঁহারা ধর্ম্মোদ্দেশে কার্য্য করেন তাঁহাদিগের মনোমধ্যে উদ্বেগের লেশমাত্রও হয় না। ন্যায্য কার্য্য করিতেছেন ও ঐ কার্য্যের যথোচিত পুরস্কার পাইবেন বলিয়া তাঁহাদিগের স্থির বিশ্বাস থাকে। দেশের হিতকর কোন একটী মহৎকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে তাদৃশ ক্ষোভের উদয় হয় না। কিন্তু যাহারা শুদ্ধ

প্রশংসার উদ্দেশে কার্য্য করে, তাহাদিগের মনের ভাব অন্য-প্রকার হইয়া থাকে। উদ্দেশ্যসিদ্ধি বা পুরস্কারপ্রাপ্তি বিষয়ে তাহাদিগের যেমন সংশয় থাকে, অন্যায্য উপায় সকল অব-লম্বন করিতে হইতেছে বলিয়া মনের গ্লানিও সেইরূপ হয়। ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার লাভ হইলেও তাহাদিগের আন্তরিক যন্ত্রণা অপনীত হইবার নহে। শুদ্ধ লোকপ্রশংসা কোন মতেই আন্তরিক শান্তিসুখ প্রদান করিতে পারে না।

লোক-প্রশংসা যাঁহার পরম উদ্দেশ্য, তাঁহার প্রকৃত সুখী হইবার যোই নাই। ঐ প্রশংসা স্থিরায়ত্ত হইবার নহে। উহা এত অব্যবস্থিত, এত অনিশ্চিত ও এত পরিবৃত্তিপ্রবণ, যে, অযোগ্যদিগের কথা দূরে থাকুক, প্রধান প্রধান উপযুক্ত লোকেরাও ঐ বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থম্মন্য হইতে পারেন না। এমত লোকই অপ্রসিদ্ধ, এমত বিশুদ্ধ চরিত্র কাহারও নাই, যাঁহার কোন না কোন দিক্ নিন্দার্হ হইতে না পারে। তাহাতে আবার, যিনি সাধারণের বহুমান-লাভার্থ বহুযত্নে সমুন্নত পদে অধিরূঢ় হয়েন তাঁহার ত কথাই নাই। তিনি কোন মতেই নিন্দার হাত এড়াইতে পারেন না, তাঁহার প্রতি একবারে অনেকের চক্ষু পড়ে, অনেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার চরিত্র-পরীক্ষা ও ছিদ্রানুসন্ধান করিতে থাকে এবং যো পাইলে অনেকেই তাঁহাকে নিন্দিত ও অধঃপাতিত করিবার চেষ্টা পায়। আবার প্রশংসা বিষয়ে যিনি যত ব্যগ্র, নিন্দার উপর তাঁহার তত সূক্ষ্ম দৃষ্টি পড়িয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাকে যেমন প্রায় সর্ব্বদাই নিন্দা শুনিতে হয়, তেমনি সর্ব্বদাই কষ্ট সহ্য করিতে হইয়া থাকে। এমন কি, লোকের তূষ্ণীম্ভাব বা নিস্তব্ধ-

তাও তাঁহার দুঃখের কারণ হয়। লোকে যদি তাঁহাকে সমাদর না করে, বা অণুমাত্র উপেক্ষা করে, তাহাতেও তাঁহার দুঃখ রাখিবার আর স্থান থাকে না। তাঁহাকে দুঃখিত করিবার ক্ষমতা একপ্রকার সকলেরই থাকে। লোকে যখন তাঁহাকে প্রশংসাও করে, উহা অনুচ্চ ও সামান্যবিধ হইল মনে করিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিতে পারেন না, বরং তাহাতে তাঁহার দুঃখই হয়। আবার তাদৃশ লোকের আর একটী চমৎকার স্বভাব হয়, যে প্রশংসাবাণী শ্রবণে তিনি প্রথম প্রথম আনন্দিত হইয়াছিলেন, অভ্যস্ত হইলে, আর তাহাতে তাঁহার সুখবোধ হয় না; তখন ঐরূপ প্রশংসা পাওয়া আর না পাওয়া তাঁহার পক্ষে উভয়ই সমান জ্ঞান হয়। পক্ষান্তরে বিবেচনা কর, যিনি এই বৃত্তিকে উদ্বেল হইতে না দেন, যিনি যোগ্যতার খ্যাতি অপেক্ষা প্রকৃত যোগ্যতা প্রাপ্তি বিষয়েই যত্নপর, যিনি লোকের অনুগ্রহ অপেক্ষা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-লাভে অত্যন্ত অভিলাষী, সেই উন্নতচেতা ব্যক্তিকে উক্তবিধ দুঃখ স্পর্শও করিতে পারে না। তিনি না প্রশংসাতেই উন্মাদিত হন, না নিন্দাতেই তাঁহাকে অধঃপাতিত করিতে পারে। তিনি আপনার সমুদয় কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া পরমশান্তিসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

লোকানুগ্রহ ও ঈশ্বরানুগ্রহ দুইটী কোন মতেই সমান হইতে পারে না। প্রথমটীর লাভ কেবল এই স্থানে অবসিত হয়, দ্বিতীয়ের লাভ ইহামুত্র উভয়ত্রই সমান। আবার প্রথমটীর লাভ যাবজ্জীবনও ভোগে আসে না। আমরা যত দিন সুস্থশরীরে সুখস্বচ্ছন্দে থাকি, তত দিনই উহা আমাদিগের পক্ষে যথার্থ লাভ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যখন শরীর অসুস্থ ও রুগ্ন হয়,

তখন উহাকে অতিঅসার বলিয়াই বোধ হয়। উহা আমদিগকে আর তাদৃশ সুখী করিতে পারে না। যখন অন্তঃকরণ দুঃখ ও শোকে আচ্ছন্ন হয়, শারীরিক যাতনা ক্রমেই বাড়িতে থাকে, মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি সম্মুখীন হয়, তখন কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহই একমাত্র সারাৎসার বিবেচনা হয়। তখন কেবল অন্তঃকরণের পবিত্রতা বা নিষ্পাপবুদ্ধিই অন্তরাত্মাকে শান্ত রাখিতে পারে।

আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় বস্তুগত অনেক বিশৃঙ্খলা আছে। ধর্ম্মের প্রকৃত পুরস্কার ও পাপের সমুচিত দণ্ড হইবার স্থান এ নহে। এ খানে মনুষ্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। পাপাত্মা অযোগ্যকেও ধার্ম্মিক ও উপযুক্ত ভ্রমে মান্য করা হয় এবং ধার্ম্মিক যোগ্য ব্যক্তিকেও না চিনিতে পারিয়া অবজ্ঞা করা হয়। কিন্তু যখন এই অবস্থার পরিবর্ত্ত হইবে, ভ্রমজ্ঞান অন্তরিত হইবে, তখন প্রকৃত ভাব আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তখন আর কেহ হিংসা করিয়া কাহারও যোগ্যতার অপলাপ করিতে পারিবে না, এবং কল্পিত প্রশংসা-কোলাহলও অযোগ্যকে যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। তিরস্কৃত গুণগণ ও লুক্কায়িত দোষ সকল স্বয়ং প্রকাশিত হইবে।

উক্তবিধ তর্কবাদে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রশংসা-প্রীতিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। এই বৃত্তি দ্বারা বস্তুতঃ অনেক উপকার হয়, কিন্তু ইহা নিজ মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া উৎকট হইয়া উঠিলে কেবল অনর্থেরই নিদান হইয়া থাকে। এই বৃত্তিতে বঞ্চিত হওয়া মানসিক গুণগত ত্রুটীমাত্র, কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে বঞ্চিত হওয়া অত্যন্ত দোষ ও ঘোরতর পাপ।

বন্ধুতা।

সম্মিলন কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালের হইলেই লোকে উহাকে বন্ধুত্ব উপাধি দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ সম্মিলনমাত্রেই বন্ধুতা নহে। পরস্পর মিলন নানা কারণবশতঃ হইতে পারে এবং দীর্ঘ কালও থাকিতে পারে। ধূর্ত্তেরা নির্দ্দোষ ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত অথবা অন্য কোন দুরভি-সন্ধি-সাধনের উদ্দেশে মিলিত হয়; তাহাদিগের ঐ সম্মি-লনকে বন্ধুত্ব বলা যাইতে পারে না, বলিলে বন্ধুতার নিতান্ত অপমান করা হয়। তন্মাত্র-কার্য্য-সিদ্ধি পর্য্যন্তই তাহাদিগের সম্মিলন। সেই কার্য্যটী ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে হয় ত পরস্পর বৈরভাবও থাকিতে পারে, এবং তাহারা অন্যোন্যের প্রতি ঈর্ষ্যাকষায়িতনেত্রে দৃষ্টিপাত করে।

দেশের বা রাজ্যের হিত-কামনায় প্রধান প্রধান লোকের একত্র সম্মিলন হয়। এই সম্মিলন প্রশংসনীয় ও শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। কারণ, উহাতে উক্তবিধ দুষ্ট অভিসন্ধির সম্পর্ক থাকে না, বরং প্রধান প্রধান কার্য্য সিদ্ধিই উহার বিশেষ উদ্দেশ্য। যে সমস্ত প্রধান পুরুষ ঈদৃশভাবে মিলিত হন, তাঁহারা পরস্পরের প্রতি বন্ধুতার ভান ও অভিমান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগকেও তাদৃশ বন্ধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল মহাত্মা দেশহিতৈষী নাম গ্রহণ করিয়া সাধারণ-কার্য্যে সভাসীন হন, তাঁহাদিগের অনেকেরই অন্তঃকরণ ঘৃণিত স্বার্থপরতাদি-দোষে নিতান্ত দূষিত থাকে। অনুসন্ধান করিয়া

দেখিলে, সে সভায় অনেককেই আপনাপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভি-সন্ধি-সমাধানেই সবিশেষ যত্নপর দেখা যায়; অতএব এবং-বিধ স্থলে প্রকৃত বন্ধুতা ঘটিবার সম্ভাবনা প্রায়ই নাই।—যাহাই হউক, উক্তবিধ সম্মিলন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। যে সম্মিলনে বা বন্ধুতায় তেমন একটা স্বার্থসাধন লক্ষ্য না থাকে; যাহা শুদ্ধ মানসিক প্রকৃতি-সামঞ্জস্য হইতেই উৎ-পন্ন হয়; সেই বন্ধুতাই ইহার উদ্দেশ্য। এক এক ব্যক্তির আকৃতি প্রকৃতিতে এমনই অনির্ব্বচনীয় মাধুরী লক্ষিত হয় যে, দর্শনমাত্রেই তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না। তাহার বিপদ্ সম্পদ্ যেন আপনার বলিয়াই বোধ হয় এবং তাহার সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ আপনা হইতেই হইয়া পড়ে। এমত লোকের সহিত প্রগাঢ় প্রণয় হইলেই অকৃত্রিম বন্ধুতা হয়। বস্তুতঃ দুইজন সাধুর মনের ভাব ও সিদ্ধান্তগুলি একবিধ হইলে এবং উভয়ে প্রণয়সহবাসে কিঞ্চিৎকাল একত্র থাকিলেই তাহাদিগের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুতার সঞ্চার হইয়া থাকে।

বন্ধুতা বাল্যকাল হইতে আরম্ভ হইলে বড়ই সুখের হয়। বাল্য-সৌহার্দ্দ্যের এমন একটী মধুর কোমল ভাব থাকে যে, তাহা প্রায় আর কোথাও লক্ষিত হয় না। সে ভাব মনে হইলেই হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হয়। উহার লাভে বিস্তর সুখ, কিন্তু ভঙ্গ হইলে, তেমনি, দুঃখ রাখিবার আর স্থান থাকে না। বস্তুতঃ, বন্ধুতা যে বয়সেই হউক, অমায়িক ও স্নেহসম্পন্ন হইলে উহাতে সাতিশয় আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। সাধু বান্ধব-সমাগম পরম সৌভাগ্যের

বিষয়। বিশ্রন্তসংলাপ ও মনোগত ভাব প্রকাশ দ্বারা আমা-দিগের সুখ-সামগ্রী সকল বন্ধুসংসর্গে সমধিক রসাল হয়, এবং দুঃখের ভাব অত্যন্ত লঘূকৃত হয়। বন্ধুসংসর্গে যেমন ভাগ্যসুখ রঞ্জিত ও সমুজ্জ্বল হয়, বিপজ্জালও সেইরূপ প্র-শমিত হইয়া যায়। কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, "বিশ্বস্ত বন্ধু সংসারের পরম ঔষধ।" অনেক সময় এমন অনেক ঘটনা উপ-স্থিত হয় যে, তখন মনের ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত একজন বিশ্বস্ত প্রণয়ী বন্ধুর সঙ্গ নিতান্ত আবশ্যক হয়। সে সময় হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সাতিশয় আনন্দ অনুভূত হয়। যে ব্যক্তি ইতরসঙ্গরহিত হইয়া সর্ব্বদা একাকী থাকে, কাহারও সহিত প্রণয় না করে, ও যাহার এমন একজনও না থাকে যে, তাহার নিকট মনের কথা খুলিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করে, সেই অধন্য বান্ধবহীন ব্যক্তি অতি হত-ভাগ্য। তাহার সংসারে কোন সুখই নাই। অতএব সাধু বন্ধু আমাদিগের পরম সুখ-সামগ্রী; উহার লাভে যত্ন করা সর্ব্বথা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন্ কোন্ গুণ হইতে বন্ধুত্ব জন্মে, কি উপায়েই বা উহার রক্ষা হয়, কি দোষেই বা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এইগুলির সবিশেষ পরিবেদনা না থাকিলে কখনই তথাবিধ বান্ধবলাভ হয় না।

স্নেহনিষ্ঠা ও বিশ্বাস এই দুইটী বন্ধুতার প্রধান উপাদান-সামগ্রী। এই উভয় সামগ্রী না থাকিলে বন্ধুতা নামমাত্রেই হয়। যাহার স্নেহে নিষ্ঠা নাই তাহার সহিত প্রকৃত মিত্রতা কখনই হইতে পারে না। তাহার অন্তঃকরণে নৈমিত্তিক স্নেহভাব সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহাতে গুণ-পক্ষপাতিতাও

জন্মিতে পারে, এবং উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা-বুদ্ধিও সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু স্নেহনিষ্ঠার অভাবে অন্তঃকরণ অব্যবস্থিত হইবায় কোন ভাবই স্থায়ী হইতে পারে না। প্রকৃতিসিদ্ধ গুণে সময়ক্রমে যে কোন সদ্ভাবের উদয় হয়, ব্যবস্থাশক্তির অভাবে তাহা অচিরাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তাদৃশ ব্যক্তি যদি বিরুদ্ধ দিকে কোন একটী উত্তম সুযোগ পায়, বা সমধিক লাভের প্রত্যাশা তাহাকে বিপক্ষপক্ষে আকর্ষণ করে, সে তৎক্ষণাৎ চিরানুসক্ত বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায়; তাহাদিগের প্রতি আর তাহার পূর্ব্বভাব থাকে না। আবার পূর্ব্ববান্ধবদিগের পরিত্যাগে পাছে কেহ নিন্দা করে ও দোষ দেয় এই আশঙ্কায় যত দূর পারে, তাঁহাদিগের চরিত্রে কলঙ্কার্পণ করিয়া আপনাকে সমাজে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। ঈদৃশ-পবিত্র-স্নেহ-শূন্য অব্যবস্থিত-চেতার চিত্তই নাই বলিলেও বলা যায়। এবংবিধ ব্যক্তিকে প্রকৃত মনুষ্য-মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না। তাহার তথাবিধ ক্ষণিক সাধু-ভাবের উদয় কোন কার্য্যকারক নহে। যাহার স্নেহে নিষ্ঠা ও চিত্তের ব্যবস্থা নাই, তাহার উপর বিশ্বাসই বা কিরূপে থাকে? যাহার ভালবাসা ও বিশ্বস্ততা না রহিল, তাহার সহিত বন্ধুতাই বা কি? বন্ধুতা স্নেহের আর একটী মূর্ত্তি ও বিশ্বাসের অনন্য বাসগৃহ। অতি গুহ্য ও রহস্য বিষয় সংরক্ষণের পরম সংগোপন-স্থান ইহার সদৃশ আর নাই। বন্ধুর নিকট অঙ্গীকার ভঙ্গ বা প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না এবং স্নেহ ও বিশ্বাস-স্খলন বিষয়ে কেহই আশঙ্কা করে না।

বন্ধুতার এইটীই তাৎপর্য্যার্থ। অতএব যে স্থলে স্নেহনিষ্ঠা ও বিশ্বাস পুষ্কল থাকে, সেই স্থলেই ঈদৃশ ভাবার্থ-পরিশুদ্ধ বন্ধুতা জন্মে, তদ্ভিন্ন বন্ধুতা শাব্দবোধমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

স্নেহ-নিষ্ঠা ও বিশ্বাস যে বন্ধুতার প্রধান উপাদান তাহাতে কেহই সন্দেহ করেন না। কিন্তু কেবল এই দুইটী থাকিলেই যে পর্য্যাপ্ত হইল এমত বলা যাইতে পারে না। বন্ধুতারক্ষার নিমিত্ত আরও কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। বন্ধুতা অনুর্ব্বর-ভূমি-জাত কোমল লতিকার সদৃশ, পাটীর অল্প ত্রুটি হইলেই ম্লান হইয়া শুকাইয়া যায়। ইহার ফল অমৃতোপম ও পরম প্রার্থনীয়। যিনি এই ফল-লাভে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অতি সাবধানে যথানিয়মে উহার পরিরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইবে।

প্রথমতঃ। বন্ধু যে, সকল গুণে সম্পূর্ণ হইবেন এমত প্রত্যাশা করিবে না। তথাবিধ অসম্ভব প্রত্যাশা কোন কালেই ফলবতী হয় না। নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ আনন্দ লাভ করিব বলিয়া সংসার-পথে প্রবিষ্ট হইলে, যেমন, যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই দুঃখ-ভাগী হইতে হয়; তেমনি কোন ব্যক্তিকে অভ্রান্ত অপ্রমত্ত ও সর্ব্বগুণপূর্ণ মনে করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিলে, যত পরিচয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, বন্ধুর প্রতি ততই অশ্রদ্ধা হয়; সুতরাং এমত স্থলে প্রকৃত বন্ধুতা কিরূপেই হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায় সকলেই, বিশেষতঃ তরুণগণ, বন্ধুকে ঐরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ-গুণ-শালীই মনে করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার অণুমাত্র দোষও সহ্য করিতে চাহেন না। নাটকাদিতে যেরূপ বন্ধুতার উল্লেখ

হইয়া থাকে, ও কল্পিত নায়কগণ যেরূপ গুণশালী বর্ণিত হন, তরুণেরা সেইরূপ বন্ধুতাই ইচ্ছা করেন এবং বন্ধুকে সেইরূপ অলৌকিক-গুণ-সন্তানে ভূষিত দেখিতে চান। সুতরাং কোন অংশে কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি ও ত্রুটি দেখিলেই চটিয়া উঠেন। এইনিমিত্তই যুবক-দলের বন্ধুতা প্রায় চিরস্থায়িনী হইতে দেখা যায় না; উহা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। আবার, শুদ্ধ ভাঙ্গিয়াও ক্ষান্ত হয় না, তাহাদিগের পূর্ব্বতন প্রগাঢ় প্রণয় প্রায়ই বৈরভাবে পর্য্যবসিত হয়। তাহারা পূর্ব্বে যেমন পরস্পর বন্ধু থাকে পরিশেষে সেইরূপ শত্রু হইয়া উঠে। অতএব বন্ধু সকল গুণে সম্পূর্ণ হইবেন প্রত্যাশা করিলে বন্ধুতা অপ্রসিদ্ধই হয়। নিশ্চয় জানিবে, সর্ব্বতোভাবে দোষশূন্য পুরুষ পৃথিবীতে একজনও নাই। উহা কেবল কবিকুলের কল্পনামাত্র। যখন তোমরা আপনাদিগকে কোন কোন অংশে সদোষ বলিয়া জান, তখন বন্ধুর কিঞ্চিৎ দোষ দেখিলে কেন চমকিয়া উঠ ও কেনই বা চটিয়া যাও?। যাঁহারা প্রধান প্রধান গুণে ভূষিত, যাঁহাদিগের শরীরে দোষ অপেক্ষা গুণের সঙ্খ্যা অনেক অধিক, এবং যাঁহাদিগের সত্যে বিলক্ষণ নিষ্ঠা আছে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ভদ্র ও সাধু বলিয়া মানিতে হইবে। অতএব বন্ধু বুদ্ধিমান্, প্রণয়ী, ধর্ম্মবৎসল ও সাধু-স্বভাব-সম্পন্ন হইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিবে। তাদৃশ বান্ধবলাভ যথার্থই সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ। বন্ধুদিগের মধ্যে কোন একটী বিষয়ে মতের অনৈক্য হইলে তত বিরক্ত বা ব্যথিত হইবে না। অন্যের সহিত প্রত্যেক বিষয়ে মতের ঐক্য হওয়া একপ্রকার অস-

ম্ভব। বরং অনৈক্য না হওয়াই আশ্চর্য্য। যেমন প্রত্যেক মনুষ্যের আকার ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি মানসিক বৃত্তি সমুদায়েও প্রত্যেকের ইতর-বৈলক্ষণ্য আছে। এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলে যখন দুইটী ব্যক্তির শরীরের গঠন সর্ব্বাবয়বে সমান দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন দুই ব্যক্তির স্বভাব, যে, সর্ব্বতোভাবে একবিধ হইবে, ও দুই জনের মনের গতি, যে, সর্ব্বদাই এক-মুখী হইবে, এমত আশংসা কিরূপেই করা যাইতে পারে। জগদীশ্বর সৃষ্টির বৈচিত্র্য-প্রতিপাদনের নিমিত্তই মনুষ্যদিগের ঐরূপ বিভিন্নভাব করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সকলের এক মত হইলে, মনুজসমাজ জড়বৎ প্রতীয়মান হইত। অতএব তাদৃশ মতভেদ বস্তুতঃ বন্ধুভেদের কারণ হইতে পারে না। সামান্য সামান্য বিষয়ে মতভেদ ঘটিবার প্রায়ই সম্ভাবনা আছে। অতএব তত অকিঞ্চিৎ ঘটনাকে বন্ধু-বিচ্ছেদের কারণ করিয়া তুলা শুদ্ধ বালতা ও অবিবে-কিতার কার্য্য ও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

অবস্থা ও অভ্যাস ভেদেও লোকের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির ইতর-বৈলক্ষণ্য জন্মে। এজন্য প্রাজ্ঞদিগের মধ্যে অনেক গুরুতর বিষয়ে সর্ব্বদাই সিদ্ধান্তের অনৈক্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদৃশ মতবৈষম্য প্রণয়ভঙ্গের কারণ হইতে পারে না। অন্তঃকরণ সরল ও সাধু হইলে, তথাবিধ অনৈক্যভাবে উহার মালিন্য জন্মে না এবং তাহাতে বান্ধব-স্নেহেরও কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। প্রকৃত ধীমান্ ব্যক্তি আপনাকে তত অভ্রান্ত বলিয়া ভাবেন না। সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত যে একবারে বিশ্বজনীন হইবে এমত আশাও

করেন না। "আমি অভ্রান্ত, আমার সিদ্ধান্তে কোন ভুল নাই" বিবেচনা করিয়া বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের উপর চটিয়া থাকা অতি মূর্খেরই কর্ম্ম। অতএব, যাবৎ বন্ধুকে ন্যায়পথে চলিতে ও তাঁহার আত্মসিদ্ধান্তানুরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায়, তাবৎ তাঁহার প্রতি বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না।

তৃতীয়তঃ। বন্ধুদিগের নিকট সকল বিষয়েই সরল ও অমায়িক ব্যবহার করিবে। কেন না, কপটতায় ত্বরায় বন্ধুভেদ হয়। যদি অবস্থানুসারে বা ঘটনাক্রমে বন্ধুদিগের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কার্য্য করিবার আবশ্যক হয়, প্রকাশ্যভাবেই করিবে; কোন মতেই গোপন করিয়া রাখিবে না। বন্ধু-দিগের নিকট হৃদয়দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা এবং আপনার চরিত্র ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলা অত্যন্ত আবশ্যক। শুদ্ধ সভ্যতা বাঁচাইবার নিমিত্ত যতটুকু প্রয়োজন হয়, তদ্ভিন্ন আর কিছুই ঢাকিয়া রাখিবার আবশ্যক নাই। বন্ধুদিগের নিকট অন্তরাত্মাকে যত দূর অপাবৃত রাখিতে পারা যায় ততই ভাল। অন্যোন্য-বিশ্বাস বন্ধুতার জীবন-স্বরূপ; উহা একবার আহত হইলে অথবা উহাতে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলে বন্ধুতার আভাসমাত্রই থাকে। সেই আভাসমান বন্ধুতা প্রথম প্রথম নিরবচ্ছিন্ন সভ্যতায় পরিণত হয়। তৎ-পরে ঐ সভ্যতাও বলপূর্ব্বক প্রদর্শিত হয়; কিন্তু সর্ব্বশেষে ঘৃণা ও অবজ্ঞা উপস্থিত হইয়া কাল্পনিক সভ্যতারও শেষ করিয়া দেয়। বক্রবুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন— "আমরা যেমন শত্রুর নিকট বাক্য ও মন সংযত করিয়া

সাবধানে চলি, বন্ধুর নিকটেও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য; কারণ ঘটনাক্রমে বিচ্ছেদ হইলে তিনি ঘোরতর শত্রু হইয়া অনেক অনিষ্ট করিতে পারেন।” অমায়িক সরলবুদ্ধিরা কপট বান্ধবের কৃতঘ্নতায় পরিণামে নিতান্ত বিপন্ন ও অবসন্ন হইয়া থাকেন বলিয়া, রাজনীতিজ্ঞেরা ঐরূপ নীতি নিবদ্ধ করিয়াছেন; এবং অনেকে উহার অনুমোদন ও অনুসরণও করিয়া থাকেন। কিন্তু এ নিয়মটী বস্তুতঃ রাজকীয় বন্ধুতার পক্ষেই খাটিতে পারে। যে স্থলে কেবল আন্তরিক ভাব লইয়াই বন্ধুতা করিতে হইবে, সেখানে অন্তঃকরণ গোপন করিয়া রাখা কিরূপেই হইতে পারে? যাঁহারা দেশের কোন একটী হিতকর কার্য্য-সাধনার্থ একত্র মিলিত হন, অথবা যাঁহাদিগের স্ব স্ব ইষ্টসিদ্ধিই মিলনের সার উদ্দেশ্য, তাঁহারা উক্তবিধ নীতির অনুবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু নিরুপধি মিত্রতা-স্থলে মনোগত ভাব গোপন করা আর বন্ধুতা না করা, উভয়ই সমান।

চতুর্থতঃ। বন্ধুদিগের মধ্যে সর্ব্বদা বিনীত ও প্রশান্ত-ভাব অবলম্বন করিয়া পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া চলিবে এবং পরস্পরের উপকৃতি-পক্ষে সর্ব্বদা অবহিত হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, “অধিক প্রণয়স্থলে পরস্পর সকলেই স্বাধীন। তথায় যথেচ্ছ ব্যবহারে কোন দোষ নাই এবং পরস্পরের প্রতি উপেক্ষাপর বা কর্কশ হওয়াতেও কিছু বাধা নাই।” কিন্তু উহা তাহাদিগের অত্যন্ত ভ্রম। বন্ধুদিগের মধ্যে যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে এবং স্বাধীনতা-স্থলে যে, যথেচ্ছ ব্যবহারও সম্ভব, ইহা সত্য বটে, কিন্তু

যেরূপ কর্কশ ব্যবহার, ঔদাসীন্য ও অনাদর আপনার প্রতি অসন্তোষকর প্রতীয়মান হয়, বন্ধুর প্রতি কি তাদৃশ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? স্বাধীনতা আছে বলিয়া কি তাহাতে তাঁহার অপ্রীতি জন্মিবে না? বন্ধুগণ-মধ্যে, বরং যেখানে যত অধিক প্রণয় জন্মে ও যত নৈকট্য-সম্বন্ধ বাড়ে, সেখানে তত অপ্রমত্ত ও তত সাপেক্ষ হইয়া চলাই বিধেয়। সে স্থলে যাহাতে সাধ্যপক্ষে পরস্পরের অসন্তোষকর কার্য্য করা না হয় এমত সতর্ক হওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। অতএব, সাবধান, অধিক প্রণয় হইয়াছে বলিয়া, যেন বন্ধুদিগের প্রতি অনাদর ও কার্কশ্য প্রয়োগ প্রভৃতি যথেচ্ছ ব্যবহার করা না হয়। তোমার অধিক বুদ্ধি, অধিক বিদ্যা ও উচ্চ পদ থাকিলেও বন্ধুদিগের নিকট উহার শ্লাঘা করিও না। আত্মাভিমান, অহঙ্কার বা আত্মশ্লাঘা করিলে, অথবা তাঁহাদিগের অপেক্ষা আপনাকে কোন অংশে বড় বলিয়া জানাইলে, তোমার প্রতি তাঁহাদিগের আর সে বন্ধুভাব থাকিবে না। কঠিন উত্তর, ভর্ৎসনা, বিসংবাদিতা ও বিপ্রতিপত্তি, যেখানে এইগুলি প্রবল থাকে, তথায় সুকোমল সৌহার্দ্দ্যভাবের অনেক ব্যাঘাত জন্মে। অতএব মনে যাহা হয় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া তাহারই অনুষ্ঠান করাতে বন্ধুতার পরিপন্থিতা করা হয়। অনেকে ঈদৃশ ব্যবহার অমায়িক বলিয়া প্রশংসা করেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবংবিধ অমায়িকতা একান্ত দূষিত বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে; ইহাতে বন্ধুতার রক্ষা না হইয়া বরং ত্বরায় উচ্ছেদই হয়।

এস্থলে আর একটী বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে। যদি

বন্ধুদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি তোমার অধিক সম্মান-বুদ্ধি, বা কাহারও সহিত অধিক প্রণয় থাকে, (যাহা প্রায়ই ঘটে,) তাহা হইলে, বন্ধুজন-সভায় সেরূপ ব্যবহার করিবে না। সকলের অপেক্ষা এক জনের প্রতি অধিক আদর বা অধিক মর্য্যাদার চিহ্ন দেখাইলে, এবং জনান্তিকে কাহারও সহিত গুহ্য বিষয়ের পরামর্শ করিলে, অন্য বন্ধুগণ অবশ্যই ক্ষুব্ধ ও সন্দিগ্ধ হইতে পারেন। ঈদৃশ ইতর-বিশেষ-স্থলে তুমি এক জনের অধিক প্রণয়-ভাজন হইবে সত্য, কিন্তু আর সকলেই তোমার প্রতি ভগ্নস্নেহ হইবে।

পঞ্চমতঃ। বন্ধুর নিন্দাবাদে কর্ণপাত করিও না। তুমি অনেক বিবেচনা করিয়া যাহার সহিত বন্ধুতা করিয়াছ, একত্র সহবাসে যাহার ভদ্রতার অনেক পরিচয় পাইয়াছ, তাহার নিন্দাশ্রবণে তৎপর ও প্রস্তুতকর্ণ হওয়া কখনই উপযুক্ত হইতে পারে না। সমাজ-মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, নিন্দা করিয়া বেড়ানই তাহাদিগের ব্যবসায়। বোধ হয়, তাহারা আপনারা সৌহার্দ্দ্য-সুখে বঞ্চিত বলিয়া অন্য ব্যক্তিকেও সেই সুখে সুখী দেখিতে পারে না। কতিপয় ব্যক্তিকে একত্র মিলিত, পরস্পর অনুরক্ত ও প্রণয়াসক্ত দেখিলেই তাহাদিগের চক্ষুঃশূল উপস্থিত হয়। তখন সেই প্রণয়-সুখীদিগের ইতরেতর-মনোভঙ্গ জন্মাইবার, ও তাহাদিগের মধ্যে একটা অম্বরস ও বৈরভাব করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহারা আর কি করে, শুদ্ধ পরস্পরের কুৎসা ও গ্লানি করিতেই আরম্ভ করে; ঐটীই অতি সহজ ও অমোঘ উপায় বলিয়া তাহাদিগের প্রতীয়মান হয়। অত-

এব যখন কোন লোক, আত্মীয়-ভাবে আসিয়া তোমার বন্ধুর নিন্দা করে, এবং চির-বিশ্বস্ত হৃদয়-বান্ধবের নিকট তোমাকে সতর্ক ও সাবধান হইতে পরামর্শ দেয়, তখন তাহার কথায় বিশ্বাস করিবে না; বরং সাহসপূর্ব্বক বন্ধুর পক্ষই সমর্থন করিবে। যাহারা সামান্য কিংবদন্তীর উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহাদিগের অকৃত্রিম মিত্রলাভ হয় না, এবং আন্তরিক শান্তি-সুধা সর্ব্বদাই বিষাক্ত হইয়া থাকে। এমন কাণপাতলা অনেকেই আছে, তাহারা যে যাহা বলে, তাহাই শুনে। তাহাদিগের অন্তঃকরণ প্রায় সর্ব্বদাই সংশয়ারূঢ় থাকে, সকলের প্রতিই সন্দেহ উপস্থিত হয়, লোকের মন্দদিকেই আগে দৃষ্টি পড়ে। তাদৃশ লোকে মনের সহিত কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না, সুতরাং তাহাদিগকেও কেহ ভাল বাসে না। তাহাদিগের অন্তঃকরণে ক্ষণমাত্রও সুখ হয় না, চিরকালই দুঃখ।

ষষ্ঠতঃ। বিপৎকালে বন্ধুকে পরিত্যাগ করিও না। এমত অনেক লোক আছে, বন্ধ যত দিন সম্পন্ন ও ভাগ্যধর থাকেন, তত দিন তাঁহার প্রতি তাহাদিগের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে, এবং তত দিন তাহারা যথোচিত বন্ধুভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদিগের তখনকার ব্যবহার দেখিলে সকলেরই এমত প্রতীতি হয় যে, ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুভাব বিরাজ করিতেছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যখন সেই বন্ধু দুরবস্থ হন, তাঁহার ভাগ্য বিপর্য্যস্ত হয়, চতুর্দ্দিক হইতে বিপৎ-পরম্পরা আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তাঁহার প্রতি সেই কপটীদিগের আর সে স্নেহ থাকে না, এবং কোন্ বিষয়ে আর তাঁহার উপর বিশ্বাসও

হয় না। তখন দয়া করা দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। এমন কি, তাঁহার সহিত একাসনে বা এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতেও তাহাদিগের লজ্জা ও অপমান বোধ হয়। ফলতঃ তাহাদিগকে বন্ধু বলিতে পারা যায় না। শাস্ত্রে সুব্যক্ত আছে "যিনি উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে সহায় থাকেন, তিনিই বন্ধু।" অতএব যাঁহারা বিপত্তিকালে সাধ্যানুসারে মিত্রের সাহায্য করেন, ও দুঃখের সময় অধিক সংসর্গ করেন, তাঁহারাই অকৃত্রিম মিত্র।

অতএব যখন বন্ধু অক্ষম, নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হইবেন, যখন তাঁহাকে আর সকলেই ত্যাগ করিবে, তখন তুমি তাঁহার প্রতি সমধিক যত্ন ও সমধিক স্নেহ প্রকাশ করিবে। ঐটীই মিত্রতা-কার্য্যের প্রকৃত সময় এবং ঐটীই বন্ধুতা-পরীক্ষার সুন্দর অবসর। সর্ব্বাবস্থায় সুহৃদের প্রতি সমানসদ্ভাবসম্পন্ন হইলে তুমি তদীয় বিপক্ষদিগেরও সম্মানভাজন হইতে পারিবে। এমন কি, তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে যাহারা সন্তুষ্ট হয়, তাহারাও তোমার ঐরূপ সাধু ব্যবহারে বশীভূত হইয়া গুণানুকীর্ত্তন করিবে। যাঁহারা বিপন্ন বান্ধবের পরিত্রাণ নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গেও কাতর নহেন, সেই সমস্ত পুণ্যনামা মহামহিমগণের জীবনই সার্থক। তাঁহারা যেমন ইহকালে এই উৎকৃষ্ট বন্ধুতা-বল্লীর অমৃতফল ভোগ করেন, তেমনি পরকালেও তজ্জন্য পুণ্যের ফল অনন্ত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

সুনিয়ম। শৃঙ্খলা।

সংসারে সকল বিষয়েই সুনিয়ম করিয়া চলা আবশ্যক। নিয়ম-ভ্রষ্ট হইলে কখনই সুচারুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিই উহাতে বিরক্ত। যাহারা সত্যনিষ্ঠাদি প্রধান ধর্ম্ম বিষয়ে মহান্ আদর করিয়া থাকেন, এমন লোকেও নিয়মের কোন কথা পড়িলে সম্পূর্ণ ঔদাস্য প্রদর্শন করেন, কাণও দেন না। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের অত্যন্ত অন্যায়। কতকগুলি কার্য্য স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, কতকগুলি তাহার পরি-পোষক। নিয়ম-রক্ষা, সত্যনিষ্ঠাদির ন্যায়, স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম না হইলেও, উহার প্রত্যবায়ে ধর্ম্মের প্রত্যবায় হয় বলিয়া, কি নীতিশাস্ত্র কি ধর্ম্মশাস্ত্র উভয়ত্রই উহা অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

পৃথিবীতে যত দুষ্কর্ম্মশালী লোক আছে, তাহাদের কোন কার্য্যেই তাদৃশ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন যাহা মনে হয়, তাহারা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত থাকে; সকল কার্য্যেই তাহাদিগের অনিয়ম। ইহাতে এমত অনু-মান স্বতই হইতে পারে, অনিয়মই উহাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রযোজক। যদি ঐ সকল ব্যক্তি সুনিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত, তাহা হইলে হয় ত তত দুষ্কর্ম্মশালী হইত না। অতএব যদি নিয়মাবহেলন পাপের প্রযোজক ও ধর্ম্ম-বিচ্যু-তির কারণ হইল, তবে উহার প্রতিপালন যে ধর্ম্ম-প্রতি-পালনে সহায়তা করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? আর যখন

ঐহিক যাবতীয় সৌভাগ্যই নিয়ম-প্রসূত দেখিতেছি, তখন উহাকে পারত্রিক সৌভাগ্যেরও সোপান বলিয়া অবশ্যই মানিতে হইবে। তোমরা কোন লোকের বৈষয়িক ব্যাপারে সাতিশয় অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দেখিলে, তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী ও অতিসন্নিহিত বলিয়া অনায়াসেই অনুমান করিয়া থাক; তবে সেই অনিয়ম ও সেই বিশৃঙ্খলাতে যে তাহার ধর্ম্মপথও কণ্টকিত করিতেছে, ইহা কেন না স্বীকার করিবে? অনিয়ম পাপের সদাতন সহচর; যেখানে অনিয়ম, তথায় পাপের সমাগম হইবার অবশ্য সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব যদি পাপে বিদ্বেষ ও ধর্ম্মে আস্থা থাকে, এবং ইহামুত্র সুখী হইতে চাও, তবে নিয়মের প্রতি গৌরব-দৃষ্টি রাখ, ও সর্ব্বদা সকল কার্য্যেই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চল।

সাংসারিক ব্যাপার, সময়, ধননিয়োগ, আমোদ ও আসঙ্গ, সমুদায়গুলিতেই নিয়ম পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। প্রথমতঃ সাংসারিক ব্যাপার-ঘটিত নিয়মের প্রয়োজন প্রদর্শিত হইতেছে।

যিনি যে অবস্থাপন্ন হউন, তাঁহার উপর নিজের, নিজ পরিবারের ও সমাজের কতকগুলি কার্য্যের ভার স্বতই অর্পিত হইয়া থাকে। সেই কার্য্যগুলি যে ভাবের হউক ও তাহাতে যেপ্রকার পরিশ্রম লাগুক, তন্মধ্যে এমন একটী নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিতে হইবে যে, একটী কাজ আর একটীর ক্ষতিকর না হয়, এবং সেই কাজগুলি করিতে গিয়া ধর্ম্মকার্য্যেও কোন ব্যাঘাত না পড়ে। যিনি যত বহু-ব্যাপারী, নিয়মের প্রতি তাঁহার তত দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

কিন্তু নিয়মের প্রতি সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা করিলে কার্য্যক্ষতি না হয় এমত স্বল্পব্যাপারী লোক সর্ব্বথা অপ্রসিদ্ধ।

বিষয়কর্ম্ম-স্থলে ধর্ম্মানুমোদিত-নিয়ম-পালনে অনেকেই পরাঙ্মুখ। সেখানে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকার আছে, তাঁহারা তাহাও বড় একটা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ উপাসনাদি ব্যাপারেই ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা, বিষয়-কর্ম্মস্থলে উহার আবার সম্পর্ক কি? ঐ সকল ব্যক্তি যখন আহ্নিক উপাসনার্থ আসনে উপবিষ্ট হন, তাঁহাদিগকে যোগী বা ঋষি বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু বিষয়কর্ম্ম-স্থলে যেন সে তাঁহারাই নন। তথায় ধর্ম্মদ্বেষ্টা নরাধম পামরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মনে মনে এমনও বিশ্বাস থাকে যে "যে ব্যক্তি অতি ভক্তিভাবে একাগ্রচিত্তে আহ্নিক উপাসনাদি করে, বিষয়কর্ম্ম-স্থলে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি করিলে তাহার তত পাপ হয় না। কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্ম-নিবন্ধন যদি কিছু হয়, তাহাও ঈশ্বরোদ্দেশে সমধিক ব্যয়ভূষণ করিলেই, খণ্ডিত হইয়া যায়।" এ দিকে সমাজেরও গতিক এমনি যে, জন কতক লোক ভিন্ন সকলেই ইহাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য ও মান্য করিয়া থাকে। ফলতঃ এবংবিধ কপটধর্ম্মী ভণ্ড-তপস্বী পাষণ্ডদিগের হইতেই সংসারে অধর্ম্মের এত দূর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা এক বারও ভাবেন না যে, ধর্ম্মের গতি সর্ব্বত্রই সমান, সংসারের কোন কার্য্যই, সুনিয়মের অধীন না হইলে, কোনরূপেই সুচারু সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক পদে পদে অধর্ম্ম করিয়া আপনাদিগকে লোকসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া

স্পর্দ্ধা করে, তাহাদিগের অপেক্ষা স্পষ্ট অধর্ম্মীদিগকেও শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

পৃথিবী কর্ম্মভূমি। এই কর্ম্মভূমিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া কে কিরূপ কার্য্য করে, পরিণামে অবশ্যই পরীক্ষা হইয়া থাকে। এখানে যেমন তোমাদিগের নানা বস্তুতে প্রয়োজন, তেমনি নানা কার্য্যের ভারগ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই মনুজসমাজে তোমরা নানা গ্রন্থিতে আবদ্ধ, ও নানা বিষয়ে পরস্পরের নিকট বাধ্য। কি প্রধান, কি নীচ, কি সদৃশ, কি প্রতিবেশী, কি বান্ধব, কি শত্রু, তোমাদিগের উপর সকলেরই বিশেষ বিশেষ দাওয়া আছে। এরূপ অবস্থায় অবস্থাপিত করাতে জগদীশ্বরের অভিপ্রায় স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে যে, তোমাদের যাবতীয় উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি যথাকালে যথাপাত্রে যথোচিত অনুশীলিত ও স্ব স্ব কার্য্যে বিনিযোজিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিবে।—সকলের সহিত সরল ও ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিবে; বিশ্বাসকার্য্যে অতি বিশ্বস্ত হইয়া চলিবে; গৃহীত-কার্য্যভার সাধ্যানুসারে যথাধর্ম্ম সমাহিত করিবে; বন্ধুদিগের প্রতি স্নেহশালী ও শত্রুদিগের উপর ক্ষমাশীল হইবে; দীন দরিদ্রদিগকে দয়ার্দ্রচিত্তে আনুকূল্য করিবে; এবং স্বাত্ম-দৃষ্টান্তে আশ্রিত জনের ও পরিবারগণের পোষণ করিবে।—ইহা জগদীশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। তিনি এই নিমিত্তই তোমাদিগকে প্রধান প্রধান গুণগ্রামে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যিনি ঐ সমস্ত কার্য্য পাত্র বিবেচনা করিয়া নিয়মানুসারে যথাতথ সম্পাদিত করেন তাঁহাকেই কৃতকর্ম্মা ন্যায়বান্ ও প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া গণ্য করা যায় এবং তিনিই

যথার্থ মনুষ্য। এখন বিবেচনা কর, যাঁহার প্রতি এত কার্য্যের ভার, যাঁহাকে সকল কার্য্যেই সমান মনোযোগ করিতে হইবে, তাঁহার কার্য্যবিশেষে নিয়ম-বিশেষ-ব্যবস্থাপন ও তাহার পর্য্য-বেক্ষণ ব্যতিরেকে, কি সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভবিতে পারে? অনিয়মী লোকের এমত ইচ্ছা থাকিতে পারে যে, তাহার কার্য্যগুলি সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়; কিন্তু কার্য্যে নিয়ম না থাকাতে এত গোলযোগ উপস্থিত হয় ও তাহাতে এমত জড়িয়া পড়িতে হয় যে, সেই ইচ্ছা কোন মতেই ফলবতী হয় না। আর আগেকার কাজ পরে করিতে গেলে অবশ্যই অসুবিধা উপস্থিত হয়। কখন কখন কোন একটী অপরিহার্য্য কর্ম্ম, শীঘ্র করা আবশ্যক হইলে, হয় ত সেই পূর্ব্বত্যক্ত কার্য্যটী অগ্রে না করিলে চলে না; এমত স্থলে, ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ অর্থাৎ কোন কাজই সিদ্ধ হইয়া উঠে না। যাহাদিগের এইপ্রকার ধাতু, তাহাদিগের প্রায়ই অনেক কার্য্যের একত্র সন্নিপাত হইতে দেখা যায়; ইতি-কর্ত্তব্য-পরম্পরা চারি দিক্ হইতে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলে। তখন হয় সমস্ত কার্য্যই ভ্রষ্ট হয়, অথবা বহুকষ্টে দুই একটী কাজ করিয়া তাহা-দিগকে ক্ষান্ত হইতে হয়। এরূপ লোকদিগের হইতে সং-সারের একটীও প্রধান কাজ হইতে পারে না। কিন্তু আশ্চ-র্য্যের বিষয় এই যে, তথাবিধ গোলযোগ ও সেই ব্যস্ততাই তাহারা আপনাদিগের দোষক্ষালনের প্রধান সামগ্রী করিয়া লয়; এবং নিজ অদৃষ্ট বা বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দোষারোপ করিয়া জনসমাজে প্রতিপন্ন হইতে চেষ্টা পায়।

সাংসারিক ব্যাপারে নিয়ম না থাকিলে, আচার ব্যবহার-গুলি পূর্ব্বাপরসুসঙ্গত হয় না। অনিয়মী ব্যক্তি এক কার্য্যে এক দিন অত্যন্ত আসক্ত হয়, অপর দিন তাহাতে হয় ত এক-বারেই উদাসীন। সে অদ্য যে পথে যায়, ও এইক্ষণে যে কার্য্য করে, কল্য তাহাকে বিপরীত পথে যাইতে ও পরক্ষণে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিতেই দেখা যায়। অনিয়মী ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলি প্রায় বন্ধ্যাই থাকে; যদি কদাচিৎ কোন একটী ফলপ্রসূ হয়, সেই ফলও আংশিক বা অসম্পূর্ণই হইয়া থাকে। জগতে যে, আভিজাত্যশালী ব্যক্তিকে ক্ষুদ্রের ন্যায়, দাতাকে কৃপণের ন্যায়, ও দয়ালুকে নির্দ্দয়ের ন্যায় লক্ষিত হয়, বিষয়ব্যাপারগত বিশৃঙ্খলাই তাহার এক প্রধান কারণ। যাহাদিগের তাদৃশ বিশৃঙ্খলা নাই, যাহারা সর্ব্বদাই নিয়মের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদা এক-ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারে অসঙ্গতি জন্মিবারও কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তাঁহা-দিগের নিকট যে যতটুকু আশা করিতে পারে, সে বিষয়ে কাহাকেও বঞ্চিত হইতে দেখা যায় না, এবং তাঁহাদিগকেও কাহারও নিকট সঙ্কুচিত বা অপ্রতিভ হইতে হয় না। ঈদৃশ লোকের অন্তঃকরণে শান্তিসুখ সর্ব্বদা বিরাজমান থাকে। অনিয়মী ব্যক্তি 'আমার এইটী কর্ত্তব্য' বিলক্ষণ বুঝিতে পারি-য়াও যখন তাহা করিতে না পারে, যখন ইচ্ছাসত্ত্বেও সাহায্যা-র্থীর প্রত্যুপকার-বিধানে অসমর্থ হয়, এবং স্বয়ং কৃতজ্ঞ-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়াও কৃতজ্ঞতাস্বীকারে পরাঙ্মুখ থাকে, তখন সে কতদূর লজ্জিত ও দুঃখিত হয়। আত্মাবমাননা তাহার

অন্তরাত্মাকে কতই দগ্ধ করিতে থাকে! সুতরাং শান্তিসুখ তাহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তাদৃশ চিরকুণ্ঠিত ব্যক্তিকে পরিশেষে হয় নৈরাশ্য অবলম্বন করিতে না হয় আত্মবিস্মৃতি-নিমিত্ত গর্হিত ও নীচ আমোদে রত হইতে হয়।

এইরূপ, সময়ের উপরেও নিয়ম করিয়া চলা আবশ্যক। "এই এই সময়ে এই এই কার্য্য করিব" এমত ব্যবস্থা না থাকিলে সুচারুরূপে কাল অতিবাহিত করা দুঃসাধ্যই হয়। সময় নামক ধনস্বরূপ ঈশ্বর আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। যদিও এখন আমরা উহার সম্পূর্ণ অধিকারী, ও উহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি, কিন্তু পরিণামে উহার সমুচিত ব্যবহারের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হইবে। অতএব যাহাতে উহা অযথাক্ষয়িত না হয়, এমত নিয়ম ব্যবস্থাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে কোন কালেই অবসন্ন হইতে হইবে না। যে কালের যে কার্য্য, সেই কালেই তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যদি অদ্যকরণীয় বিষয় কল্যের নিমিত্ত রাখ, তাহা হইলে কল্য দিবসের উপর অতিরিক্ত ভার দেওয়া হয়; এইরূপ ক্রমে কালচক্র এমন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে যে, তাহা আর সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে না। ধীমন্ত পুরুষেরা প্রতি প্রভাতেই দৈনন্দিন কর্ম্মের সঙ্কল্প করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন; কার্য্যসম্পাদনে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র গোলযোগ উপস্থিত হয় না; এবং কোন আকস্মিক উৎপাতেও তাঁহাদিগকে প্রত্যাহত করিতে পারে না। তাঁহাদিগের জীবিতকাল নিরুপদ্রবে শান্তভাবেই প্রবাহিত হয়। কিন্তু যাহারা নির্ব্বোধ, সঙ্কল্প না করিয়া

কার্য্য করে, যাহাদিগের সকল কার্য্যেই উপস্থিত মতে ব্যবস্থা, অধিকাংশ কার্য্যই তাহাদিগের অসম্পাদিত ও অনালোচিত পড়িয়া থাকে, এবং অধিকাংশ জীবিতকালই তাহাদিগের শুদ্ধ গোলযোগে ও কষ্টেই অতিপাতিত হয়।

সময় আমাদিগের পরম প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সমস্ত কার্য্যসিদ্ধি ও সমস্ত সুখ-সম্পত্তিই সময়-সাপেক্ষ, কিন্তু উহা বর্ষানদীস্রোতের ন্যায় শীঘ্রই বহিয়া যায়। ফলতঃ সময়ের তুল্য অমূল্য সামগ্রী পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। কিন্তু এমনই চমৎকার যে অধিকাংশ লোকেরই সময়ের উপর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ভাব ও অসঙ্গত ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। সময়ের নিমিত্ত তাঁহাদিগের যেমন কাতরতা ও যেমন ব্যাকু-লতা, উহার প্রতি ঔদাস্য ও তাচ্ছিল্য ভাবও আবার তেমনই। যখন সময়টীকে আপনাদিগের জীবিতকাল বা পরমায়ু বলিয়া বিবেচনা হয়, তখন কায়মনোবাক্যে উহার দৈর্ঘ্য কামনা করা হয়। পরমায়ু দীর্ঘ হইলে তাঁহারা অনেক কাজ করিতে পারিবেন ও সমধিক সুখী হইবেন মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই জীবিতকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি অম্লানবদনে ও অক্ষোভে অপব্যয়িত করেন। যাহার সমষ্টির প্রতি মহীয়সী গৌরব-বুদ্ধি, তাহার ব্যষ্টির প্রতি অত্যন্ত ঔদাস্য ভাব থাকা, সামান্য আশ্চর্য্য নহে। আর ইহাও সামান্য চমৎকার নহে, যাহারা আবশ্যক বিষয়ে, সামান্য ধন ব্যয় করিতেও কাতর হয়, দুর্লভ পরমায়ু-ধনের অপ-ব্যয়ে তাহারা সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত হইয়া থাকে। যাহারা অতি স্বল্প-মূল্য সামগ্রী অন্যের হস্তে বিশ্বাস করিয়া দেয় না;

পাছে কেহ আত্মসাৎ করিয়া লয় বলিয়া সর্ব্বদা সতর্ক থাকে, তাহারা, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্যসনীদিগকে আপনার সময়রত্ন-ঘ্যয়ে যথেচ্ছপ্রভুতা ও আধিপত্য করিতে দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। এবংবিধ বিরুদ্ধ-ব্যবহার-সম্পন্ন লোকের সময়ের উপর কোন ব্যবস্থাই হয় না, হইতে পারেও না। কিন্তু তাদৃশ অব্যবস্থা যে তাহাদিগের চিরন্তন দুঃখের কারণ, তাহা বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যে সময়টী নিরর্থক ক্ষয়িত হয়, তন্নিমিত্ত অবশ্যই অনুতাপ জন্মে; কিন্তু সেই অনুতাপে তখন আর কোন উপকারই দর্শে না। যে কার্য্যটী সময়ে সমাহিত না হয়, তাহা, অসময়ে করিতে গেলে, অবশ্যই ভার-বোধ হয়, ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিতও হয় না। বাল্যকাল সম্পূর্ণ বিফলে কাটাইয়া ধনার্জ্জন-কালে (যৌবনে) বিদ্যারম্ভ করিলে, বা বাল্য যৌবন দুইটীই বৃথা-ক্ষিপ্ত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জন-সময়ে (বার্দ্ধক্যে) উহার অনুষ্ঠান করিলে যৌবন, ও বার্দ্ধক্য অযথা ভারে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং কোন বিষয়েই কৃতকার্য্যতা লাভ হয় না এবং ক্লেশেরও পরিসীমা থাকে না; বিদ্যাবিহীন যৌবন যেমন অবজ্ঞা ও অবমানের স্থান, বিদ্যার্থহীন বার্দ্ধক্যও ততোঽধিক ঘৃণাস্পদ ও অশ্রদ্ধাস্পদ হইয়া থাকে। এবংবিধ লোকের চরম কাল, আবার, যারপরনাই ক্লেশেরই হয়। যখন, আমাদিগের এখানকার দিন ফুরাইল, অদ্যাপি পর-লোকযাত্রার কোন উদ্যোগ হইল না, ও কোন কাজই করিলাম না বলিয়া বোধ হয়, ও বৃথাতিপাতিত কালের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত স্মরণ হয়, তখন অন্তঃসন্তাপ

একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আহা! তখন তাহাদিগের কতই কষ্ট হয়!

যিনি নিয়মানুসারে সময় বিভাগ করিয়া কার্য্য করেন, উক্তবিধ ক্লেশপরম্পরা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। তাঁহার সকল কার্য্যই যথাকালে সম্পন্ন হয়, কোন কিছুর নিমিত্তই তাঁহাকে ব্যস্ত বা অবসন্ন হইতে হয় না। তাঁহার পলমাত্র কালও বিফলে যায় না। তিনি বর্ষমানে স্বল্পায়ু হইলেও, কার্য্যমানে দীর্ঘায়ু বলিয়াই পরিগণিত হন। ইতর ব্যক্তি সুদীর্ঘ কালেও যে কাজ করিয়া উঠিতে পারে না, তিনি অল্প কালেই তাহা সম্পন্ন করেন। অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যে, তিনি আপনার, আত্মপরিবারের ও সমাজের, যত কাজ করিয়া উঠেন, যত ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, ও যেরূপ শান্তি-সুখ সম্ভোগ করেন, অনিয়মী ব্যক্তির পক্ষে তাহা একান্ত অসম্ভব। তিনি অতিনীত কালের প্রতি আনন্দে দৃষ্টি-পাত করেন, এবং ভাবী সময়ের নিমিত্ত সর্ব্বদাই সংযত হইয়া থাকেন। কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহাকে কথনই অপ্রস্তুত হইতে হয় না। অধিক কি, তাঁহার পক্ষে প্রায় কোন সময়ই সর্ব্বতোভাবে অতীত হইয়া যায় না; তিনি প্রত্যেক হোরাই বিশেষ বিশেষ কার্য্যদ্বারা আয়ত্ত করিয়া রাখেন। তিনি এমন বিবেচনাপূর্ব্বক প্রতি মুহূর্ত্ত-ক্ষেত্রে শ্রম-বীজ বপন করেন, যে, অতীত কাল-কলা বর্ত্তমানবৎ প্রভূত ফল প্রসব করিতে থাকে। কিন্তু, অনিয়মী লোকের জীবিতকাল সঞ্চারিণী ছায়ার ন্যায় চলিয়া যায়, তাহার কোন চিহ্নই থাকে না। দিবস, মাস, অয়ন ও বর্ষ এত নিষ্ফলে যায়

যে তাহার স্মরণই হয় না। যদিও, সময়-বিশেষে কখন কখন ব্যস্ত ছিলাম এমন তাঁহার মনে হয়, কিন্তু তিনি কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কিই বা করিয়াছেন, তাহার কিছুই বিবরণ দিতে পারেন না। তাদৃশ ব্যক্তিকে ইহকাল যেমন কষ্টে কাটাইতে হয়, পরকালেও তাঁহার ততোধিক শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা। অতএব যদি সুখস্বচ্ছন্দভাগী হইতে ইচ্ছা থাকে, ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব করিতে চাও, সময়ের উপর নিয়ম করিয়া চল।

এইপ্রকার, ধন-বিনিয়োগেও কতকগুলি নিয়ম রাখা আবশ্যক। ধন অল্প বা অধিক হউক, নিয়মানুসারে তাহার নিয়োগ করিতে হইবে। আপনার কি অবস্থা, কত আয়, কতই বা ব্যয় হইতেছে, অতঃপরই বা কি হইতে পারে, মধ্যে মধ্যে এ সমুদায় পরীক্ষা করিয়া, প্রয়োজন মতে ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি করিবে। আবশ্যক বিষয়ে অবহেলাপূর্ব্বক অনাবশ্যক বিষয়ে ব্যয় করিবে না। বদান্যতা যেন ন্যায়-পরতাকে অতিক্রম না করে। আপনার ও আত্মপরিবারের অন্ন-বস্ত্রাদি বিষয়ে এমন ব্যবস্থা রাখিবে যেন, উহার ব্যয়ের সহিত আয়ের অসঙ্গতি না থাকে। এবং সর্ব্বদা এমত সাবধান হইয়া চলিবে, যেন, কোন প্রলোভনীয় দ্রব্য তোমাদিগকে সেই ব্যবস্থা হইতে বিচলিত করিতে না পারে।

বর্ত্তমান সময়ে এই নিয়মগুলি প্রতিপালন করা পরম-ক্ষেম-সাধন ও অতীব আবশ্যক। কারণ, এখনকার দিনে, বিবেচনা না করিয়া অতিরিক্ত ব্যয় করা, লোকের চাইল হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অপেক্ষাকৃত

বড়লোকের ধরণে চলিতে দেখা যাইতেছে। বড়লোকের যেরূপ যান, যেপ্রকার অশন, ও যেরূপ বসন, এবং তাঁহারা যেরূপ আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন, লোকে সর্ব্বপ্রযত্নে তৎসমুদায়ের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং অবিমৃষ্য-ব্যয়িতা সর্ব্বশ্রেণীস্থ প্রায় সকলকেই দূষিত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। যে বস্তু, বস্তুতঃ অপ্রয়োজনীয়, কল্পনা-দ্বারা এত দূর প্রয়োজনীয় বোধ করা হইতেছে যে, লোকে তাহার নিমিত্ত প্রকৃত প্রয়োজনীয় দ্রব্যেও উপেক্ষা করি-তেছে। ঈদৃশ অপব্যয়ের ঔচিতী-প্রতিপাদনার্থ, তাহারা অন্য কোন তর্কেরই অপেক্ষা রাখে না; প্রতিবেশবাসীদিগের চাইল চলনই তাহাদিগের অভ্রান্ত আদর্শ-স্থল ও পর্য্যাপ্ত প্রমাণ।

ধননিয়োগ বিষয়ে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম, এখন অনেকেরই নয়নের শূলস্বরূপ। তাদৃশ নিয়মানুসারী ব্যক্তিকে লোকে অতি নীচাশয় বলিয়া অত্যন্ত অশ্রদ্ধা করে। এই ধাতুর লোকদিগের পরিবারগণের সুখস্বচ্ছন্দ বিষয়ে তেমন একটা মনঃসংযোগ থাকে না, বা উহা কর্ত্তব্য বলিয়া বড় একটা বোধই হয় না। তাহারা অন্যান্য সময়ে মুক্তহস্ত হইলেও, যখন পরিবারের নিমিত্ত ব্যয়-ভূষণ করিতে হয়, তখন কৃপণবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। এক দিকে অতিব্যয় করিলে, আর দিকে অবশ্যই বিত্তশাঠ্য হইয়া পড়ে। যাহারা কাল্পনিক মানসম্ভ্রম বাড়াইতে যায়, ও বাস্তবিক অবস্থা অপেক্ষা আপনাকে অধিক সম্পন্ন জানাইবার চেষ্টা পায়, তাহাদিগের বাহিরে অতিব্যয় ও পরিবারমধ্যে সুতরাং

অকুলান হইয়া উঠে। এখনকার দিনে, যেমন অধিকাংশ লোককেই বাহিরে ব্যয়শীল ও আড়ম্বর-প্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি অধিকাংশ লোকের পরিবার অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইতেছে শুনিতে পাওয়া যায়। আবার অপব্যয়ীর মধ্যে যাঁহারা দয়ালু ও ভদ্রলোক, পরিবারের কষ্ট দেখিতে পারেন না, আত্মদৃষ্টান্তে পোষ্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহা-দিগকে কি বাহিরে কি পরিবার-মধ্যে উভয়ত্রই অতিব্যয় করিতে, সুতরাং সাতিশয় ঋণগ্রস্ত হইতে, হয়। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, ঋণ করিয়া অতিব্যয় করা, আর চুরি বা প্রতারণা করা, উভয়ই তুল্য। তাঁহাদিগকে, ভদ্র বলিয়া লোকে অসঙ্কুচিতচিত্তে ঋণ দেয়; তাঁহারাও প্রথম প্রথম, এ হাত ও হাত করিয়া পরিশোধ করেন। কিন্তু যখন চারি দিক হইতে ঋণ-জালে জড়িত হন, গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়াও মুক্তি না পান, তখন আন্তরিক ভদ্রতা থাকিলেও অনিয়ম-দোষে তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ বিলক্ষণ অভদ্র হইয়া পড়িতে হয়। অতএব এমত অবস্থায় পতিত হইবার পূর্ব্বেই ব্যয় বিষয়ে নিয়ম করিয়া চলা অত্যন্ত আবশ্যক।

যাহারা নিয়মানুসারে ব্যয় না করে, তাহাদিগের আর একটী দোষ ঘটে। ধনার্জ্জন-ব্যাপারে তাহাদিগের বিপদে বিপদ ও কষ্টে কষ্ট জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। উহাদিগের উভয় কোটীতেই ঔৎকট্য জন্মে। উহারা যেমন লোভান্ধতা ও আগ্রহাতিশয়সহকারে ধন উপার্জ্জন করে, তেমনি, বিবেক-বিমূঢ় হইয়া অম্লান-বদনে অকালে অপাত্রে রাশি রাশি অপ-ব্যয় করিয়া থাকে। অপব্যয়ীর ভাগ্যলক্ষ্মী কখনই চির-

স্থায়িনী হন না। দরিদ্রতা তাহাকে সত্বর পরাভূত করে। অনিয়মী পুরুষ, আঢ্যদিগের সহিত আমোদে প্রমত্ত হইয়া সর্ব্বদাই অপরিমিত ব্যয় করিয়া থাকে। পরিশেষে যখন নিতান্ত নিঃস্ব হয়, তাহাদিগের সহিত আর সমসূত্রে চলিতে পারে না, তখন আত্মদোষ স্পষ্টই দেখিতে পায়। কিন্তু পাইলে কি হইবে? সেই সঙ্গে থাকিয়া সে কতকগুলি কু অভ্যাসের এমত দাস হইয়া পড়ে যে, তখন সেই দুষ্ট দোষেরও আর প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারে না। ঈদৃশ-অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে পদে পদেই অবমানিত হইতে হয়। অর্থের নিমিত্ত অধমের অনুগমন করাও তাহার শ্রেয়স্কর বোধ হয়; অধমানুগতের আর মান-মর্য্যাদা ও ভদ্রস্থতা কি? তাদৃশ অবস্থায় প্রায় তাবৎকেই যারপরনাই নীচ করিয়া ফেলে, কোন কোন ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দস্যুব্যবসায়েও প্রবর্ত্তিত করে। যে যে ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় মিথ্যা জাঁক জমক্ ও বৃথা আড়ম্বর করিয়া অনিয়মিত ব্যয় করে, তাহাদিগকে পরিণামে প্রায়ই এইরূপ অযশোভাগী ও অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। এই সংসারে বড় বড় ধনী যে, হঠাৎ নিঃস্ব হইয়া পড়েন, বড় বড় ঘরের পরিবার যে একবারে নিরাশ্রয় হইয়া উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত হন, ধননিয়োগ-ব্যাপারে বহুল বিশৃঙ্খলাই তাহার একমাত্র নিদান। এই বিশৃঙ্খলা হইতেই পৃথিবীতে প্রতারণা, চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতির সমধিক প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ধনব্যয়ে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মের চিরানুবর্ত্তন করিতে হইলে, স্বাধীনতা ও মানসম্ভ্রম বজায় থাকে না। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে,

তথাবিধ নিয়মানুবর্ত্তনই স্বাধীনতা ও মানসম্ভ্রম রক্ষার এক-মাত্র নিদান। নিয়মানুসরণ ব্যতিরেকে উহা কোন প্রকারেই সুরক্ষিত হইতে পারে না। নিয়তব্যয়িতা বা মিত-ব্যয়িতা প্রধান প্রধান গুণগ্রামের ও ধর্ম্মের পরম আশ্রয়। মিতব্যয়ী পুরুষ যেমন অবস্থায় পড়ুন, আপনার মান ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন। তাঁহাকে অনিয়মী অপব্যয়ীর ন্যায়, অর্থের নিমিত্ত ধনীর তোষামোদ করিতে, অধমের অনুগত হইতে, ও কোন অন্যায় ও পাপকার্য্য করিতে, হয় না। তাদৃশ ব্যক্তিই যথার্থ স্বাধীন, ও তাঁহার মানসম্ভ্রম সর্ব্বাবস্থাতেই অক্ষুণ্ণ থাকে। অতএব ধননিয়োগ-ব্যাপারে সুনিয়ম ব্যবস্থা-পন কর, এবং উহার প্রতি এমন ঐকান্তিকতা ও দৃঢ়তা রাখ, যেন কিছুতেই উহার ব্যতিক্রম না হয়। তুমি যে ক্ষণে ঐ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, তখনই জানিবে যে, বিপৎপথে পদার্পণ করিলে।

এইরূপ, আমোদ প্রমোদেও নিয়ম থাকা আবশ্যক। আমোদ প্রমোদ অনিয়মিত বা সীমাবহির্ভূত হইলে উহাতে উৎকট আসক্তি জন্মে; উৎকট আসক্তি হইলে সুতরাং ক্রমেই কাজের বাহির হইতে হয়। ঐরূপ অনুচিত আমোদ প্রমোদই নীতিকারেরা অমঙ্গলহেতু বলিয়া প্রতিষিদ্ধ করেন। যাঁহারা কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া, নিয়মানুসারে আমোদ আহ্লাদ করেন, তাঁহাদিগকে আমোদপ্রিয় বলিয়া নিন্দা করা যাইতে পারে না, সে আমোদে কোন দোষও নাই, বরং উপকারই আছে। নিরন্তর পরিশ্রম করা, বা প্রতিনিয়ত বড় বড় বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিয়া রাখা, মনুষ্যের

সাধ্যাতীত কর্ম্ম। সময়ে সময়ে শরীরের বিশ্রাম, ও আমোদ-কর ব্যাপারে মনের স্বাস্থ্য প্রতিপাদন না করিলে, শরীর ও মন চিরপরিক্লান্ত, সুতরাং হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। তখন আর পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম করিতে পারা যায় না। যেমন একখানি ধনুঃ সর্ব্বদা অধিজ্য করা থাকিলে ক্রমে শিথিলবন্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্য হয়, শরীর ও মনের পক্ষেও সেইরূপ। আবার কোন কোন ব্যক্তির এমনও ঘটিতে দেখা গিয়াছে, কিছু দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত শারীরিক পরিশ্রম, ও নিরন্তর একাগ্রমনে প্রধান প্রধান বিষয়ের পরিচিন্তন করিয়া, পরিশেষে তিনি এমত আলস্যপ্রিয় হইয়াছেন, ও আমোদে তাঁহার এত আসক্তি জন্মিয়াছে যে, তিনি চিরানুধাবিত কার্য্যে একবারে জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছেন। অতএব আমোদে অত্যাসক্তি ও অত্যুপেক্ষা উভয়ই অমঙ্গলহেতু সন্দেহ নাই।

পাপকর সদোষ আমোদ সকল সমাজ হইতে একবারেই নিরাকৃত করা বিধেয়। নির্দ্দোষ আমোদও, যাহা মর্য্যাদাতি-ক্রমে সদোষ ও পাপস্বভাব হয়, তদ্বিষয়েও সাবধান হওয়া আবশ্যক। পণক্রীড়া, পানবৃত্তি প্রভৃতি আমোদগুলি, আপা-ততঃ তত সদোষ বোধ হয় না, কিন্তু ঐগুলির এমনই স্বভাব যে, অপ্রমত্ত ব্যক্তিরও উহাতে ত্বরায় মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয়। উহাতে লোকের হঠাৎ অত্যাসক্তি হইয়া পড়ে। দ্যূতাসক্তি সর্ব্ববিধ নিয়মেরই ব্যাঘাতক। তাদৃশ ব্যসনী-দিগের কোন বিষয়েই শৃঙ্খলা থাকে না; অত্যাবশ্যক কার্য্য-সমুদায় প্রায়ই অসমাহিত থাকে। আমোদে মত্ত হইয়া তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে। তাহাদিগের

নিকট, রাত্রি দিবাভাব ও দিবা রাত্রিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবংবিধ লোকের মানাপমান ও হিতাহিতজ্ঞান ক্রমেই অবহীয়মান হয়, এবং চরিত্র ত্বরায় অপবিত্র হইয়া পড়ে। বুদ্ধিমান্ মাত্রেই দ্যূতব্যসনীদিগের সর্ব্বনাশ সন্নিহিত বলিয়া সর্ব্বদাই আশংসা করেন। অতএব এবংবিধ আমোদ কখনই বিধিবিহিত বলিতে পারা যায় না। ঈদৃশ আমোদে প্রকৃত উদ্দেশ্যসিদ্ধি, (শরীর ও মনের বিশ্রাম লাভ) হয় না; প্রত্যুত বিপরীতই হয়।

এইরূপ আসঙ্গ-বিষয়েও নিয়ম থাকা আবশ্যক। মনুষ্য স্বভাবতই আসঙ্গলিপ্সু। তিনি একবারে নিঃসঙ্গ হইতে চান না, হইলে চলেও না। আবার প্রতিনিয়ত অপর সঙ্গে বাস করিলে, বা নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক গোলযোগে জড়িত হইয়া থাকিলেও মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা-লাভে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। অতএব সম্পূর্ণ নিরাসঙ্গতা ও অত্যাসঙ্গ উভয়ই ন্যায়-বিরুদ্ধ।

সঙ্গী অভদ্র হইলে আসঙ্গ-বিষয়ে কখনই নিয়ম রক্ষা করিতে পারিবে না; এজন্য সঙ্গী মনোনীত করিবার সময় সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহারা সচ্চরিত্র সরল ও বন্ধুবৎসল, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগের সঙ্গ লইবে। সাধুজন-সহবাস সংসার-সাগরে উত্তীর্ণ হইবার প্রধান তরণী। সাধু-সঙ্গের সকলই গুণ, কোন দোষ নাই। কিন্তু ইহা বলিয়া নিরন্তর সজ্জিসহবাস বিধেয় নহে। মধ্যে মধ্যে এক এক বার সমস্তসঙ্গরহিত হইয়া নির্জ্জনাবস্থানেরও অভ্যাস রাখা আবশ্যক। কারণ, নিঃসঙ্গ বাস ব্যতিরেকে মনঃসংযম ও ধ্যান-

ধারণার শক্তি জন্মে না, এবং মনঃসংযম ও ধ্যান-ধারণা ব্যতীত ইতিকর্ত্তব্য বিষয়েও সুচারু ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। যিনি নির্জনে বসিয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির না করেন, কি স্বাস্থিক কি সামাজিক, তাঁহার কোন কার্য্যেই শৃঙ্খলা থাকে না। সুতরাং প্রত্যেক কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন হওয়া কঠিনই হয়। সঙ্গিগণ যে শুদ্ধ পাপকার্য্যে বিরত হইলেই হইল এমন বিবেচনা করিও না। আপনার ও আত্ম-পরিবারের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া উচিত, সঙ্গিগণ যদি তোমাকে তাহার প্রতিকূলে নীত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সঙ্গ বিধিবিসঙ্গত বলিয়াই বিবেচনা করিবে। সে সঙ্গে থাকিলে, সকল বিষয়ে নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে, ও সমস্ত কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিতে পারিবে না। নিঃসঙ্গ নির্জনাবস্থানের অভ্যাস রাখিবার আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য আছে। 'তাদৃশ অবস্থায় কেবল মানসিক শক্তিদ্বারা সুখানুভব করিবার ক্ষমতা হইলে লোকের চিরসুখী হইবার সম্ভাবনা থাকে। যিনি তদবস্থায় সুখী হইতে পারেন, তাঁহার সুখ প্রায়ই স্বায়ত্ত থাকে। সঙ্গিসহবাস সুখী করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে নিঃসঙ্গ হইতে হয় এবং একাকী নির্জনে অবস্থান করারও অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে অননুভূতপূর্ব্ব অসহ্য দুঃখ উপস্থিত হইয়া একবারে অভিভূত করে। অতএব আসঙ্গ বিষয়ে এমত নিয়ম ব্যবস্থাপন করিবে যে, বিজনবাস ও জনসঙ্গ উভয়ত্রই সমান সুখী হইতে এবং স্বাস্থিক ও সামাজিক উভয় কার্য্যই যথোচিত সম্পাদিত করিতে পার।

যে পাঁচটী বিষয়ে নিয়ম ব্যবস্থাপনের উল্লেখ করা হইল,

বস্তুতত্ত্ব বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই এক। এইগুলির পরস্পর এমন একটী আন্তরিক সম্বন্ধ আছে যে, উহারা সকলেই সকলের সাপেক্ষ। উহাদিগের মধ্যে একটীতে দোষ স্পর্শ হইলে বা বিশৃঙ্খলা ঘটিলে সকলগুলিই দূষিত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। সময়-বিভাগে সুনিয়ম না থাকিলে, সাংসারিক ব্যাপারে কখনই নিয়ম প্রতিপালন করা যায় না। এইরূপ আমোদ বা আসঙ্গ বিষয়ে অনিয়ম ঘটিলে, ধননিয়োগে অবশ্যই অনিয়ম উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তি একবিষয়ে অব্যবস্থিত, তাহার বিষয়ান্তরে কখনই সুব্যবস্থা হইতে পারে না। অতএব যদি কোন একটী বিষয় যথানিয়মে পরিচালিত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাবৎগুলিতেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ, উভয়বিধ কার্য্যকালেই নিয়মের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নিশ্চয় জানিবে, অসন্নীতি বা দুষ্কৃতি, প্রথমতঃ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য হইতেই আরব্ধ হয়। সামান্য কার্য্যকালে নিয়মে ঔদাস্য করিতে করিতে, প্রধান কার্য্যের সময়, ঐ ঔদাস্য আপনাহইতেই হইয়া পড়ে, ও তাহাতে অবশ্যই দোষদূষিত হইতে হয়। অতএব যাহারা প্রধান প্রধান কার্য্য সকল যথানিয়মে সম্পন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হইতে নিয়মপর্য্যবেক্ষণ শিক্ষা করুন। চিরাভ্যাস ব্যতিরেকে কখনই তাদৃশ উৎকৃষ্ট স্বভাব লাভ করিতে পারা যায় না।

নিয়মপর্য্যবেক্ষণ অশেষ মঙ্গলের হেতু। ঔদাস্য ও ব্যস্ততা, যে দুইটী কার্য্য সাধনের পরম পরিপন্থী, ও প্রধান ব্যাঘাতক, নিয়মপর্য্যবেক্ষণ সর্ব্বাগ্রে ঐ দুইটীকেই বিনষ্ট

করে। যাঁহার নিয়মে দৃষ্টি থাকে, তাঁহার কোন কার্য্যেই ঔদাসীন্য ও অযত্ন হয় না, এবং ব্যবস্থানিবন্ধন কোন কার্য্যই অনালোচিত ও অসম্পূর্ণ পড়িয়া থাকে না। তিনি প্রকৃতি-প্রদর্শিত পথে থাকিয়া সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। পার্শ্বস্থ সমস্ত পদার্থেই তাঁহার সমান দৃষ্টি পড়ে, ও সমস্ত পদার্থই তাঁহার চক্ষে সুশৃঙ্খল ও নিয়মবদ্ধ প্রতিভাত হয়। অনিয়ম মনুষ্যকে ত্বরায় অপথে লইয়া যায়। অনিয়মী ব্যক্তি ক্রমে এমত ঘোরান্ধকার-পূর্ণ কূট-মার্গে গিয়া পড়ে যে, প্রকৃত দর্শনীয় পদার্থ সকল তাহার নয়নগোচর হয় না। আপাত-রমণীয় বিরুদ্ধ সামগ্রী সকল তাহাকে নিরন্তর প্রলোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। সে তাহাতে এত বিমোহিত হইয়া পড়ে যে, ভূয়োভূয়ঃ প্রতারিত হইতেছে জানিতে পারিয়াও প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ। আলস্য যে সাংঘাতিক রোগ ও ইহাতে সমস্ত কার্য্যই নষ্ট হয় তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু নিয়ম-পর্য্যবেক্ষণ এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ। নিয়মানুসারী ব্যক্তিকে কোন কালেই অলস হইয়া থাকিতে হয় না; তাঁহার সকল সময়েই কার্য্য করিবার ব্যবস্থা থাকে। সময়ের অভাব নিবন্ধন, তাঁহার কোন কাজের ব্যাঘাত হয় না, কাজ নাই বলিয়া কোন সময়ও বিফলে যায় না। একবারে বহু কার্য্যের সম্পাত হওয়া, বা একবারে কার্য্য না থাকা, দুইটীই সমান ক্লেশকর; নিয়মপর্য্যবেক্ষণে এ দুইয়ের কোন ক্লেশই নাই। অনিয়মী ব্যক্তিকে, এক সময়ে, কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়, আর এক সময়ে, হয় ত, একবারে কর্ম্মশূন্য

ও অলস হইয়া থাকিতে হয়। কর্ম্মকুশল শ্রমশীল মনুষ্যের আলস্যে কালাতিপাত পরম কষ্টেরই হইয়া উঠে। কর্ম্ম না থাকিলে কখন কখন তাঁহার এত বিরক্তি জন্মে যে, অনুচিত ইন্দ্রিয়-ভোগে, ও ঘৃণিত আমোদে, স্বাত্মাকে ব্যাপারিত করাও স্পৃহণীয় হইয়া উঠে। এবংবিধ অবস্থায় শুদ্ধ সময়-ভার-লাঘবের নিমিত্ত অনেককেই অসৎ পথে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ। নিয়মানুসারীর আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম কর্ম্মে সর্ব্বত্রই সুন্দর সঙ্গতি থাকে। আমাদিগের অন্তঃকরণ এত চঞ্চল ও এত পরিবৃত্তিপ্রিয় যে, নির্দ্দিষ্ট পথ ত্যাগ করিয়া যাওয়া অতি সহজেই ঘটে। ইহা মনুষ্যজাতির একপ্রকার স্বভাব-সিদ্ধই দোষ। কিন্তু এই দোষ-নিবর্ত্তনের অদ্বিতীয় উপায় নিয়ম। নিয়ম-পারতন্ত্র্য ব্যতিরেকে লোকে কখনই একবিধ ভাবে চিরকাল বিচরণ করিতে পারে না। তবে, নিয়ম-পরতন্ত্রতায় আপাততঃ কিছু কষ্ট অনুভব হয়, কিন্তু নিয়মানুসরণ ক্রমে যত শুভ ফল প্রসব করিতে থাকে, ঐ কষ্ট ততই লঘুতর বোধ হয়। পরিশেষে অভ্যাস-সিদ্ধ হইয়া আসিলে, ঐটীই আবার সাতিশয় সুখের সামগ্রী হইয়া উঠে। তখন উহার অন্যথাচরণেই বরং ক্লেশ বোধ হয়।

নিয়মানুসারীর কার্য্যে কোন বিশৃঙ্খলাই থাকে না ও যথেচ্ছাচারিতা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। তাঁহাকে সকল বিষয়েই স্থির ও দৃঢ়চেতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ ব্যক্তি সকলেরই শ্রদ্ধা-ভাজন ও সকলেরই বিশ্বস্ত পাত্র। গুরুতর বিশ্বস্ত কার্য্যের ভার, তাঁহার হস্তে সমর্পণ

করিতে, কেহই সন্দেহ করে না। কিন্তু যে ব্যক্তি অনিয়মী, যখন যা ইচ্ছা তাই করে, কোন একবিধ সিদ্ধান্তের অনুসরণ করে না, তাহার প্রতি কাহারও তাদৃশ শ্রদ্ধা হইতে পারে না, এবং সামান্য কাজও যে তাহা হইতে সুসম্পন্ন হইবে এমত কেহ বিশ্বাস করে না।

চতুর্থতঃ। নিয়ম শান্তি-দেবীর একমাত্র বাসস্থান। যেখানে নিয়ম নাই, তিনি তথায় ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারেন না। যে ব্যক্তির সময়ে কার্য্যারম্ভ না হয়, ও আরব্ধ কার্য্য অসমাহিত পড়িয়া থাকে, যাহাকে এককালে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে, ও নানাবিষয়িণী বিসংবাদিনী চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হয়, শান্তিসুখ তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবিতে পারে না। নিয়মী ব্যক্তির গতি প্রবৃত্তি গগনবিহারী গ্রহগণের ন্যায় চিরকালই একরূপ। তিনি করণীয় কার্য্যকলাপ, সময়ে সমাহিত করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্নমনে শান্তিসুখ সম্ভোগ করেন। অনিয়মী লোক সকল, উৎপাতবাতাদির ন্যায় সময়ে সময়ে সমুদীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে উপদ্রুত করিয়া তুলে। তাহাদিগের সাংসারিক কার্য্যের অবৈধ পরিচালনা, অমিতব্যয়, অনুচিত আমোদ প্রভৃতি দ্বারা জনসমাজ ঘোরতর উৎপীড়িত হয়। তাহারা সমধিক সুখী হইবার নিমিত্ত ন্যায়মার্গ পরিত্যাগ করে। কিন্তু অন্যায়পথে যত যায়, স্বাত্মাকে ততই দুঃখিত করে এবং অপর ব্যক্তিদিগেরও ততই সুখের ব্যাঘাত জন্মাইতে থাকে। তাহারা সমাজমধ্যে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা ঘটায়, তাহাতে অনেককেই জড়িয়া পড়িতে হয়, ও অনেককেই কষ্ট সহ্য করিতে হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে যত গোলযোগ, যত বিবাদ, যত অপ্রণয় ও যত শত্রুতা দেখিতে পাওয়া যায়, অনিয়মী লোকেরা প্রায় তাবৎগুলিরই বিধাতা। লোকের পরস্পর সদ্ভাব-সম্পাদনের ও সমাজে শান্তি-সাধনের পরম উপায় নিয়ম। উহা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্ব স্ব কার্য্যে বিনিয়োজিত ও ব্যাপারিত রাখিবায়, একজন হইতে অন্যের অত্যাহিত ঘটিবার তত সম্ভাবনা থাকে না। নিয়ম ঈশ্বর-প্রণীত পথস্বরূপ। যে ঐ পবিত্র পথে অবজ্ঞা করে, সে যেমন ইহকালে কষ্ট পায়, তেমনি পরকালেও তাহাকে দণ্ডিত হইতে, ও অনন্ত কাল দুঃখভাগী হইতে, হয়।

অনুচিত সুখাসঙ্গ ও অমিতাচার।

সংসার-কাণ্ডে পদে পদেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে, এজন্য সংসারী ব্যক্তি যে দিকে সুখের কিঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনা দেখে, সেই দিকেই ধাবমান হয়। দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখাবাপ্তির ইচ্ছা আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। যে বিষয়ে উদ্বেগের ন্যূনতা, ক্লেশের লাঘব, ও আনন্দলাভের সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে আমাদিগের স্বতই প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। আমাদিগের যাবতীয় কার্য্যপ্রবৃত্তি এইরূপেই হয়। অতএব লোকে যে, সুখী হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সচেষ্টিত থাকে, ও সর্ব্বপ্রযত্নে সুখের উপায় অনুসন্ধান করে, তাহা দূষনীয় নহে। কিন্তু কোন একটী উপায় অবলম্বন-কালে পরিণাম বিবেচনা

করিয়া না দেখাই দোষ। পরিণতি বিবেচনা না করিয়া কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে, হয় ত, লোকের সমুদয় যত্ন নিষ্ফল হইতে পারে; আবার এমনও হয় যে, সেইটীই চিরন্তন দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। কোন পূর্ব্বতন পণ্ডিত বলিয়াছেন, "সংসারে এমন একটী পথ আছে, যাহা আপাততঃ ক্ষেম, ও ন্যায্য প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাহাতে যাত্রা করিলে সর্ব্বনাশ নিশ্চয়ই ঘটে।" যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া হয়, তাহাতে সুখী হইব বলিয়া লোকের স্থির বিশ্বাস থাকে; কিন্তু পরিণামে অনেক কার্য্যই অশেষক্লেশকর হইয়া উঠে। অতএব কোন বিষয়ে সুখের ছায়া বা কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যমাত্র দেখিলেই, উহাকে প্রকৃত সুখ-সামগ্রী বলিয়া বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। যেমন, কোন কোন ব্যক্তির আধিব্যাধি প্রবল থাকিলেও বাহিরে আনন্দসূচক হাস্য-ভঙ্গী লক্ষিত হয়, তেমনি, কোন কোন সামগ্রীর অত্যন্ত দুঃখকারিতা ধর্ম্ম থাকিলেও আপাত-দর্শনে তাহাকে সুখাকর বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিশিষ্টরূপে তাহার পরিণতি বিবেচনা করিয়া দেখা অত্যন্ত আবশ্যক।

অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে "শাস্ত্র সাংসারিক সুখের ও আমোদ আহ্লাদের নিতান্ত পরিপন্থী। কারণ উহা তাঁহাদিগকে যথেচ্ছ বিহার করিতে দেয় না, স্বাতন্ত্র্য-সুখে একান্ত বঞ্চিত করিয়াই রাখে।" শাস্ত্র, মিতাচারী হইতে উপদেশ দেয়, ও সাংসারিক সুখসমুদায় সীমাবদ্ধ করে সত্য; কিন্তু বস্তুতঃ মিতাচারী ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে যেপ্রকার পবিত্র

আনন্দ অনুভব করেন, তাহা অন্যের স্বপ্নেরও গোচর নহে। মিতাচারে সমস্ত সুখসামগ্রী সমধিক রসাল ও সারবান্ হয়, এবং লোকের রসন-শক্তিকেও চিরপুষ্কল রাখে। অতএব শাস্ত্র যথেচ্ছবিহার বা অত্যাচারের নিষেধক বলিয়া, উহাকে কখনই সুখের প্রতিবন্ধক বলা যাইতে পারে না। বরং শাস্ত্রানুসারী মিতাচারীদিগের, যাঁহার অধিকারে যত সুখসামগ্রী থাকে, যাঁহার যত দূর সুখ সম্ভব, তিনি সমুদায় সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারেন। যাঁহারা মিতাচারকে সুখের প্রতিবন্ধক মনে করেন, যাঁহাদিগের সীমাতীত বা লোকাতীত সুখভোগই উদ্দেশ্য, যাঁহারা মনুষ্যজন্ম শুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন সুখের নিমিত্ত বলিয়াই বিবেচনা করেন; শাস্ত্র তাঁহাদিগেরই বিরোধী; উহা তাঁহাদিগের সেই অনুচিত সুখেরই প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে ঐ ধাতুর লোকই অনেক। মনুষ্যের প্রকৃতি ও অবস্থা-বিষয়ে তাঁহাদিগের অত্যন্ত ভ্রম। সংসারের প্রকৃত সুখে সকলেরই সমান অধিকার আছে; সংযত হইয়া চলিলে, তাহাতে কাহাকেও বঞ্চিত হইতে হয় না। তবে, ঐ সকল ব্যক্তি, উহা ছাড়া আরও কিছু অধিক সুখভোগের বাসনা করেন; যে সুখে জগদীশ্বর মনুষ্যকে অধিকারী করেন নাই, তাঁহারা তাহাই ইচ্ছা করেন। কিন্তু বিবেচনা করেন না যে, দুঃখাসম্ভিন্ন সুখ সংসারে একবারেই অপ্রসিদ্ধ। অত্রত্য সমুদয় সুখই দুঃখমিশ্রিত। এখানে যিনি যত বড় পদারূঢ় ও যতই ঐশ্বর্য্যশালী হউন, তাঁহাকে অবশ্যই কিছু না কিছু দুঃখভার বহন করিতেই হইবে। আপনার ও সমা-

জের কতকগুলি কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাঁহাকে সমুচিত যত্ন পাইতে ও ক্লেশস্বীকার করিতে হইবে; এবং আত্মপদ ও আত্ম-মর্য্যাদার কর্ত্তব্য কি, কিরূপেই বা তাহা সুসম্পাদিত হইবে, তাহার যথোচিত চিন্তাও করিতে হইবে। যাঁহারা পৈতৃক ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, বা যাঁহাদিগের অনায়াসে দিনপাত হইবার সংস্থান আছে, তাঁহাদিগের অনেকেই উক্ত কর্ত্তব্য সমুদায়ে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যৌবনমদ-দর্পে বলিয়া থাকেন, অন্ততঃ মনে মনেও করেন, যে, "আমাদিগকে কোন ভারই বহিতে হইবে না, ও সংসারের কোন কাজই করিতে হইবে না। শুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ ও সুখসম্ভোগ করাই আমাদিগের কার্য্য। ইতর লোকের ন্যায় আমাদিগের শ্রম করিবার আবশ্যক কি? যাহারা দরিদ্র, ও মান ধনের নিতান্ত ভিক্ষুক, তাহারা পরিশ্রম করুক, ও তাহারা ক্লেশ স্বীকার করুক; আমাদিগের কিছুরই অভাব নাই, কোন চিন্তাও নাই। ধন, মান, যাহা আছে সেই যথেষ্ট। আমাদের যাহাতে সুখ হয় ও যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিব।" যাঁহারা এইরূপ বলেন, মনে মনে এই-প্রকার আন্দোলন করেন, তাঁহারা অত্যন্ত মূর্খ। অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম পরিবর্ত্তনে তাঁহারা বৃথাই চেষ্টা পান। যে সুখ-সৌভাগ্য মনুষ্য জাতিতে কখন কাহারও হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাঁহারা তাহাই ইচ্ছা করেন। কিন্তু এই স্থির সিদ্ধান্ত রাখা কর্ত্তব্য যে, স্থলচর জন্তু কখনই আকাশচর হইবে না। তাঁহাদিগের যতই ভাগ্য-লক্ষ্মী থাকুক, জগদীশ্বর তাঁহাদিগের সুখের নিমিত্ত আর একটী নূতন পথ

নির্ম্মাণ করিবেন না। তাঁহার ব্যবস্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়ম সকলের উপর এক ভাবেই থাটিবে। শারীরিক-নিয়ম-ভঙ্গে সকলকেই পীড়াগ্রস্ত হইতে হইবে। ফলতঃ মনুষ্যের পক্ষে যত দূর সুখ সম্ভব, তাহার অধিক কেহই পাইতে পারিবেন না। নিরবচ্ছিন্ন সুখের আশা সংসারে কথনই চরিতার্থ হয় না। যাহারা তাদৃশ সুখে অভিলাষী হইয়া ভোগ্য-সামগ্রী-সমুদায়ে প্রতিনিয়ত লিপ্ত ও আসক্ত থাকে, ও উহার যথেচ্ছ ব্যবহার করে, ঐ সমগ্র সামগ্রী হইতে তাহাদিগের কিছুমাত্র সুখ হয় না, বরং সেইগুলিই সমধিক দুঃখেরই হেতু হয়।

১মতঃ। অনুচিত সুখাসক্ত ব্যক্তির সম্ভ্রম, স্বাস্থ্য ও সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার অসৎকর্ম্মের ফল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে পারে। অনুচিত সুখাসক্তি ও অত্যাচার যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে, সম্ভ্রমাদিত্রিতয় সেই পরিমাণেই ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়। প্রকাশ্য রঙ্গশালা, দ্যূতালয়, পানশালা ও বেশযোষালয়, এবংবিধ স্থানেই তাহার প্রায় গতায়াত হয়। সুতরাং তাহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি পড়ে, এবং অসচ্চরিত্র বলিয়া ত্বরায় বিশ্বাস হয়। নীচ-প্রবৃত্তি, গর্হিত আমোদ ও পাপকর্ম্মানুরক্তি প্রযুক্ত, জনসমাজে তাহাকে শীঘ্রই ঘৃণাস্পদ ও অবমানভাজন হইতে হয়। জনক জননীর আশা ও ভরসা একপদে বিলয়প্রাপ্ত হয়। সম্ভ্রান্ত ভদ্রগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। সে কিছুকাল আত্ম-সদৃশ বিলাসিজনসভায় প্রভাশালী হইতে পারে, কোন কোন বিষয়ে তাহাদিগের মধ্যে প্রশংসাও পাইতে পারে; কিন্তু ভদ্র সমাজের পক্ষে তাহার থাকা না থাকা উভয়ই সমান হয়।

স্বাস্থ্য, ঐহিক যাবতীয় সুখের নিদান। স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে কিছুতেই সুখ হয় না। অনুচিত সুখাসক্ত ব্যক্তি এই স্বাস্থ্যকে অনায়াসেই বিনষ্ট করে। ক্ষণিক, অকিঞ্চিৎ সুখের নিমিত্ত, সে এই চিরত্ন অমূল্য স্বাস্থ্যরত্নে অম্লানবদনে বিসর্জন দেয়। যৌবনান্ধতাপ্রযুক্ত তাহার এমনই মনে হয় যে, "সুখের নিমিত্ত যতই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করি না, কিছুতেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে না।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কাল পর্য্যন্ত কোন্ অত্যাচারী ব্যক্তি সুস্থশরীরে জীবিত কাল অতিপাতিত করিয়াছে? কোন্ অনুচিত সম্ভোগী ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল পবিত্র স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করিয়াছে? অত্যাচার স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া, অচিরাৎ কাহারই বা ইন্দ্রিয়-সুখের মূলোচ্ছেদ না করিয়াছে? প্রকৃতির শক্তি অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। যিনি যত বড় বলবান্ ও বীরপুরুষ হউন, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল তাঁহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। দেখ, অত্যাচারীর দেহ অচিরাৎ ক্ষীণ হইয়া পড়ে; যখন যে রোগ উপস্থিত হয় তাহাই ভয়ঙ্কর ও অসাধ্য হইয়া উঠে; জরা অকালেই আক্রমণ করে; যৌবন-সুলভ প্রফুল্লভাব ত্বরায় বিগলিত হয়; অন্তঃকরণ ক্রমেই হীনপ্রভ, নিস্তেজ ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। তখন সীমাতীত অমিত সুখসম্ভোগ করা দূরে থাকুক, সাধারণ-সুখেও তাহার আর অধিকার থাকে না। অত্যাসঙ্গ-দোষে সুখাস্বাদিকা শক্তি, তখন একবারে নির্ব্বাণ হইয়াই যায়।

ভাগ্যলক্ষ্মীও ঈদৃশ লোকের নিকট অধিক কাল অবস্থান করিতে পারেন না। প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইলে,

আমোদ প্রমোদ কিছুকাল উত্তমরূপ চলিতে পারে; কিন্তু চিরকাল সে ভাবে কাহারও যায় না; সেই ধনও অচিরাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনুচিত আমোদে আয়-পথ যেমন কণ্টকিত ও রুদ্ধ হয়, ব্যয়-পথ তদনুরূপ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। স্বয়ং বিষয়কার্য্য-পর্য্যালোচনা, একান্ত ভারবোধে, পরিত্যক্ত হয়। এ দিকে মিতব্যয়িতা নীচ ক্ষুদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞাত হয়। আবার, তাদৃশ ব্যক্তিই যতই ব্যয় করে, প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ কিছুতেই চরিতার্থতা মানে না। তাহার যেমন নানা বস্তুতে প্রয়োজন হয়, তেমনি যখন যে অভিলাষ হয়, যতই ব্যয় হউক ও পরিণামে যতই অনর্থ ঘটুক, তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে আগ্রহ জন্মে। অধিকন্তু ঈদৃশ লোকের বিষয়কার্য্য-সম্পাদনের ভার সেইরূপ অঘোরপন্থীদিগের উপরেই অর্পিত হয়। তাহারা নিরন্তর চাটুবচনে মন যোগাইয়া কেবল আত্মোদর পূরণ করিতে থাকে; সুতরাং তাহার ধন আর কতদিন স্থায়ী থাকিতে পারে? সেই অঘোরপন্থীরা তাহাকে প্রপীড়িত ইক্ষুযষ্টির ন্যায় নির্ম্মথিত, নীরস ও নিঃসার করিয়া পরিত্যাগ করে। এবং যাহাদিগের সঙ্গে সমস্ত ধন আমোদসাৎ হইল, তাহারাই সর্ব্বাগ্রে অশ্রদ্ধা ও উপহাস করিতে আরম্ভ করে।

এইরূপ অশেষ অমঙ্গল, অনুচিত সুখাসক্তির সদাতন সঙ্গী হইয়া থাকে। তাদৃশ লোকের মান সম্ভ্রম প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ কলঙ্কিত হয়, কিন্তু পরিণামে তাহাকে যারপরনাই অশ্রদ্ধিত ও ঘৃণিত হইতে হয়। তাহার স্বাস্থ্য ও ভাগ্যসম্পৎ প্রারম্ভে কিঞ্চিৎ বিকলিতমাত্র হয়, কিন্তু পরিণামে সর্ব্বতো-

ভাবে বিনষ্ট ও বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। অতএব লোকে যে মূল্য দিয়া অমিত সুখ সংগ্রহ করে, তাহা অত্যন্ত বিসদৃশ ও বিসঙ্গত সন্দেহ নাই।

অত্যাচার অজ্ঞানান্ধকে আপাততঃ আনন্দ দান করিতে পারে, এবং সে আনন্দ বস্তুতঃ পরিমাণেও কিছু অধিক হয়, কিন্তু উহা সে ভাবে অধিক কাল থাকে না। নির্দ্দিষ্ট সীমা হইতে যে পরিমাণে বর্দ্ধমান হয়, সেই পরিমাণে শীঘ্রই অধঃপতিত হইয়া যায়। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাই অদ্বিতীয় সাক্ষী। ইহা সকলেই জানেন, সুখকে মিতাচরণে নিয়মিত করা না হইলে তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। যে সকল আমোদ প্রমোদ নির্দ্দিষ্ট সীমা হইতে অত্যাচারে সমুন্নীত হয়, তাহা আকাশ-ধূপের ন্যায় বেগে প্রজ্বলিত ও সমুত্থিত হইয়া অনুপদেই পতিত ও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়। তাহা চপলাবলীর প্রখর-প্রভার ন্যায় উদিতমাত্রেই তিরোহিত হইয়া আশামুখ সকল সমধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া যায়। যেমন গিরি-শিখরপতিত আসার-বারি, সন্নিহিত নদীগর্ভ প্লাবিত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বিনির্গত হয়, নদীগর্ভ পঙ্কপূর্ণ পড়িয়া থাকে; অনুচিত সুখের পক্ষেও সেইরূপ। তথাবিধ সুখাস্বাদনান্তে লোকের অন্তঃকরণ অসীম ক্লেশ-পঙ্কেরই আবাস হয়। নিরবচ্ছিন্ন ও অতিরিক্ত আমোদের পর ঘোরতর দুঃখ আসিয়া অবশ্যই উপস্থিত হয়।

যে সকল ব্যক্তি যৌবন-কাল তাদৃশ অসৎপথে পাতিত করে, তাহাদিগের ভিন্ন আর কাহার মুখে চিরাচরিত দীন বচন ও আর্ত্তস্বর শুনিতে পাওয়া যায়? কোন্ ব্যক্তিকেই বা

তথাবিধ ম্লানবদন, নিরুৎসাহ ও সর্ব্বদা অপ্রতিভ দেখিতে পাওয়া যায়? আর কেইবা তাহাদিগের ন্যায়, নিস্তেজ মৃত-প্রায় অন্তরাত্মাকে কিঞ্চিৎ সমুত্তেজিত করিবার নিমিত্ত সাধু-বিগর্হিত ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করে? আহা! তাহাদিগের দেহের ক্ষীণতা, মনের গ্লানি ও বদনের ম্লানি দেখিয়া কাহার অন্তঃকরণ করুণার্দ্র না হয়? যখন তাহারা সেই সমস্ত ক্লেশ ও ভাগ্যবিপর্য্যয় আপনাদিগেরই অসৎকার্য্যের ফল বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন তাহারা কত অনুতাপ ও কি অসহ্য অন্তঃসন্তাপ অনুভব করিতে থাকে!

২য়তঃ। অনুচিত সুখাসক্ত লোকের ধর্ম্মনীতি ও আচার ব্যবহার দেখিলেও পাপাচরণের সুস্পষ্ট ফল লক্ষিত হইতে পারে। অনুচিত সুখানুসরণ পাত্রবিশেষে প্রথমতঃ নির্দ্দোষবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। উহাতে আপাততঃ অপরিমিত সুখও হয় এবং ধর্ম্মনীতি ও মান মর্য্যাদাও একপ্রকার বজায় থাকে। যাঁহারা অতিপ্রধানবংশোৎপন্ন, এবং রীতিমত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, অনুচিত সুখাসঙ্গের প্রারম্ভে প্রধান প্রধান গুণ-গ্রামের প্রতি তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা ও আদর অবিচল-ভাবেই থাকে। যাহাতে ধর্ম্মহানি ও মানহানি হয়, এমত বিষয়ে তখনও তাঁহারা সাবধান থাকেন। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, মতের স্থিরতা, সৎকার্য্যে অনুরাগ, বন্ধুজনে সদ্ভাব, দুর্ভগে দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ-নিচয় তখনও প্রায় পূর্ব্ববৎই থাকে। কিন্তু অনুচিত সুখা-সক্তি যত প্রবল হইতে থাকে, অনসুভূতরূপে ঐ সমস্ত গুণের ততই মূলোচ্ছেদ হয়। ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে ধর্ম্মজ্ঞান অধিক কাল

অবস্থান করিতে পারে না। কিন্তু অনুচিত সুখাসক্তি ঐ তিনটীরই পরম পরিপন্থী। আমোদপ্রমোদে নিরন্তর আসক্ত থাকিবায় শ্রবণাদি বিষয়ে তাঁহাদিগের পূর্ব্ববৎ অবকাশ হইয়া উঠে না, এবং তাহাতে তেমন একটা প্রবৃত্তিও জন্মে না। যাহাতে বর্ত্তমান সুখ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, ও ভবিষ্যতে উহার সমধিক পরিপাটী ও সৌষ্ঠব হয়, তন্মাত্রের অনুধ্যানই কার্য্য হইয়া উঠে। অনন্তর, এই অভ্যাস ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিলে, ও আমোদাসক্তি উৎকট হইয়া উঠিলে, তাঁহা-দিগকে তাদৃশ আমোদিনী সভাতেই প্রতিনিয়ত অবস্থান করিতে হয়। যে ব্যক্তি সাতিশয় প্রমোদোন্মত্ত ও আমো-দের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারে, ক্রমে তাহা-রই অনুগমন করিতে ইচ্ছা জন্মে; এবং তাহাকেই সর্ব্বা-ধ্যক্ষ ও অধিনেতা বলিয়া মানিতে হয়। ঈদৃশ স্থলে নীতি-জ্ঞান ও সাধুগুণগণ কিরূপেই অবস্থান করিতে পারে? উহা অনুক্ষণ অলক্ষিত-ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিণামে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন হইয়াই উঠে। পাপাচারের বাধা সকল ক্রমেই শিথিল হইয়া আইসে। সঙ্গীদিগের নিকট কোন বিষয়ে খাট হইতে পারেন না। তাহাদিগের সহিত সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্য রক্ষা করিতে গিয়া সর্ব্বসংহারিণী অপ-ব্যয়িতার হস্তে পড়িতে হয়। অমনি দুর্দ্দমনীয় ধনতৃষ্ণা বিকটবেশে আসিয়া সম্মুখীন হয়। ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধনব্যয়ে যত অকাতরতা জন্মে, ধনসং-গ্রহেচ্ছা ততই ব্যাকুল ও কাতর করিয়া তুলে। তখন অর্জন-দ্বারে আর সদসৎ বিবেচনা থাকে না; যে সকল অসদুপায়

পূর্ব্বে নীচ বলিয়া ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইত, এক্ষণে তাহা, বা অপেক্ষাকৃত নীচতর উপায় সকলও, স্পৃহণীয় হইয়া উঠে। সুতরাং উত্তমর্ণগণ প্রবঞ্চিত হইতে থাকে; প্রজাগণ প্রপীড়িত হইতে আরম্ভ হয়; উপজীব্য শ্রমী ব্যক্তিরা আর পুরস্কার পায় না। যাহাদিগের তাঁহারাই মাত্র আশা ও তাঁহারাই মাত্র ভরসা, এক্ষণে নির্দ্দয়ভাবে তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের যে বদনশ্রী সর্ব্বদা পুণ্যপূত, আনন্দময় ও উজ্জ্বল লক্ষিত হইত, এখন সেই বদন পাপ-কালিমায় কলঙ্কিত, ম্লান ও বিবর্ণ হইতে থাকে। যে প্রকৃতি প্রথমতঃ আমোদ-প্রিয়তায় কিঞ্চিৎ অপবিত্র হইয়াছিল, এখন অসাধুতা, অন্যায়পরতা, নির্দ্দয়তা প্রভৃতি বিবিধ দোষে একবারে দূষিত হইয়া পড়ে। পৃথিবীতে এমত কে আছে যে, উক্ত যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম অনুচিতসুখাসক্তিপ্রসূত বলিয়া স্বীকার না করে? ধর্ম্মপত্নী-পরিত্যাগ, সতীত্বাপহরণ প্রভৃতি যে সকল ভয়ানক কার্য্যে পৃথিবী অত্যন্ত উৎপীড়িত ও ভারাক্রান্ত হইয়াছেন, অনুচিত সুখাসক্ত ব্যতীত উহার কারণ আর কি উপলব্ধ হইতে পারে?

কোন পূর্ব্ব পণ্ডিত নিজ গ্রন্থে বলিয়াছেন, "যে পণক্রীড়া সময় ও ধনের সর্ব্বগ্রাসক, সুতরাং অসীম দুঃখের কারণ, তাহাই অনুচিত সুখাসক্তদিগের চরম অবলম্বন-স্থান।" এই বাক্যটী যথার্থ। দেখ, নিরন্তর অতিব্যয় করাতে যখন সমস্ত ধনের ক্ষয় হয়, এ দিকে ভোগ-বাঞ্ছার কিছুমাত্র চরিতার্থতা হয় না, প্রত্যুত অভ্যাসবশতঃ উহা উৎকটই হয়; আবার সমুচিত পরিশ্রম করিবারও অবসর থাকে না; তখন

পণক্রীড়া বা তাদৃশ কোন কার্য্য ব্যতিরেকে অর্থাগমের সহজ উপায় আর কিছুই থাকে না। এখন বিবেচনা কর অনুচিত সুখাসক্তি কত অনর্থ ঘটাইতে পারে! উহা মনুষ্যকে কত লজ্জাকর কার্য্যে নীত ও প্রবর্ত্তিত করে! উহা কত প্রধানবংশীয় পদাভিষিক্ত লোককে অধঃপাতিত করে। উহাতে কত বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটায়, এবং পরিবারের কত দুরই বা সর্ব্বনাশ না হয়! কি স্ত্রী, কি পুত্র, কি কন্যা, অক্ষক্রীড়কের নিকট কাহারও নিস্তার নাই; যো পাইলে সে সকলেরই ধন অপহরণ করিতে পারে। অপহরণ তাহার আবশ্যক কার্য্য ও নিয়মিত ব্যবসায় হইয়া উঠে। আহা! যে জনক জননী চিরকাল আত্ম-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত করিয়াছেন, যে স্ত্রীর সেইমাত্রই গতি, যাঁহাদিগের প্রীতি ও স্নেহের একমাত্র আধারই সেই, তাঁহারাও ঐ দুষ্ক্রিয়াসক্ত পাপাত্মাকে দেখিলে সশঙ্ক হন, এবং তাহার সংসর্গ কালসর্প-সহবাসের ন্যায় বিবেচনা করেন।

অক্ষ-দেবন অতীব ভয়ঙ্কর ব্যাপার; যখন সেই দ্যূতদেবী বিনষ্টধনের উদ্ধারার্থ, বা সমধিক অর্থসংগ্রহার্থ, গৃহসামগ্রী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া, বড় আশা করিয়া ক্রীড়াসনে উপবিষ্ট হয়, তাহার তখনকার আকৃতি প্রকৃতি ও গতিপ্রবৃত্তি অনির্ব্বচনীয়প্রকার। তাহার সতৃষ্ণ নয়নদ্বয় সেই ক্রীড়াসামগ্রীর উপর নির্নিমেষ ও নিশ্চল হয়; আশা, ভরসা, উদ্বেগ, ভয় প্রভৃতি বিরুদ্ধ বৃত্তিসমুদায়ে অন্তঃকরণ উদ্বেলিত হইতে থাকে। যদি পরাজয় ঘটে, তখন তাহার আকৃতি বিলোকনে কোন্ ব্যক্তির চিত্ত ব্যথিত না হয়?

তাহার তদানীন্তন ভাব দর্শনে কাহার হৃদয় করুণারসে পরিপ্লাবিত না হয়? সে তখন পৃথিবীকে একবারে শূন্যময় দেখে; আপনার অদৃষ্টের প্রতি ভূয়োভূয়ঃ দোষারোপ করে; হয় ত, আর সেই দুঃসহ ক্লেশরাশি সহিতে না পারিয়া আত্ম-ঘাতীও হয়। আহা! কত কত অনুচিতভোগবিলাসীর অবস্থা এইরূপে পর্য্যবসিত হইতে দেখা গিয়াছে। এবং এরূপে কত কত বংশ একবারে দীনদশাপন্ন ও উৎসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

৩য়তঃ। অনুচিত সুখাসক্ত লোকের আন্তরিক ভাব নিরী-ক্ষণ করিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, তাহার তুল্য দুঃখী পৃথি-বীতে আর নাই। এমন কি, সেই ব্যক্তি যখন কোন আমোদ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, ও উহাতে তাহাকে উন্মত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও সে অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। সে যত হাস্য পরিহাস করে, অন্তর্দাহে সকলই কাষ্ঠ-বৎ নীরস হইয়া যায়। সে বাহিরে আমোদ-চিহ্ন প্রকাশ করিয়া আন্তরিক দুঃখভার গোপন করিতে বৃথাই চেষ্টা পায়। যদি তাদৃশ কোন একটী আমোদিনী সভায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখা যায়, প্রথমতঃ বোধ হয়, যেন, আনন্দজ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তত্রস্থ প্রত্যেকের হৃদয়গত ভাব সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিলে, অতি অল্প ব্যক্তিকেই যথার্থ আনন্দিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকের বদন সহাস্য হইলেও, অধিকাংশের মুখশ্রী ম্লান, বিষণ্ণ ও শূন্যবৎ লক্ষিত হয়। তখন বোধ হয় যে, ইহারা সাংসারিক অসহ্য ক্লেশ ও মনোবেদনা সহিতে না পারিয়া, আত্মবিস্মৃতি নিমিত্তই

এই সভায় সমাসীন রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে, তাহাদিগের বাস্তবিক আত্মবিস্মৃতিও জন্মে, এবং বদনে প্রকৃত আনন্দ-জ্যোতিও, এক এক বার, প্রতিফলিত হয়, কিন্তু অনিবার সদসৎজ্ঞানের আবির্ভাবে তাহা অমনিই বিলীন হইয়া যায়। তখন তাহারা, পাছে মনোগত ভাব প্রকাশ পায়, পাছে আমোদকার্য্যে অনুপযুক্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় সর্ব্ব-প্রযত্নে বলপূর্ব্বক কৃত্রিম আনন্দ-লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে থাকে। আঃ কি কষ্ট!—হিতাহিতবিবেক আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, উহা একবারে বিনষ্ট হইবার নহে। রিপু-গণ প্রবল ও ভোগতৃষা বলবতী হইলে উহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এবং, তাহাদিগের দমন ও নিবারণ করিতে পারে না; কিন্তু যতই দুর্ব্বল হউক উহা সমাচরিত পাপকার্য্য সকল স্মৃতিপথে নীত করিয়া মহীয়সী অন্তর্ব্যথা বিস্তার করিতে থাকে।

অনুচিত সুখাসক্তের উক্তবিধ যন্ত্রণার সঙ্গে আত্মাব-মাননা আসিয়া মধ্যে মধ্যে যোগ দেয়। যখন বাল্য-পরিচিত সচ্চরিত্র কোন ভদ্রসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয়, ও সভামধ্যে তাঁহাকে পরম সমাদৃত ও সম্মানিত হইতে দেখে, এবং আপনাকে ন্যক্কৃত হইয়া অগত্যা অতিনীচভাবে তাঁহার নিকট দাঁড়াইতে হয়; আবার যখন এই ব্যক্তি সৎপথে থাকাতে এতদূর সম্মানিত হইতেছে এইটী হৃদয়ঙ্গম হয়; তখন আত্মপূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়াতে তাহার কত দূর লজ্জা ও আপনার প্রতি কত দূর ঘৃণা হইতে থাকে, এবং সমস্ত জীবিতকাল বৃথা ক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া কতই দুঃখ হয়।

এবংবিধ আধি-ব্যাধি সমস্ত মধ্যে, ভাবি বিপদের প্রতিও এক এক বার দৃষ্টি পড়ে। যে সমস্ত বিপত্তিপরম্পরা নিজ কার্য্যদোষে ক্রমেই নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে, এক এক বার তত্তাবতের আশঙ্কা হইতে থাকে। আকস্মিক বিপদে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব, ও তাহার আশংসা মনে মনে সকলেরই থাকে; কিন্তু অত্যাচারী ব্যক্তি সেই বিপদ আপনিই ডাকিয়া আনে, ও উহা অবশ্যম্ভাবিনী বলিয়া তাহার একপ্রকার নিশ্চয়ই থাকে। আপনি যে অমিতব্যয়ী তাহা সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। এবং এই ভাবে চিরকাল যাইবে না, অতঃপর নিঃস্ব হইতে হইবে এ ভয়ও মনে মনে জাগরূক থাকে। সুতরাং আমোদ করিয়া যে, কিছু সুখলাভ করিবেন, তাহারও যো নাই। যখনই কোন ব্যয়সাধ্য আমোদের প্রস্তাব হয়, তখনই সেই ভয় অনিবার্য্যরূপে আসিয়া সমুদয় আমোদ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। অভ্যাসবশতঃ, কুসঙ্গীদিগের অনুরোধতঃ, বা আত্মসম্মানরক্ষার্থ, তাহাকে সেই আমোদে প্রবৃত্ত হইতে হয়; কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুমাত্র আনন্দ লাভ হয় না। ঐ ভয় নিরাকৃত করিতে যত চেষ্টা করুক, কোনরূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

এখন বল দেখি, হিতাহিত-জ্ঞানসম্পন্ন কোন্ ব্যক্তির তাদৃশ অনুচিত সুখ প্রকৃত সুখ বলিয়া বিবেচনা হয়? কোন্ ধীমান্ ব্যক্তিই বা এই পথ প্রকৃত সুখপথ বলিয়া, ইহাতে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন? ফলতঃ এই পথ সুখতৃণাচ্ছন্ন ক্লেশকূপে অত্যন্ত সঙ্কুল। লোকে প্রমাথী রিপুগণের বশীভূত ও অজ্ঞানান্ধ হইয়াই ঐ পথে যাত্রা করে; এবং সুখের

অন্বেষণ করিতে করিতে পরিশেষে নৈরাশ্য-মরুদেশে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। এবং সন্তাপোত্তপ্ত দুর্ঘটনা-রাশি চারি দিকে ধূ ধূ করিতেছে দেখিতে পায়! সে যখন পূর্ব্বপ্রদেশে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করে, অতিক্রান্ত পথ অতিদুরন্ত, ভীষণ ও দুর্গম বোধ হয়। আহা! তখন তাহার আর কোন উপায়ই থাকে না; নিঃসহায় নিরাশ্রয় জীবন্মৃত-প্রায় তাহাকে জীবনের অবশিষ্টকাল কেবল সেই দুর্ব্বিষহ বিষম ক্লেশেই অতিপাতিত করিতে হয়।

অনুচিত সুখানুসরণ আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার অত্যন্ত বিসঙ্গত ও সমাজের সাতিশয় অনিষ্টকর। দেখ, এই সংসারে কত কত দুঃখদর্শনীয় বিষয় চারি দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ রহিয়াছে। জীবিকামাত্র নির্ব্বাহার্থ কত সহস্র সহস্র ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রম করিতেছে, ঘোর বিপদে পড়িতেছে, ও কতই অসহ্য কষ্ট পাইতেছে। কত দরিদ্র অক্ষম ব্যক্তি আত্মোদরমাত্র-পূরণের নিমিত্ত ভিক্ষাপাত্রকরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। কত স্থানে কত লোক অন্নাভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে, ও প্রবল জঠরানলজ্বালা সহিতে না পারিয়া শাকপত্রাদিদ্বারা পশুবৎ উদরপূর্ত্তি করিতেছে। প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে, শত শত ব্যক্তি মৃত্যুর গ্রাসে পড়িতেছে, শত শত ব্যক্তি পীড়াভিভূত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছে, এবং কত ব্যক্তি প্রাণপণে তাহাদিগের শুশ্রূষা করিতেছে। আর আমাদিগের সকলেরই জীবন-পথ ক্রমেই স্বল্প হইয়া আসিতেছে; সেই ভয়ঙ্কর দিন ক্রমেই নিকট হইতেছে। কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কেহ, এতাবৎ দীর্ঘকাল বাঁচিব, বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারেন না।

আমরা এই যে সকলে একাগ্রমনে স্ব স্ব কার্য্য করিতেছি, এই দণ্ডেই মহাযাত্রা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। যিনি যত বড় ধনী বা পদাভিষিক্ত হউন, কালের আজ্ঞা কেহই লঙ্ঘন করিতে পারেন না; সকলকেই সেই অজ্ঞাত নির্দ্দিষ্ট, সময়ে পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। ঈদৃশ স্থলে এবংবিধ অবস্থায়, অজ্ঞান-সহোদর অনুচিত সুখের অনুসরণ করা কি তোমাদিগের কর্ত্তব্য? ইহা কি ভ্রমেও বোধ হয় না যে, তোমাদিগের আচার ব্যবহার সংসারের একান্ত বিসঙ্গত? পৃথিবীতে এমত পদার্থ কি কিছুই দেখিতে পাও না, যাহাতে তোমাদিগের রিপুগণের দমন ও অত্যাচারের নিবারণ হয়? একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ, পরিতঃস্থ বস্তুচয় স্বভাবতঃ রমণীয় হইয়াও তোমাদিগের অত্যাচারে বিকৃতি-ভাব প্রাপ্ত ও বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে এবং নিঃশব্দস্বরে সৎপথে চলিতে উপদেশ দিতেছে। সংসারে দুঃখের স্থান একতঃ প্রচুরই রহিয়াছে, কোথায় তোমরা তাহার সংখ্যা ন্যূন করিতে চেষ্টা করিবে, তা না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক সমধিক বর্দ্ধিতই করিতেছ! একবার স্থিরচিত্ত হইয়া দেখ দেখি, তোমাদিগের হইতে সমাজের কত অনিষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। তোমাদিগের ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত কত লোক চিরন্তন দুঃখে পড়িয়াছে। তোমরা কি দেখিতে পাও না, বৃদ্ধ পিতামাতা তোমাদিগের নিমিত্ত কত কষ্ট পাইতেছেন, ও কত পরীতাপ করিতেছেন? পরিবারগণ তোমাদিগের সুখ-সামগ্রী সমাধান করিবার নিমিত্ত কতদূর দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে? কত কত পতিহীনা সতী ও পিতৃহীন শিশুগণ

তোমাদিগের অত্যাচারে নিরন্তর অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছে? তোমরা সাংসারিক সুখ-বল্লীর মূলদেশে কালকূট সঞ্চারিত করিতেছ; মনুষ্যজাতির আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সকল চিরদূষিত করিতেছ; এবং মূর্খতা ও পাপের বৃদ্ধি করিতেছ। তোমাদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুসারী হইয়া অতঃপর কত ব্যক্তি অগাধ দুঃখে পড়িবে এবং তাহারা আবার অন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে পাতিত করিবে। ইহা কি অন্যায় বোধ হয় না যে, সমাজের হিতার্থ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও অনেকে কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তোমরা সমাজের কিছুমাত্র উপকার না করিয়া ঘটনাক্রমে ভাগ্যধর হইয়া প্রচুর ধন অযথাপথে ব্যয় করিতেছ? আরও দেখ, তোমাদিগের নিকট অসৎ লোক সর্ব্বদা পুরস্কৃত হওয়াতে জগতে অসতের সংখ্যা দিন দিন কত বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং সাধুগণ অপুরস্কৃত ও তিরস্কৃত হওয়াতে তাহার সংখ্যারই বা কত হ্রাস হইয়া আসিতেছে! ধনিগণ আত্মধনের যথোচিত বিনিযোগ করিলে যাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে পুরস্কৃত ও উপকৃত নাও হয়, তাহারাও সদ্ব্যয় বিবেচনায় সাধুবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই ধন অপথে ব্যয়িত করিলে পৃথিবীশুদ্ধ লোকেই বিরক্ত হয়। বিশেষতঃ, শ্রমোপজীবী দরিদ্রেরা অপব্যয়ী ধনীদিগের প্রতি হিংসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। কখন কখন প্রকাশ্যভাবেও তাহাদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

তোমরা এরূপ বিবেচনা করিও না যে, যাহারা ঘোরতর অত্যাচারী ও সমাজের অত্যন্ত অনিষ্টকর, আমি শুদ্ধ তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। যে সকল ব্যক্তি অত্যাচারে

প্রথম প্রবৃত্ত, তাহারা ঐরূপ মনে করিতে পারে। কিন্তু উহা তাহাদিগের বৃথা আত্মসান্ত্বনামাত্র। এই পৃথিবীতে কেহই ত আপনাকে তাদৃশ পামর-দলভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে না। যে, যে পাপ কর্ম্ম করে, বিশেষতঃ যখন উহা আরম্ভ করা হয়, সে অন্যের নিকট এবং আপনার কাছেও ঐ কার্য্যের নির্দ্দোষতা ও আত্মনিরপরাধতা-প্রতিপাদনের নিমিত্ত যুক্তি দেখাইয়া থাকে। এত কথা কি, দস্যুরাও, "আমরা কৃপণ ও অপব্যয়ীর ধন অপহরণ করি" বলিয়া আপনাদিগকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। বস্তুতঃ যে যতটুকু অত্যাচার করে, তাহাকে সেই পরিমাণেই সমাজের অহিত-কারী বলিতে হইবে। আর যখন অনুচিত সুখানুসরণ আরব্ধ হয়, উহা কি ভাবে পর্য্যবসিত হইবে, কত দূরে গিয়াই বা থামিবে, কেহই স্থির বলিতে পারে না। বাগুরায় একবার পা পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধারসাধন সাধারণ ব্যাপার নহে। কারণ, অনুচিত ইন্দ্রিয়ভোগের কুহকে পড়িলে দোষোদ্ভাবিকা শক্তি ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া যায়; পরিশেষে তাহার মোহিনী মায়ায় এমত মুগ্ধ হইতে হয় যে, স্পষ্ট দোষও দোষ বলিয়া তেমন একটা বিবেচনা হয় না। সদসদ্বিবেক নিদ্রিতপ্রায় হইয়াই থাকে; সুতরাং উদ্ধারলাভ কিরূপেই হইতে পারে?

কেহ যেন এমন মনে করেন না যে, শুদ্ধ ধনীরাই এই প্রস্তাবের লক্ষ্য। ধনিগণ আমোদকার্য্যে প্রচুর ধন ব্যয় করে সত্য, কিন্তু যখন অনুচিত সুখ মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখীন হয়, তখন কি ধনী, কি মধ্যাবস্থ, কি দরিদ্র, অবিবেকী-

মাত্রেই বিমোহিত হয়। অনুচিত সুখানুবর্ত্তন সকল শ্রেণীতেই আছে। সকলশ্রেণীস্থ লোকেই অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন লোকের অনুকরণ করিতে চায়। শ্রেণীভেদে আমোদ প্রমোদ ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার হইয়া থাকে। মধ্যাবস্থ ও দরিদ্রদিগের আমোদের বিধা ও গটন কুৎসিত হয় সত্য, পরন্তু অনুচিতসুখসহচরী বেশভূষাপ্রিয়তা ও ভোগবিলাসিতা, সকল দলেই সমান, উহা সকলকেই সমান ব্যাকুল ও সমান অত্যাচারী করিয়া তুলে; ধর্ম্মবুদ্ধি সকলের নিকট হইতে সমানই অন্তরিত হয়; সুতরাং সকলেই একরূপ বিপন্ন হইবার ও সকলের হইতে সমাজের সমান অমঙ্গল ঘটিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। অতএব জগদীশ্বর যাহাকে যে অবস্থাপন্ন করিয়াছেন, যাহার যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এবং যাহার প্রতি যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তিনি সেই সীমার মধ্যে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধিত করুন, তাহা হইলেই যথোচিত সুখী হইতে পারিবেন।

বার্দ্ধক্য।

পূর্ব্বে যুবা ও প্রবীণের ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, এই প্রস্তাবে বৃদ্ধদিগের বিষয় লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ বার্দ্ধক্যের দোষ, দ্বিতীয়তঃ বৃদ্ধাবস্থার কর্ত্তব্য, তৃতীয়তঃ বৃদ্ধদিগের সান্ত্বনার বিষয় পরিচ্ছিন্নরূপে বিবৃত হইবে।

প্রথমতঃ। বার্দ্ধক্যের দোষ।

বৃদ্ধাবস্থায় যাবতীয় ব্যক্তিকেই কতকগুলি অপূর্ব্বতন দোষে দূষিত হইতে দেখা যায়। সেই সমস্ত দোষ ঐ অবস্থার একপ্রকার স্বাভাবিক দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তরুণাবস্থায় যেমন অনভিজ্ঞতা ও অবিজ্ঞতা নিবন্ধন নানা দোষ ঘটে, বৃদ্ধাবস্থায় তেমনি মানসিক ক্ষীণতা ও অসাধারণ ক্লেশ হইতে কতকগুলি দোষ উৎপন্ন হয়। অন্যান্য বয়সে যে সমস্ত ক্লেশ হয়, তাহা হইতে নিস্তারের পথ আছে। তখন লোকে সাংসারিক ব্যাপারের অনুসরণে অন্যমনস্ক হইতে পারে, এবং ক্লেশনিবারণের উপায়স্বরূপ আমোদের ও সম্ভোগের সামগ্রীও অনেক পায়; কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় উহার কিছুই থাকে না। বৃদ্ধ হইলে, না তথাবিধ সাংসারিক কার্য্য অনুষ্ঠানেরই ক্ষমতা থাকে, না সেপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও সুখাস্বাদনেরই শক্তি থাকে। যখন দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, নিরবলম্ব প্রযুক্ত বৃদ্ধদিগকে তাহাতে একবারে নিমগ্ন হইতে হয়। আবার এদিকে, বর্দ্ধমান ক্ষীণতা তাহাদিগের মস্তকে ক্রমেই অধিক ভার চাপাইতে থাকে। যে আশা,

অন্যান্য বয়সে, নিরন্তর ভরসা দেয়, ও নানা মতে প্রলোভ প্রদর্শনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করে, সেই চিত্তসন্তোষিণী মনোবৃত্তি জরাগমে ক্রমেই অস্তমিত হইয়া যায়! সারবত্ত্ব ও উৎসাহ ক্রমেই ক্ষীণতর হয়। সুবিস্তীর্ণ উর্ব্বরা সুখভূমি ক্রমেই সঙ্কুচিত ও ঊষরপ্রায় হইয়া আইসে। সর্ব্বহর কাল, আনন্দ-ভাণ্ডার হইতে, অনুদিন কিছু কিছু অপহরণ করিতে থাকে। প্রাচীন বান্ধব ও প্রিয়জন এক একটী করিয়া খসিতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের শক্তির ক্রমেই হ্রাস হয়, এবং শরীর ক্রমেই অক্ষম হইয়া পড়ে। ফলতঃ, অন্য বয়সে দুঃখ নিবারণের যে উপায়-গুলি থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় প্রায় সমুদায়ই অন্তরিত হয়, সেই-নিমিত্ত প্রায় যাবতীয় বৃদ্ধকেই কতকগুলি অসামান্য দোষে দূষিত হইতে দেখা যায়।

কিন্তু এবংবিধ অবস্থা-পরিবর্ত্তও, পরম ক্ষেমধাম পরমেশ্বর উপযুক্তরূপেই নিয়মিত করিয়াছেন। সংসার হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের ভোগাসঙ্গ ক্রমে শিথিল হওয়াই আবশ্যক। যাহার প্রভাত ও মধ্যাহ্ন আছে, তাহার সন্ধ্যাও থাকা চাই। সন্ধ্যাকালীন দীর্ঘ ছায়া দর্শনে নিশা নিকটবর্ত্তিনী জানিয়া তন্নিমিত্ত সকলেই প্রস্তুত হইতে পারে। অতএব জগদীশ্বর বৃদ্ধদিগের উপর যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা যথাযোগ্যই হইয়াছে।

কিন্তু বৃদ্ধদিগকে অবস্থা-পরিবর্ত্ত-নিবন্ধন দুঃখ করিতে দেখিলে, তাঁহাদিগের উপর তরুণ ও প্রবীণগণের বিরক্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। তাঁহাদিগের আর্ত্তনাদে বরং দয়া করাই কর্ত্তব্য। যে স্থলে সকলকেই কিছু দিন পরে ঐরূপ

দশাগ্রস্ত হইয়া ঐপ্রকার সন্তাপ করিতে হইবে সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন বৃদ্ধদিগের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করাই সুসঙ্গত হইতেছে। পক্ষান্তরে বৃদ্ধেরাও, যেন তরুণ ও প্রবীণদিগের সুখে অসূয়ু না হন। তাঁহারা যেন এমত বিবেচনা না করেন যে অন্যান্য অবস্থায় সকলই সুখ, কোন দুঃখ নাই। বস্তুতঃ পরমেশ্বর, মনুষ্য জাতির পরীক্ষার্থ, সকল অবস্থাতেই ক্লেশের নিয়োগ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার ক্লেশে পড়িতে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরীক্ষা দিতে হইয়া থাকে। যেমন বৃদ্ধাবস্থায় জরা-সহোদর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তরুণবয়সেও সেইরূপ উদ্দাম ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছা সংবরণের কষ্ট সহিতে হইয়া থাকে। ধৈর্য্যাবলম্বন ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা উভয় কালেই আবশ্যক, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মলাভ, সমাজে সমাদর লাভ, ও ঈশ্বরের নিকট পুরস্কারলাভ হইবার উপায়ান্তর নাই।

১মতঃ। বৃদ্ধমাত্রেই যে, কিছু রুক্ষস্বভাব হয়, উহা বয়োবস্থারই ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের দোষ নহে। তবে, তরুণদিগের সুখসম্ভোগে মৎসরী হইয়া তাহাদিগের উপর প্রতিনিয়ত বিদ্বেষ করা অবশ্যই দূষণীয় বলিতে হইবে। উহা অতি নিকৃষ্ট ও হেয়চরিত্র লোকেরই কর্ম্ম। অতএব হে বৃদ্ধগণ, তরুণেরা আমোদ প্রমোদ করিতেছে, তোমাদের আর সে সামর্থ্য নাই বলিয়া, উহাদিগের উপর ঈর্ষ্যা করা অত্যন্ত অন্যায়। এরূপ নিকৃষ্ট প্রকৃতি হইতে তোমাদিগের জরাক্লেশ ন্যূন না হইয়া, বরং দিন দিন বর্দ্ধিতই হইতেছে। দেখ তোমরা ঐ তরুণদিগেরই মুখ চাহিয়া রহিয়াছ; ঐ তরুণদিগের হইতেই তোমাদিগের জরাক্লেশ অনেক নিরাকৃত হইবে, এবং ঐ তরুণেরাই

এখন তোমাদিগকে সাধ্যানুসারে সুখী করিবে আশা করিতেছ। ফলতঃ তোমাদিগের এই নিরবলম্ব সময়ে উহারাই প্রধান অবলম্বন। তোমাদিগের সুখসাচ্ছন্দ্য অধিকাংশ উহাদিগেরই উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তোমরা যেরূপ রুক্ষ ব্যবহার করিতেছ, তাহাতে উহারা ক্রমেই ভগ্ন-স্নেহ হইয়া যাইতেছে। অতএব ঈদৃশ নীচস্বভাব পরিত্যাগ করা, ও উহাদিগের প্রতি সর্ব্বথা সদ্ভাবসম্পন্ন হইয়া চলা, তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তরুণ ও বৃদ্ধ এই দুই বিরুদ্ধ কোটীর একত্র সম্মিলন ভাগ্যেতেই ঘটিয়া থাকে। ঘটিলে, (তরুণ ও বৃদ্ধদিগের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাবের সঞ্চার হইলে) উভয় দলেরই মঙ্গল হয়। যদি তরুণগণ অবশ্য-সম্পাতিনী জরার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করে, ও বৃদ্ধেরাও অতিনীত যৌবনবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া চলেন, তাহা হইলে আর কিছুই বিপ্রতিপত্তি থাকে না; তাহা হইলে পরস্পর মিলিত হইয়া উভয়েই সুখী হইতে পারেন। কিন্তু মিলন হইবে কি? বৃদ্ধেরা তরুণদিগের নামে সর্ব্বদাই খড়্গহস্ত। বর্ত্তমান রীতিনীতির উপর তাঁহাদিগের ঘোরতর বিদ্বেষ। কোন একটী কথা উপস্থিত হইলেই, বৃদ্ধেরা বলিয়া বসেন, "আর, সময় বড় মন্দ হইল, বসুন্ধরা পাপভরে নিতান্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।" তাঁহাদিগের মনে মনে এমনিই বিশ্বাস যে, যে অবধি তাঁহাদিগের যৌবনকালীন পুণ্য রীতিনীতির পরিবর্ত্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তদবধি উত্তম সামগ্রীমাত্রেই উচ্ছিন্ন হইয়া আসিতেছে; অনাচার ও অবিচার দিন দিন বাড়ি-

তেছে; সভ্যতা ও সাধুব্যবহার ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে; এবং প্রত্যেক বিষয়ে ক্রমেই সমধিক বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। বৃদ্ধদিগের এরূপ বিরুদ্ধ ভাবের কতকটা কারণ, তাঁহাদিগের মানসিক কষ্ট। যদ্রূপ, পিত্তদূষিত লোচনে সকল বস্তুই পীতবর্ণ দেখায়, তেমনি জরাদোষে অন্তঃকরণ কলুষিত হওয়াতে যাবতীয় পদার্থই বৃদ্ধদিগের পক্ষে কলুষিত প্রতীয়মান হয়। অন্তঃকরণ জরাগমে যত ক্ষীণ, তেজোহীন, নিরুৎসাহ ও ম্লান হয়, পরিতঃস্থ সমস্ত বস্তু ততই বিকৃত বোধ হইতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের চক্ষে যতই বিকৃত বোধ হউক, উহা বাস্তবিক সেরূপ নহে, অত্যাচার অবিচার সকল কালেই আছে। বৃদ্ধগণ! তোমরা মনে করিয়া দেখ, আপনারা যৌবনকালে কত অত্যাচার করিতে, এবং বৃদ্ধ পিতা মাতা তোমাদিগকে কত ভর্ৎসনা করিতেন। আবার এই তরুণগণ, যাহাদিগকে তোমরা এখন ভর্ৎসনা করিতেছ, ইহারাও বৃদ্ধবয়সে আত্মসন্তানদিগকে তাড়না করিবে। যেমন তোমাদিগের সময়ে কতকগুলি কাজ বস্তুতঃ গর্হিত হইলেও গর্হিত বলিয়া বুঝিতে পার নাই; তেমনি এখনকার দিনেও, অনেক কাজ লোকে কুৎসিত বলিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। ফলতঃ সূক্ষ্ম পরিদর্শকগণ সর্ব্ব কালেই দোষ দেখিতে পান। তবে, এক এক সময়ে এক-এক-প্রকার অত্যাচার প্রবল হয়, এইমাত্র বিশেষ। কিন্তু তাহা বলিয়া যে, সে সময়ের সকল আচারই কুৎসিত, এমত কথনই বলা যাইতে পারে না।

প্রতি পুরুষেই, প্রচলিত আচার ব্যবহারগুলি ভ্রষ্ট বলিয়া

বৃদ্ধদিগের বোধ হয়; বস্তুতঃ উহা সেরূপ ভ্রষ্ট নহে। শুদ্ধ রীতিনীতির প্রকারপরিবর্ত্ত হওয়াতেই তাঁহাদিগের ঐরূপ জ্ঞান হয়। বৃদ্ধেরা, আপনারা যে ভাবে চলিয়াছেন, যেপ্রকার আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন, ও তাঁহাদিগের ধর্ম্মকর্ম্মের যেরূপ পদ্ধতি ছিল, ভালই হউক, মন্দই হউক, তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত দেখিলেই তাঁহারা চটিয়া উঠেন। ফলতঃ, ভাল মন্দ সকল কালেই থাকে। বৃদ্ধগণ! যদি তোমরা আপনাদিগের পূর্ব্বতন কার্য্যসকল তখন সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিতে, তাহা হইলে, কত ভূরি ভূরি দোষ দেখিতে পাইতে। সেই সমস্ত পাপাচার বহুকাল ফুরাইয়া গিয়াছে; তাহার আর স্মরণও হয় না। এক্ষণে যে দুষ্কর্ম্মগুলি চলিতেছে, সমুদায় ভয়ানক পাপ বলিয়া বোধ করিতেছ, সুতরাং অসহ্যও হইতেছে। কিন্তু বিবেচনা কর, যেমন প্রতি পুরুষেই বৃদ্ধেরা চিরকালই প্রচলিত রীতিনীতিগুলিকে নিন্দা করেন, যদি সত্যসত্যই উহা সেইরূপ হইত, তাহা হইলে এই সুদীর্ঘকাল-মধ্যে বসুন্ধরা কত দূর পাপাক্রান্ত হইত! এবং এই মনুষ্যসমাজ কত দূর অসুখের স্থান হইত! তাহা হইলে ভূমণ্ডলে আর পুণ্যের ছায়ামাত্রও লক্ষিত হইত না, এবং ধর্ম্মবুদ্ধির এরূপ প্রতিভা কখনই থাকিত না।

২য়তঃ। বৃদ্ধ হইলে বিষয়াসক্তি প্রায় সকলেরই উৎকট হয়। বয়োহ্রাসে বিষয়তৃষ্ণা ক্ষীণ না হইয়া ক্রমে বর্দ্ধিতই হয়, এবং ঔদাস্য না হইয়া ক্রমেই আঁটাআঁটি বাড়ে। ইহা বার্দ্ধক্যের এক মহান্ দোষ। কিন্তু বৃদ্ধদিগের মানসিক বৈকল্যই ইহার প্রবল কারণ। জরাপাতে শরীর ও

মন যত নিস্তেজ হইতে থাকে, ভীরুতা ততই বাড়ে, এবং বিপদাশঙ্কা অন্তরাত্মাকে ততই কাতর করিয়া তুলে। আবার তাঁহাদিগের মনে মনে এমত একটী বিশ্বাস হয় যে, বিষয় সম্পত্তি অধিক থাকিলে কোন বিপদে কিছুই করিতে পারিবে না; এবংবিধ স্থলে বিষয়তৃষা কেনই না উৎকট হইয়া উঠিবে? ও কেনই বা বৃদ্ধেরা সমধিক অর্থপ্রিয় না হইয়া পড়িবেন? তাঁহারা মনে করেন, ধন না থাকিলে, কেহই বশীভূত থাকিবে না, কেহই সম্মান করিবে না, এবং বিপদে কাহারও উত্তর পাওয়া যাইবে না। এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে যদি তাঁহারা শুদ্ধ মিতাচারী ও মিতব্যয়ী হইতেন, প্রশংসার বিষয় বটে, তথাবিধ বৃদ্ধদিগকে কেহ নিন্দাও করে না। কিন্তু সেরূপ সারগ্রাহী বৃদ্ধ সংসারে অতি বিরল। অ[illegible]শ বিষয়তৃষা হইতে অধিকাংশ বৃদ্ধও সাতিশয় অর্থগৃধ্নু, ধনপিশাচ, ও নীচাশয় হইয়া লোকসমাজে অত্যন্ত ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধিত হইয়া থাকেন। যতই সুখ-সামগ্রী বিদ্যমান থাকুক, উৎকট অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা সর্ব্বদা জাগরূক থাকাতে তাঁহাদিগের কিছুতেই সুখবোধ হয় না। কিন্তু এরূপ অনিশ্চিত বিপদের সম্ভাবনামাত্র করিয়া, বর্ত্তমান সুখে সর্ব্বদা বঞ্চিত হওয়া, সামান্য দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। এবংবিধ লোকের বার্দ্ধক্য কেবল দুঃখের আগার।

৩য়তঃ। বৃদ্ধ হইলে স্নেহ-প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তরুণ বয়সে শরীর যেমন সবল, স্নেহপ্রবৃত্তিও সেইরূপ প্রবল; বার্দ্ধক্যে শরীর যেমন দুর্ব্বল, ভালবাসাও সেই-রূপ হীনবল হইয়া থাকে। ইহা বৃদ্ধাবস্থার স্বাভাবিক দোষ।

যে ব্যক্তি যৌবনাবস্থায় পরদুঃখ দর্শন বা শ্রবণমাত্র নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছেন, বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাকে সেবিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য করিতে দেখা যাইতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, জরাসন্তাপে স্নেহরস পরিশুষ্ক হইবায়, চিত্ত সুতরাং কঠিন হইয়া যায়। নানা দুঃখঘটনার সন্দর্শন ও অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে করিতে অন্তঃকরণ উহাতে একপ্রকার অভ্যস্ত হইয়া আইসে। কিন্তু জগদীশ্বরের এই নিয়ম অবশ্যই মঙ্গলময় বলিয়া মানিতে হইবে। বহুকাল জীবিত থাকিতে হইলে বহুতর শোকসন্তাপ পাইতে হয়। সুতরাং এবংবিধ স্থলে অন্তঃকরণ ক্রমেই কঠিন হওয়াই আবশ্যক, অন্যথা দীর্ঘকাল জীবিত থাকা অসহ্য ক্লেশেরই নিমিত্ত হয়। যাঁহাদিগের অপরের সুখে বড় একটা সুখবোধ হয় না, অন্যের দুঃখে দুঃখ বোধও তাঁহাদিগের তেমন একটা হইতে পারে না। কিন্তু বক্তব্য এই যে, জরাদোষে চিত্তের ভাব যতই পরিবর্ত্তিত হউক, সকলের সহিত সদয় ও স্নিগ্ধ ব্যবহার করা বৃদ্ধদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তথাবিধ সাধুভাব মনুষ্যকে সকল অবস্থাতেই সুখী ও সৌভাগ্যভাগী করিয়া থাকে। বৃদ্ধগণ! যদি তোমরা যৌবনকালীন অনুকম্পা ও প্রগাঢ় প্রণয়ের কথা স্মরণ করিয়া, স্নেহ ও দয়ার যে কিছু শেষ আছে, তাহার সম্পূর্ণ কার্য্য কর, তাহা হইলে সর্ব্বথা সুখী হইতে পার। সুদীর্ঘ সংসারপথে আপনাদিগকে অনেক কষ্ট সহিতে হইয়াছে বলিয়া, পরদুঃখ-দর্শনকালে পাষাণ-হৃদয় হওয়া নিতান্ত পামরের কর্ম্ম। ইহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে, তোমরা অদ্যাপি মনুষ্য-পদবীতে রহিয়াছ, মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ দয়া দাক্ষিণ্যাদি

বজায় রাখা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও একটী প্রধান ধর্ম্ম সন্দেহ নাই।

২য়তঃ। বৃদ্ধবয়সের কর্ত্তব্য।

সংসারের সঙ্কট হইতে অবসৃত ও স্বতন্ত্র হইয়া সময়ে সময়ে নির্জনাবস্থান বৃদ্ধদিগের প্রথম কর্ত্তব্য। নিরন্তর সংসার-কাণ্ডে নিমগ্ন হইয়া থাকা কোন অবস্থাতেই যুক্তি-সঙ্গত নহে। তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থায়, যখন শরীর সবল, ও মানসিক বৃত্তি সকল পুষ্কল ও সমুত্তেজিত থাকে; সংসার-নির্ব্বাহের নিমিত্ত নানা কার্য্য করিতে হয়; বলবতী আশা প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও সাহস দিতে থাকে; ভাগ্যসম্পত্তি উপার্জ্জনের নিমিত্ত সমুচিত শ্রম করা আবশ্যক হয়, ও করিবার ক্ষমতাও থাকে; তত্তৎকালে বিষয়াসঙ্গরহিত হইয়া থাকা স্বভাবতই কঠিন, [illegible] উচিতও নহে। কিন্তু যখন তাদৃশ ব্যস্ততার কোন সামগ্রীই থাকে না, ও তথাবিধ শক্তিও যায়, তখন আর পূর্ব্ববৎ বিষয়াসক্ত হইয়া থাকা উচিত হয় না। সে অবস্থায় কার্য্যভার অন্যের উপর অর্পণ করিয়া স্বাত্মাকে মুক্ত করা ও সেই সমস্ত সঙ্কট হইতে উচিত-রূপ স্বতন্ত্র হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং অনায়াসসাধ্যও সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সমস্ত দিবস রৌদ্রে পরিশ্রম করিয়াছে, বেলাবসান-চ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ তাহার পক্ষে অতি কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির চরিতার্থতাসম্পাদন, ঈশ্বরের তত্ত্বপরিচিন্তন ও তাত্বিক সুখানুভবের উত্তমস্থল অমন আর নাই।

এস্থলে কেহ যেন এমন বিবেচনা করেন না যে, বৃদ্ধদিগকে একবারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে বলা হইতেছে।

বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের কোন একটীর পরা কাষ্ঠায় যাওয়া দোষ। বিষয়ে অত্যাসক্তি ও অতিবিরতি উভয়ই সমান অনর্থের হেতু। কতকগুলি নীতিকর্ত্তা বৃদ্ধদিগকে বৈরাগ্য লইতেই উপদেশ দেন, এবং ঐ আশ্রমকেই সুখাকর বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের অত্যন্ত ভ্রম। যাঁহারা অতি-দীর্ঘকাল বিষয়চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া বার্দ্ধক্যে নিশ্চিন্ত ও সুখী হইবার নিমিত্ত বৈরাগ্য আশ্রম পরিগ্রহ করেন, তাঁহাদিগকে ঘোরতর দুঃখভাগীই হইতে হয়; সংসার হইতে পৃথক্ হইয়া সুখী হইতে পারে এমত লোক জগতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, যে বিষয়ে চিরকাল ব্যাপৃত থাকা হয়, তাহা হইতে একবারে স্বতন্ত্র হইয়া বিষয়ান্তরে নিরন্তর নিবিষ্টচিত্ত হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। বৃদ্ধেরা, বা কেহই নিরন্তর ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মচিন্তা করিতে পারেন না এবং প্রতিনিয়ত শাস্ত্রচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলনের ক্ষমতাও বৃদ্ধদিগের তত থাকে না। সুতরাং সংসারে একবারে নিঃসম্পর্ক হইতে হইলে জীবন নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া ক্লেশের আর সীমা থাকে না। অতএব তথাবিধ বৈরাগ্য অবলম্বন করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। তবে, ইতর বয়োবস্থায় সংসারে যত দূর আসক্ত থাকা হয়, তাহা অপেক্ষা শিথিলানুরাগ হওয়া, ও কার্য্যসীমা সঙ্কুচিত করিয়া আনা, বৃদ্ধদিগের কর্ত্তব্য। অতএব বৃদ্ধগণ! তোমরা যে ব্যবসায়ে চিরজীবন যাপন করিয়াছ, তাহা এক-বারে পরিত্যাগ করিও না; তোমাদিগকে তাহার সমুচিত অনুষ্ঠান রাখিতে হইবে। কিন্তু সাবধান, যেন তাহাতে আর প্রগাঢ় অনুরাগ না হয়। কর্ম্ম করিবার শক্তি যেমন ক্ষীণ

হইয়া আসিয়াছে, তোমাদিগকে সেই অনুসারেই শিথিলপ্রযত্ন হইতে হইবে। তোমরা এ সময় সামাজিক কার্য্যের ঘোরতর আড়ম্বর হইতে ক্রমে অবসৃত হইয়া স্বীয় সাংসারিক কার্য্যেই যথাসাধ্য ব্যাপৃত হও, ও ধর্ম্মকর্ম্মে সবিশেষ মনোভিনিবেশ কর, তাহা হইলে শক্তিহ্রাসানুক্রমে পৃথিবীর ঝঞ্চাট সকল তোমাদিগের নিকট হইতে স্বতই বিদূরিত হইয়া যাইবে।

২য়তঃ। অসময়োচিত আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করা বৃদ্ধদিগের কর্ত্তব্য। সানন্দভাব বার্দ্ধক্যের ভূষণ ও পুণ্য প্রকৃতির অসাধারণ লক্ষণ; কিন্তু যৌবন-প্রমোদ হইতে উহার বিস্তর বৈলক্ষণ্য আছে। কতকগুলি কাজ যৌবনে সুন্দর দেখায়, প্রাবীণ্যে কিঞ্চিৎ নিন্দনীয় হয়; কিন্তু বার্দ্ধক্য তাহাতে অত্যন্ত উপহাসাস্পদ ও দোষাশ্রিত হয়। যাঁহারা বার্দ্ধক্যে সুখী হইবার নিমিত্ত যৌবনোচিত আমোদ-প্রমোদে রত হন, পলিত-সুলভ সম্মানে তাঁহাদিগকে অবশ্যই বঞ্চিত হইতে হয়। অসময়োচিত কার্য্য করিতে গিয়া ক্রমে মর্য্যাদার হানি হয়, এবং মানাপমানেরও আর তাদৃশ অনুভব থাকে না। সুতরাং যেন পুনর্ব্বার যৌবন ফিরিয়া আসিল এমত ভাবে তাঁহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে থাকেন, ও পরিশেষে অত্যন্ত পাপাসক্ত হইয়া পড়েন। তবে বিশ্রামার্থ সমুচিত আমোদ করা বৃদ্ধবয়সেও আবশ্যক, তাহাতে হানিও নাই। অতএব বৃদ্ধগণ! অসময়োচিত অন্যায় আমোদে প্রবৃত্ত হওয়া তোমাদিগের বিধেয় নহে, সুখসম্ভোগের নিমিত্ত তোমরা যত অন্যায় আমোদ করিবে, জরা তত শীঘ্রই পরাভূত করিয়া বসিবে, এবং শারীরিক ও মান-

সিক গ্লানি ততই অধিক সহিতে হইবে। তোমরা নিশ্চয় জানিবে, সাচ্ছন্দ্য, নিঃশঙ্কা ও সম্মান এই তিনটী এ কালের প্রধান সুখের কারণ, উহার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইলে কখনই সুখী হইতে পারিবে না।

৩য়তঃ। সমাজের হিতার্থ যথাসাধ্য শ্রম করা বার্দ্ধক্যের একটী প্রধান কার্য্য। ঈদৃশ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে বৃদ্ধাবস্থা সুখ সচ্ছন্দে নীত হইতে পারে। বৃদ্ধগণ! তোমরা সুদীর্ঘকাল, দেখিয়া শুনিয়া, স্বয়ং ভোগ করিয়া, যত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, তরুণদিগকে তদনুসারে উপদেশ দেওয়া, সম্ভাবি বিপদে তাহাদিগকে সতর্ক করা, এবং দেশের রীতিনীতি সংশোধন ও সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে যথোচিত যত্ন পাওয়া তোমাদিগের কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে সমাজের প্রচুর উপকার হইবে, এবং আপনারাও পরম সম্মানে গৌরবে কাল কাটাইতে পারিবে। কিন্তু ঐ সমস্ত কার্য্যকালে নিষ্ঠুর ও কঠিনচেতা হইলে চলিবে না। সেরূপ হইলে, তরুণজনসভায় তোমাদিগের কোন কথাই রক্ষা পাইবে না। শুদ্ধ বৃদ্ধদিগের সমুপস্থিতিই তরুণগণের সুখের অন্তরায়। বৃদ্ধদিগের রীতিনীতির উপর তরুণদিগের একটী স্বতঃসিদ্ধ বিদ্বেষ-বুদ্ধি থাকে। তাহাতে আবার সাতিশয় নিষ্ঠুর ও কঠিন হৃদয় হইলে, তাঁহাদিগের সমুদয় উপদেশ সুতরাং নিষ্ফলই হয়। অতএব তরুণদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্য ব্যবহার করা ও তাহাদিগের সদ্ভিভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য করাই বৃদ্ধদিগের কর্ত্তব্য। যদি তোমরা তরুণদিগের প্রকৃত হিতৈষী হও, ও তাহাদিগকে বশংবদ করিতে চাও, তাহা-

দিগের যথাযোগ্য আমোদ-প্রমোদে অনুমোদন করিতে হইবে। কঠোর নিয়মপর হইলে, তাহাদিগের নিকট কথনই ইষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিবে না। গুরুজন শান্ত, প্রসন্ন ও সানন্দভাবসম্পন্ন হইলে, যুবারা আপনা হইতেই বশীভূত হয়। তথাবিধ সৎস্বভাবসম্পন্ন বৃদ্ধেরা সর্ব্বত্র সমান সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন। সামাজিক রীতি পরিশোধন ও সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহারাই উপযুক্ত পাত্র। সন্ধ্যাসময় চন্দ্রকলা শোভিত হইলে, সকলেরই আনন্দকর হইয়া থাকে। জরাগমে, যথন শরীর দুর্ব্বল ও বাহ্যসৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, এবং উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় হীনপ্রভ ও অস্তমিতপ্রায় হয়, সে সময় তথাবিধ গুণজ্যোতি লোকলোচনের নিতান্ত স্পৃহণীয় হইয়া থাকে; তাদৃশ গুণশালী বৃদ্ধগণ লোকের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ। তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তনে লোকের স্বতই অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। যে যত উদ্ধত ও যতই অহঙ্কৃত হউক, বয়োজ্ঞান-জ্যেষ্ঠ সাধুর নিকট তাহাকে অবশ্যই নত হইতে হয়। গুণবান্ ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ, রাজা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। রাজা কঠোর শাস্তি দিয়া যাহাদিগের চরিত্র পরিবর্ত্ত করিতে পারেন নাই, বৃদ্ধেরা শুদ্ধ বিনয়-সমন্বিত উপদেশদানে তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের এমনই একটী ঈশ্বরদত্ত বা প্রকৃতিসিদ্ধ শান্ত তেজস্বিতা থাকে যে, অতি নির্লজ্জ দুষ্টাচার পামরেরাও তাঁহাদিগের সমক্ষে লজ্জিত ভীত ও নত হইয়া পড়ে।

৪র্থতঃ। পারমার্থিক কার্য্যে একান্ত যত্নপর হওয়া বার্দ্ধক্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব তোমরা

সামাজিক কার্য্যে উক্তমতে ব্যাপৃত থাকিবে, সে সময় সাত্ত্বিক কার্য্যেরও সমুচিত অনুশীলন রাখিবে। যৌবন-কালাবধি যত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ সেজন্য অনুতাপ করিবে, ও অবশিষ্ট জীবিতকাল, যাহাতে অকলঙ্কিত নীত হয় তন্নিমিত্ত সাবধান হইয়া চলিবে। দেখ তোমরা সংসারের কুহকে অনেকবার পড়িয়াছ; এবং স্বাত্মকার্য্য বিস্মৃত হইয়া অনেক-বার বিমুগ্ধবৎ ব্যবহার করিয়াছ; এখন যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর সেই মোহিনী মায়ায় বিমোহিত হওয়া উচিত হয় না। সংসারের কুহকে ভ্রান্তি জন্মিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সেই বিশ্ববিমোহিনী মায়া-ভূমি ছাড়াইয়া বহু-দূর আসিয়াছ, এসময় প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধান কর ও আত্মাকে অবিনশ্বর বিবেচনা করিয়া, নিজ নিজ চরিত্র সংশোধনে ও পুণ্য-সঞ্চয়নে যত্নবান্ হও। সংসারের অন্যান্য কার্য্য সকল তোমাদিগের পক্ষে অবসিতপ্রায় হইয়া আসি-তেছে; ইন্দ্রিয়োপভোগে আর সুখী হইতে পারিবে না। এ সময়ের সুখের সামগ্রী অন্যপ্রকার। ভাল, তোমরা কি অক্ষুব্ধহৃদয়ে বলিতে পার, জগদীশ্বরে তোমাদিগের অকৃত্রিম অনুরাগ, ঐকান্তিক ভক্তি ও নির্ম্মল শ্রদ্ধা আছে? এবং আজন্ম সমস্ত কর্ম্ম যথাজ্ঞান সম্পন্ন করিয়া আসিতেছ? সেই শেষ দিন, যে দিনে পৃথিবী হইতে মহাযাত্রা করিতে হইবে, সমস্ত প্রিয়জন বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এবং সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরের নিকট সমস্ত কার্য্যের পরিচয় দিতে হইবে, সেই দিন মনে হইলে কি তোমা-দিগের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ভীতির সঞ্চার হয় না? অতীত

জীবন-বৃত্তান্ত স্মরণে পুণ্যবান্ ও পাপাত্মার ভাবগত অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে যে কিছুমাত্র ভয়, ক্ষোভ ও লজ্জার উদয় না হয় এমত লোক পৃথিবীতে কেহই নাই। যেমন কোন ব্যক্তি উচ্চ গিরিশৃঙ্গে উঠিয়া উষর প্রদেশের উপর দৃষ্টিপাত করিলে অধিকাংশ স্থল বালুকাময়, জঙ্গলময়, ও ইতস্তত: স্বল্প ভূগণ্ডমাত্র অসম্পূর্ণ শস্যশালী দেখিতে পায়; বৃদ্ধাবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যঙ্মুখ হইলে, আত্মজীবন-বৃত্তান্তও সাধারণ্যে সেইরূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব যদি তোমরা পরমার্থ সংগ্রহ করিতে ও সুখী হইতে চাও, তবে এই বেলা মনে মনে আত্মকৃত দুরিত স্বীকার করিয়া করুণানিধান ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ কর; তাহা হইলে চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মিবে; অবশিষ্ট জীবিতকাল নিষ্কলঙ্করূপে সুখসচ্ছন্দে যাইবে; এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে অক্ষুব্ধহৃদয়ে নির্ভয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়া নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত সুখধামের অধিকারী হইতে পারিবে! অসামর্থ্য প্রযুক্ত এ অবস্থায় অনেক সময়েই তোমাদিগকে অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিতে হয়, অতএব উক্তবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রকৃত অবসরই এই।

তৃতীয়তঃ। সান্ত্বনা।

জরাবস্থায় যে সমস্ত ক্লেশ স্বভাবতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে ধৈর্য্যাবলম্বন ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করাই বিধেয়। তোমরা যখন পূর্ব্বে আপনাদিগের বর্ষ গণনা করিতে, তখনই ত জানিতে যে, এই অবস্থা অবশ্যই আসিবে। জরাবস্থা

নিতান্ত অচিন্তিত-পূর্ব্ব নহে; ইহা তোমাদিগকে সহসাও আক্রমণ করে নাই। প্রত্যুত এই অবস্থাটী তোমাদিগের ইষ্টপূর্ব্বই বলিতে হইবে। কেননা দীর্ঘজীবী হইবার অভিলাষ তোমাদিগের চিরকাল প্রবল হইয়া রহিয়াছে। এখন সেই অভিলষিত অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়াতে দুঃখের বিষয় কি? আরও দেখ, এই জরা-ক্লেশ জীবমাত্রেরই আছে, কেবল তোমাদিগের বলিয়া নহে। অতএব জগদীশ্বর শুদ্ধ তোমাদিগের নিমিত্ত ঐ সাধারণ নিয়মের অন্যথা করিতে পারেন না। কি উদ্ভিজ্জ, কি স্বেদজ, কি অণ্ডজ, কি জরায়ুজ, ঐ নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান। জন্য পদার্থমাত্রেরই ক্রমে বৃদ্ধি ও পরিণতি হয়, এবং নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত গিয়া পরিশেষে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। যেমন হেমন্তে ব্রীহি পক্ক হইলে ভূতলে নত হইয়া পড়ে, ও শীতাবসানে পর্ণচয় বিবর্ণ ও ক্রমে শুষ্কবৃন্ত হইয়া স্খলিত হয়; মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তুর পক্ষেও সেইরূপ। পৃথিবীতে যত লোক জন্মিয়াছিলেন ও জন্মিবেন, সকলেই ঐ এক নিয়মের অধীন। কিছুকাল হৃষ্ট পুষ্ট ও প্রফুল্লভাবে থাকিয়া সকলকেই যথাকালে ক্ষীণ ও বিলীন হইতে হয়।

আর "অন্যান্য অবস্থায় সকলই সুখ, দুঃখমাত্র নাই, বৃদ্ধাবস্থাটী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত" এমত কখনই মনে করিও না। সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই আছে; উহার অধিকাংশই লোকের আত্মকৃতি-সম্ভূত হইয়া থাকে। যাহাদিগের হৃদয়ে প্রকৃত সুখবীজ অঙ্কুরিত না হইয়াছে, তাহারা কোন অবস্থাতেই সুখী হইতে পারে না। তাহারা স্থির যৌবন প্রাপ্ত হইলও, রিপুগণের বশীভূত হইয়া এত অত্যাচারী হয়, যে, সেই যৌবন

তাহাদিগের ঘোরতর ক্লেশেরই কারণ হয়। এবংবিধ লোকে যে বৃদ্ধাবস্থায় পরমদুঃখী হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? বস্তুতঃ ঐরূপ লোকেই আপনাদিগের বৃদ্ধ বয়সটীকে ভয়ঙ্কর ক্লেশকর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ও কখন কখন ঈশ্বরের প্রতিও দোষ দেন। কিন্তু সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, সেই সমস্ত ক্লেশ তাঁহারা আপনাদিগের পূর্ব্বকৃত অসৎকার্য্যেরই পরিণাম বলিয়া বুঝিতে পারেন। আজীবন অত্যাচার করাতেই তাঁহাদিগকে তত ক্লেশ-ভাগী হইতে হইয়াছে। ফলতঃ যাঁহারা সেইরূপ অত্যাচারে পরাঙ্মুখ, যাঁহারা সাধ্যানুসারে প্রাকৃতিক নিয়ম পালনে ত্রুটি করেন না, সেই সাধুদিগের ভাব অন্যবিধ। বার্দ্ধক্য তাঁহাদিগের পক্ষে কখনই তত ক্লেশকর হয় না। সুখবল্লী তাঁহাদিগের হৃদয়ে চিরপুষ্পিত থাকে, কোন বিশিষ্ট কাল ও বিশিষ্ট অবস্থার অপেক্ষা রাখে না; প্রবল জরাসন্তাপেও সে সুখবল্লীর গ্লানি জন্মাইতে পারে না।

তবে, যৌবনকালে যেপ্রকার আমোদপ্রমোদ ও যেরূপ ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগ করিতে, এখন আর সেরূপ পার না, ও করিবার শক্তিও নাই সত্য; উহা দুঃখের বিষয়ও বটে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, উহার পরিবর্ত্তে তোমাদিগের কেমন নিরুপদ্রব শান্তি সুখের সময় আসিয়াছে। ভয়ানক নৈরাশ্য ক্লেশ, যাহাতে সর্ব্বদাই পড়িতে হইত, এক্ষণে, তাহা কতদূর নিরাকৃত হইয়াছে। যৌবন দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ভাবিয়া দেখ, উহা ভ্রমকুমমদাদি-জনিত উৎপাতসমূহে কতদূর সঙ্কুল থাকে। তরুণ-বয়সে সুখাভাসে আসক্ত হইয়া লোকে যত দুঃখ পায়, ততই নিরুপদ্রুত সুখের অনুসন্ধান

করে, ও ততই শান্তিক্ষেত্র বার্দ্ধক্যের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। বস্তুতঃ জগদীশ্বর কোন অবস্থাই নিরবচ্ছিন্ন সুখের বা দুঃখের জন্য অবধারিত করেন নাই। বৃদ্ধাবস্থায় যেমন কতকগুলি সুখসামগ্রী নষ্ট হয়, তেমন পূর্ব্বতন দুঃখ-সামগ্রীও অনেক যায়, এবং যেমন কতকগুলি অভিনব ক্লেশ-সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমন কতকগুলি নূতন সুখ-সামগ্রীও আসিয়া দেখা দেয়। দেখ, যে সমস্ত রিপু প্রবল হইয়া পূর্ব্বে শান্তি-সুধা কলুষিত করিত, এখন আর তাহা-দিগের কোন উপদ্রব নাই; ভাগ্যসম্পত্তির অনুসরণে পূর্ব্বে লোকের সহিত যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিভাব ও বিবাদ বিসম্বাদ হইত, ও তন্নিবন্ধন যত কষ্ট স্বীকার করিতে, এখন উহার আর কোন সম্পর্কই নাই। বিষয়-কার্য্যঘটিত ঘোরতর উৎকণ্ঠা, সাতিশয় উদ্বেগ, ও অনর্থাপাতের ভয়, যাহাতে অন্তঃকরণ পূর্ব্বে সর্ব্বদা নিতান্ত উৎকলিত থাকিত, এখন সে সকল সর্ব্বথা বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই বিপজ্জাল-সঙ্কুল স্থান ছাড়াইয়া দূরে আসিয়াছ; সংসার-সাগরে পাড়ি জমিয়াছে, শান্তিপ্রধান নিরুপদ্রব তীর্থে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছ। এখন নির্ভীকহৃদয়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, কত অসঙ্খ্য ব্যক্তি তোমাদিগের ন্যায় প্রবল তরঙ্গে পড়িয়া নিমগ্নোন্মগ্ন হইতেছে। তোমরা এরূপ স্থানে রহিয়াছ, যে, তাহার আর কোন আশঙ্কাই নাই।

অনেকে বলিয়া থাকেন বার্দ্ধক্য অনাদরের কারণ, বৃদ্ধ-দিগকে সকলেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যাঁহারা আজীবন সাধু ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব-কালেই সমুচিত সম্মানিত ও সমাদৃত হইতে দেখা যায়, বরং

বৃদ্ধ হইলে সেই সম্মান ও সমাদর অধিক হইবারই সম্ভাবনা। বার্দ্ধক্য, অসাধুতা ও অবিজ্ঞতা দূষিত না হইলে, কখন অবজ্ঞাস্পদ হয় না। বরং গৌরব-সম্বর্দ্ধনের অন্যতম উপায় বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। বলী-পলিতাদি-বিকারে শরীরের সৌন্দর্য্য নষ্ট করে সত্য, কিন্তু উহা মহিমার কিছুমাত্র হানিকর হয় না। জ্ঞানবান্ ধার্ম্মিক বৃদ্ধকে কখনই উপেক্ষিত হইতে হয় না; তথাবিধ ব্যক্তি সমাজের অধিনেতৃপদে প্রায়ই অধিষ্ঠাপিত হইয়া থাকেন। কত বৃহৎ বৃহৎ বংশ ও পরিবার, তথাবিধ বৃদ্ধ জনের অধীন থাকিয়া, কেমন শান্তিসুখে কালাতিপাত করিতেছে! কত কত সমাজ তাঁহাদিগের পরামর্শে পরিচালিত হইয়া, সর্ব্বথা সভ্যতাপদবী লাভ করিতেছে! তাদৃশ বৃদ্ধ জনের মৃত্যু, একজন যুবা পুরুষের মৃত্যু অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়া থাকে।

ইহা সত্য যে, তোমাদিগের সুখের সীমা পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, অদ্যাপি যে সুখসামগ্রী রহিয়াছে, তাহাও অল্প নহে। পরিমিত আমোদ আহ্লাদ করিতে তোমাদিগের কোন বাধা নাই, তোমরা অদ্যাপি উহাতে আনন্দিত হইতে পার। পরস্পর সদালাপে ও সামাজিক কার্য্য সম্বন্ধেও তোমাদিগের প্রচুর আনন্দ উপার্জ্জন হইতে পারে। জ্ঞানতৃষা অদ্যাপি যেরূপ প্রবল রহিয়াছে, ও উহা চরিতার্থ করিবার যেপ্রকার অবসর পাইয়াছ, তাহাতেও অনেক সুখলাভ হইতে পারে। আর, এক্ষণে অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ বাড়িয়াছে, চিন্তা-শক্তিও সুতীক্ষ্ণ হইয়াছে। সংসারকাণ্ডে প্রবেশিয়া অবধি তোমাদিগের সমক্ষে যত অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে, রাজ্যে ও সমাজে যত উপপ্লব হইতে

দেখিয়াছ, মনে মনে তৎসমুদায়ের আন্দোলন কর। পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান আচার ব্যবহারের পরস্পর তুলনা কর, ও উভয়ের গুণ দোষ বিচার করিয়া দেখ। প্রকৃতি-পরিপালনের প্রণালী, বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতি, সামাজিক রীতি নীতি, ও লোকের মত সিদ্ধান্ত ও চলন বলন প্রভৃতি ব্যাপার সকল, যেরূপে ও যে যে কারণে, উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে ভাবিয়া দেখ। এবং জগতের যাবতীয় বিষয়ে ঈশ্বরের কেমন অক্ষুণ্ণ প্রভুতা রহিয়াছে, ও কি আশ্চর্য্য নিয়মে জগৎ প্রতিপালিত হইতেছে, যতদূর পার, সবিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ ও তত্ত্বানুসন্ধান কর। তাহা হইলে প্রচুর বিজ্ঞান সহকারে অসীম আনন্দ উপার্জ্জন হইবে সন্দেহ নাই।

বৃদ্ধবয়সের আরও অনেক সুখসামগ্রী আছে। বৃদ্ধেরা প্রজাপরিবৃত রাজার ন্যায় সন্তানসন্ততি ও প্রিয়বন্ধুবর্গে সর্ব্বদা বেষ্টিত হইয়া থাকেন। সকলেই তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সম্মান ও সমাদর করে এবং তাঁহাদিগের শুশ্রূষায় সকলেই নিযুক্ত থাকে। সাধু বৃদ্ধদিগকে কাহারও অসূয়ার পাত্র হইতে, ও আত্মনিন্দা-শ্রবণের কষ্ট সহিতে, হয় না। গুণবান্ সাধু বৃদ্ধের অনুগমন করা লোকে শ্লাঘনীয় বলিয়া স্বীকার করে। অতএব তোমাদিগের এখন সেই সুসময় উপস্থিত হইয়াছে, তোমাদিগের কার্য্যভার অপরে বহন করিতেছে, এক্ষণে বিষয়-দুশ্চিন্তা-রহিত হইয়া অমৃতময়ী ঈশ্বর-চিন্তায় সবিশেষ নিবিষ্ট-মনা হও, ও অবশিষ্ট জীবিতকাল সুখে যাপন কর। জগদীশ্বর আর্ত্তব কুসুমের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নপ্রকার সুখের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। এক ঋতুতে অন্য ঋতুর কুসুম অনুসন্ধান

করা ও এক অবস্থায় অবস্থান্তরীণ সুখের ইচ্ছা করা, উভয়ই সমান প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; তাদৃশ অনুচিতাভিলাষী ব্যক্তি কোন কালেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। তাহাকে সর্ব্বকালেই নৈরাশ্যনিবন্ধন ক্লেশ পাইতে হয়। অতএব তোমাদিগের এই অবস্থায় যে সমস্ত সুখ নি[illegible]হইয়াছে, তাহারই আশা কর; তদ্ভিন্ন আশা দুরাশামা[illegible], ও শুদ্ধ দুঃখেরই কারণ।

এস্থলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ও তাহা অনেক অংশে প্রকৃতও বটে যে, যত দিন মনুষ্য অত্যন্ত জরাজীর্ণ না হয়, তত দিনই উক্তবিধ উপায় সকল অবলম্বন করিতে পারে। শরীর একান্ত বলহীন, ও বুদ্ধিবৃত্তি বিচলিত ও নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, উক্তবিধ সুখাস্বাদনের ক্ষমতা থাকে না। তখন কেবল ক্লেশেই কালক্ষেপণ করিতে হয়। কিন্তু ইহা স্থির সিদ্ধান্ত আছে, জরাজীর্ণ ব্যক্তি প্রকৃত সাধু হইলে, তথাবিধ ক্লেশমধ্যেও তাঁহার এক প্রবল ভরসার স্থল থাকে। তাঁহার প্রধান ভরসা এই যে, আর তাঁহাকে অধিক দিন ক্লেশকণ্টকাকীর্ণ সংসার-পথে বিচরণ করিতে হইবে না, আর অধিক দিন এই মলবাহী ক্ষণভঙ্গুর দেহভার বহিতে হইবে না। তাঁহার চিরজীবন-পরিষেবিত সেই আশা-লতা সত্বর ফলবতী হইবে, এবং সকলরোগহর নিখিল-দুঃখবিনাশী চরমৈকসুহৃৎ মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে অচিরাৎ নিত্যধামে লইয়া যাইবে। যে সমস্ত বৃদ্ধ এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁহাদিগের ঈশ্বরে এরূপ দৃঢ়-শ্রদ্ধা ও অবিচলিতভক্তি থাকে, তাঁহাদিগের মনের ভাব অত্যন্ত পুণ্যপূত, ও অন্তরাত্মা অতীব উন্নত, জরাক্লেশে তাঁহাদিগকে কখনই অভিভূত করিতে পারে না।

মৃত্যু।

মৃত্যু কি ভয়ঙ্কর! এই শ্রুতিকঠোর শব্দ শ্রবণমাত্র মনোমধ্যে কি ভয়ানক ভাবের আবির্ভাব হয়! ইহাকে সম্মুখীন দেখিলে প্রায় সকলেই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চকিত ও ত্রাসিত হইয়া উঠে। ইহাকে লোকে পরম শত্রু বিবেচনা করে, এবং অজেয় জানিয়াও ইহার সহিত বিগ্রহ করিতে কেহই ত্রুটি করে না, ও কেহই সহজে ইহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে চাহে না। বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও, অনেকে ইহার সাক্ষাৎকারে, যাবতীয় সুখসম্পদ একপদে তিরোহিত হইল মনে করিয়া, একবারে নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। এ স্থলে, কেবল তত্ত্ববোধ-শাস্ত্রে অবিশ্বাস, এবং তাহার অনুশীলন ও তদনুযায়ী কর্ম্ম না করাই একমাত্র কারণ প্রতীয়মান হইতেছে।

যাঁহাদিগের তত্ত্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, যাঁহারা তাহার অনুশীলন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, মৃত্যু-সন্নিধানে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ তথাবিধ বিচলিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মৃত্যুর নাম শ্রবণ জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞানী-দিগের কর্ণ-কুহরে প্রিয়জন-বাক্যের ন্যায় অমৃতায়মান জ্ঞান হয়, এবং মৃত্যুর সন্নিধান বান্ধব-সমাগমের ন্যায় তাঁহাদিগের আনন্দ-বর্দ্ধন হয়। যে মৃত্যু ইতর যাবতীয় ব্যক্তির পক্ষে মহাকঠোর-দর্শন, তাঁহাদিগের সমক্ষে তাহা অতি শান্তমূর্ত্তি প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব যখন, সর্ব্বপদস্থ সকল লোককেই মৃত্যুসহ সাক্ষাৎ করিতে হইবে; বল, বুদ্ধি,

বিদ্যা, চতুরতা, কল, কৌশল, কিছুই ইহার নিকট খাটিবে না স্থির সিদ্ধান্ত রহিয়াছে; তখন, যে উপায়ে তত্ত্বজ্ঞানী ধার্ম্মিকগণ সহজে ইহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন, তাহার অনুসন্ধান ও অনুসরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

মৃত্যু-বিষয়িণী চিন্তায় তাদৃশ আমোদ নাই সত্য, কিন্তু এত দূর লাভ আছে যে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই উহা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন। জীবনের পরিণতি একটী গুরুতর বিষয়; এবংবিধ বিষয়ের চিন্তা একবারে পরিহার করা ও তাহাতে আজীবন সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া থাকা অত্যন্ত অসম্ভব। বস্তুতঃও, ইহার প্রতি বিশিষ্ট দৃষ্টি না থাকিলে, লোকের সংসারযাত্রা কখনই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেই উহার যথোচিত চিন্তা করিয়া থাকেন। মৃত্যুর চিন্তন ভয়াবহ মনে করিয়া যাহারা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করে, তাহারা সাতিশয় ক্ষীণ-চেতা, ভীরু ও অত্যন্ত নির্ব্বোধ। কারণ, যাহা অবশ্যই ঘটিবে, ও যাহাতে সাংসারিক যাবতীয় কার্য্যের অবসান হইবে, তাহা একবারে ভুলিয়া থাকা অত্যন্ত অসঙ্গত। অতএব যদি তত্ত্ববোধশাস্ত্র পর্য্যালোচনাদ্বারা মৃত্যুর স্বরূপ নিরূপণ করিয়া তদ্গত ভয় পরাজয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে যথার্থ সাহসিতা ও মহাপ্রাণতা প্রকাশ হয়, এবং তাহা হইলেই প্রকৃত ধীমানের কার্য্য করা হয়।

মৃত্যুর স্বরূপ চিন্তা করিতে গেলে মনোমধ্যে তিনটী ভাবের উদয় হয়। শরীর হইতে আত্মার সংযোগবিরহ, বর্ত্তমান জীবিতাবস্থার শেষ, এবং কোন এক অপরিচিত

স্থানে উপস্থিতি। প্রথমটী শারীরিক অত্যন্ত যন্ত্রণাকর, দ্বিতীয়টী পরম পরীতাপকর, তৃতীয় ঘোরতর ভয়ঙ্কর রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এ স্থলে, অনেকেই পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন, জগদীশ্বর পরম করুণাময় ও মঙ্গলময়, তিনি জীবনের পরিণাম কেনই এত ক্লেশকর করিয়া সৃষ্টি করিলেন? তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই ইহার অন্যথা করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ, পাপের ফল দুঃখ ও পুণ্যের ফল সুখ, এ স্থলে তাহার কোন ইতর বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তিনি সকলের প্রতি কিনিমিত্তই একবিধ ব্যবস্থা করিলেন? মৃত্যুর আপাত-পরিচিন্তনে সকলেরই অন্তঃকরণে এইপ্রকার ভাবোদয় হইতে পারে, কিন্তু যদি প্রণিধানপূর্ব্বক এ বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে জগদীশ্বরের এই নিয়মটী কখনই বিসঙ্গত বলিয়া বোধ করিতে পারা যায় না। তিনি যে সমস্ত উপাদানসামগ্রী-সমবায়ে মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছেন, এ অবস্থায় সকলগুলিরই সম্পূর্ণ উপযোগিতা আছে। মনুষ্যের সংসার-যাত্রা যথা-নিয়মে সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হওয়াই সে সমুদায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মৃত্যুভয় জীবনের প্রধান রক্ষক। মনুষ্যের জীবনরক্ষার বাসনা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, ও সর্ব্বদা জাগরূক থাকে, এবং তিনি যে তদ্বিযোগাশঙ্কায় সতত সাবধান থাকেন, ও তন্নিমিত্ত বহুতর ক্লেশ স্বীকারেও কাতর বা পরাঙ্মুখ হন না, মৃত্যুগত তথাবিধ ভয়ই তাহার এক প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। এইরূপ, সমাজের শান্তিরক্ষা বিষয়েও, মৃত্যুভয়কে অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মৃত্যু তথা-

বিধ ভয়ঙ্কর না হইলে রাজ্যশাসন ব্যাপার এমত সুশৃঙ্খল-রূপে কোন ক্রমেই নির্ব্বাহ হইতে পারিত না। নীতিপথ-ভ্রষ্ট দুর্ব্বৃত্ত মানবেরা স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার করিত। অত্যাচার নিবারণের চরম উপায় প্রাণদণ্ড অতি অকিঞ্চিৎকর-বোধে নিতান্ত অবধীরিত হইত; দুষ্টেরা আপনাদিগের দুরভি-সন্ধিসাধনে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইত না। সুতরাং মনুষ্যসমাজের দুর্গতির আর পরিসীমা থাকিত না। জগদী-শ্বর মনুষ্যদিগের এই সমস্ত পাপাচার নিবারণ, ও সৎপথ-প্রবর্ত্তনের নিমিত্তই মৃত্যুকে উন্নমিত কঠোর দণ্ডের ন্যায় অতি ভীষণভাবে সর্ব্বজনসমক্ষে ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়া-ছেন। অতএব মৃত্যুর তথাবিধ ভীষণ ভাব আমাদিগের হিতার্থই সন্দেহ নাই।

এ স্থলে, ইহাও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, মৃত্যুভয়, যদি মনু-ষ্যের অন্তঃকরণে, অযথোচিত অধিকার করে, তাহা হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে বহুতর অনর্থই হইয়া থাকে। যাহা-দিগের মনোমধ্যে এই ভয় সর্ব্বদা উৎকট, তাহাদিগের সাংসারিক কার্য্য-নির্ব্বাহে অনেক ব্যাঘাত হয়, ও তাহারা কখনই শান্তিসুখের মুখাবলোকন করিতে পায় না। এই নিমিত্ত তত্ত্বার্থদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মগণ মৃত্যুভয়কে এমত দমন করিয়া রাখেন যে, উহা কখনই উদ্বেল হইয়া সাংসা-রিক কার্য্যের ব্যাঘাত বা সুখসম্ভোগের হানি জন্মাইতে পারে না; বরং তৎসমুদায়ের পরিপোষকই হয়। কি যুক্তি-শাস্ত্র, কি ধর্ম্মশাস্ত্র, মৃত্যুভয় দমন করা উভয়েরই উদ্দেশ্য। এ স্থলে অগ্রে বিশুদ্ধ যুক্তি-মূলক বলাবল উল্লেখ করিয়া

পশ্চাৎ অখণ্ডনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মৃত্যু, জন্য পদার্থ মাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম; শরীরী ম[illegible] সকলকেই মরিতে হইবে। বিশ্বকর্ত্তার নিকট হইতে এই নিয়মেই শরীর পরিগ্রহ হইয়া থাকে। অতএব যখন তদীয় দূতস্বরূপ মৃত্যু আসিয়া আহ্বান করিবে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহ্লাদপূর্ব্বক তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য, না করিলে ঐশিক নিয়মে অবজ্ঞা করা হয়। যদি, নির্দ্দিষ্ট কালাপেক্ষা পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিতে পাইলাম না বলিয়া দুঃখিত হইতে হয়, তাহা হইলে জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ত এখানে ছিলাম না বলিয়া দুঃখ করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। বিশ্বনিয়ন্তা মনুষ্যদিগের নিমিত্ত যে সমস্ত মঙ্গলময় ব্যবস্থা করিয়াছেন, গলে-ধৃত হওয়া অপেক্ষা, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার অনুসরণ করা কি উত্তম কল্প নহে?। আর সকল ব্যক্তিই যে নিয়মের অধীন, তাহা হইতে একাকী অন্তরিত থাকিতে ইচ্ছা করা, বা তাহাতে কোনপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করা, কথনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।

এই চতুর্দ্দিকে যত বস্তু বিদ্যমান দেখিতেছ, এ সমুদায়ই বিনশ্বর। গ্রাম, নগর, দেশ, মহাদেশ, প্রভৃতিরও অবস্থিতি-কালের এক এক সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রকাণ্ড-তর মহোচ্চ স্তম্ভ প্রভৃতি, যাহাতে শিল্পকলাকৌশলের পরা কাষ্ঠা প্রকাশিত রহিয়াছে, সমুদায় যথাকালে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। প্রকৃতি-নির্ম্মিত বৃহদাকার ভূধর ও গভীর নীর-প্রবাহসকলও কালক্রমে বিলীন ও ভাবান্তরে পরিবর্ত্তিত

হইবে। অতএব পরিবর্ত্তনশীল বিনশ্বর বস্তুব্যূহের অন্তর্গত হুইয়া, কেবল আত্মদেহমাত্রটীর চিরাবস্থান কামনা করা, কি রূপেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? দেখ, যাঁহারা পূর্ব্বে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সকলেই মৃত্যুপথে যাত্রা করিয়াছেন, এবং অতঃপর যাঁহারা জন্মিবেন তাঁহাদিগকেও যাইতে হইবে। এ বিষয়ে মহাত্মা ও নীচ, ব্রাহ্মণ ও অন্ত্যজ, পুণ্যাত্মা ও পাপী, বলিয়া কোন বিশেষই নাই; সকলকেই সেই এক সাধারণ মহাপথের পথিক হইতে হয়। যে ক্ষণটীতে তুমি মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিবে, কত লক্ষ লক্ষ প্রাণী তোমার সহগামী হইবে এবং কত লক্ষ লক্ষ জড় বস্তু ভিন্নাকারে পরিবর্ত্তিত ও বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব ধরাতল-গত নিখিল প্রাণী ও নিখিল-বস্তু-সাধারণ এই নিয়মটীকে ক্লেশকর ও বিপদ বলিয়া বোধ করা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যেমন শীতাবসানে পুরাতন পর্ণচয় শুষ্কবৃন্ত হইয়া, এবং গ্রীষ্মে ফল সকল সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে ভূতলে পড়ে, সেইরূপ আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে সকলকেই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। ইহা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম; যুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কোন মতেই ইহার অন্যথা সম্ভাবনা করিতে পারেন না।

শরীর হইতে আত্মার বিয়োগসময়ে যে, যাতনা হয় তাহা সত্য, কিন্তু ঐ যাতনা অধিকক্ষণস্থায়িনী নহে, এবং জীবদ্দশায় কোন কোন সময়ে যে সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করা হয়, তাহা অপেক্ষা বড় অধিকও নহে। বরং মৃত্যু অপেক্ষা উহার আড়ম্বর গঙ্গাযাত্রাদি সমারোহ অতীব

ক্লেশকর ও ভয়ঙ্কর। আর ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত আছে, মনো-বৃত্তিবিশেষের সমুদ্রেকে অন্তঃকরণ উত্তেজিত ও উদ্দাম হইয়া উঠিলে, মৃত্যুভয় স্পর্শও করিতে পারে না। দেখ, যখন যশোভিলাষ উৎকট হয়, তখন লোকে কত আহ্লাদ পূর্ব্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। সম্ভোগাভিলাষের ঔৎ-কট্যে কামুকগণ মৃত্যুকে কত দূর তৃণজ্ঞান করে। দুষ্ক্রিয়া-নিবন্ধন লজ্জা বা অপমানের ভয় প্রবল হইলে, লোকে কত ব্যগ্র হইয়া মৃত্যুর শরণাগত হয়। প্রতিহিংসা বা ক্রোধ-বেগ উৎকট হইয়া উঠিলে মৃত্যুর প্রতি কতদূর তাচ্ছিল্য বোধ হয় এবং প্রিয়-বিয়োগ-শোক উদ্বেলিত হইলে লোকে কত আগ্রহাতিশয়পূর্ব্বক বারংবার মৃত্যুকে আহ্বান করে। এখন বিবেচনা কর দেখি, এই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া যে মৃত্যুভয় পরাজয় করিয়া থাকে, তাহার নিকট মহাপ্রভাব-শালিনী যুক্তিধীর ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির পরাভব স্বীকার কত দূর বিসদৃশ।

ইহাও সামান্য অসঙ্গত নহে, অনেকে, জীবন ধারণ অত্যন্ত ক্লেশকর বলিয়া, সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করেন, (উহা বস্তুতঃ তাঁহাদিগের পক্ষে ঐরূপই সত্য,) কিন্তু আবার সমস্ত ক্লেশের মহৌষধ মৃত্যুর প্রতিও তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বিদ্বেষ করিতে দেখা যায়। কি আশ্চর্য্য! যাহাদিগের বাঁচিয়া কোন সুখ নাই, কেবলই দুঃখ, তাহারাও দীর্ঘজীবী হইবার বাসনা করে। এমন কি, যাহারা বহুকাল শূল-বেদনাদি অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্ত, শীর্ণ, জীর্ণ, ও অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হইয়াছে; যাহা-দিগকে প্রতিনিয়তই রোগবেগে অসহ্য যাতনা সহিতে হই-

তেছে; যে সমস্ত কুষ্ঠীর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-পূর্ণ ও রোগধর্ম্মে নাসা, কর্ণ, অঙ্গুলি প্রভৃতি গলিত হইয়া গিয়াছে; যে সমস্ত বৃদ্ধ অন্ধ, গতিশক্তিহীন ও নিরাশ্রয় হইয়া, বৃক্ষমূলে পড়িয়া আছে, এমন কেহ নাই যে এক ধার জল দিয়া জিজ্ঞাসা করে; এবংবিধ দুরবস্থ মহাবিপন্নেরাও অনেকে জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে চাহে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বোধ হইতে পারে যে, মৃত্যুই তাহাদিগের সেই অবস্থার একমাত্র বন্ধু, মৃত্যুই তাহাদিগের সেই সমস্ত ভীষণরোগ-বিমোচনের একমাত্র ঔষধ এবং মৃত্যুই সেই সমস্ত জ্বালা-নির্ব্বাপণের একমাত্র উপায়। মৃত্যু ভিন্ন তাহাদিগের পরিত্রাণ করা আর কাহারও সাধ্য নহে।

বস্তুতঃও, দীর্ঘজীবনে কেহই সুখী হইতে পারে না। অনেকে, চরম বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত, জীবিত থাকিয়া সাংসারিক সুখে সমধিক সুখী হইবার বাসনা করেন, কিন্তু বিবেচনা করেন না যে, তাদৃশ দীর্ঘকাল সুখে অতিনীত করা কখনই সম্ভবিতে পারে না। যিনি অধিক দিন বাঁচেন, তাঁহাকেই অধিক শোকসন্তাপ সহ্য করিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ জরাবস্থা কোন মতেই সুখের হইতে পারে না। যে কালে অঙ্গ সকল শিথিল ও বিকলপ্রায় হয়, ইন্দ্রিয়গণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, অন্তরাত্মা দুর্ব্বল হন, জরা-সহোদর ভয়ঙ্কর রোগ সকল প্রবল হইয়া উঠে, শারীরিক ও মানসিক সচ্ছন্দতার একবারে অবসান হইয়া যায়, তাহাতে কিরূপেই সুখোদয় হইবে? তাদৃশ দুঃখের অবস্থা কখনই ধীমানের প্রার্থনীয় হইতে পারে না। তদানীন্তন সমস্ত সামগ্রী শুদ্ধ. ক্লেশেরই

হেতু হয়। পক্ষান্তরে একমাত্র দুঃখ এই যে, তুমি মরিতেছ; কিন্তু যদি তোমার অত্রত্য অবস্থার প্রতি একবার সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ কর, তাহা হইলে দুঃখ করিবার সামগ্রী অপেক্ষাকৃত এইখানেই অনেক দেখিতে পাও।

আর ইহাও জানিবে, যদি মনুষ্য একটী নির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত, ও তাহার মধ্যে মৃত্যুসহ সাক্ষাৎকারের কোন উপায় না থাকিত, তাহা হইলে মনুজজন্ম একান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিত। কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অসাধ্য ব্যাধি-বেগে আক্রান্ত হইয়া তত্তাবৎ কাল নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করিত; সুতরাং দর্শনশ্রবণহীন গতিশক্তিরহিত অকর্ম্মণ্য জনসমূহে মনুজসমাজ দুর্ব্বহ ভারাক্রান্ত হইত। নৃশংস দস্যু, তস্কর প্রভৃতি উন্মার্গগামীদিগের অত্যাচারে পৃথ্বীতল নিতান্ত উৎপীড়িত হইত। লোকের আর্ত্তনাদে সর্ব্বদা চারি দিক্ মুখরিত হইতে থাকিত; সুতরাং মনুজ-সমাজ বর্ত্তমানবিধ না হইয়া অতিভয়ানক হইয়াই উঠিত। অতএব পরম মঙ্গলধাম পরমেশ্বর যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন সমুদায়ই আমাদিগের হিতার্থ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তোমরা কখনই তাহার অন্যথা সম্ভাবনা করিতে পার না এবং তাহাতে তোমাদিগের কোন দুঃখানুভবও হইতে পারে না। বরং তোমরা আনন্দই করিতে পার যে, জগদীশ্বর তোমাদিগের সাংসারিক দুঃখভার বিমোচনের নিমিত্ত মৃত্যুরূপ একটী অনায়াসলভ্য উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে ঈশ্বরে সমস্ত নির্ভর রাখিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন কর। মৃত্যুভয়কে কদাচ উদ্বেল হইতে দিও না; কারণ

তথাবিধ ভীরু ব্যক্তি কথনই সাংসারিক সুখের স্বাদ পরিগ্রহ করিতে পারে না, তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, উক্তবিধ যুক্তিবল অবলম্বন করিলে মনুষ্যকে মৃত্যু হইতে তত ভীত হইতে হয় না, এবং যাবজ্জীবন তন্নিবন্ধন দুঃখ পাইতেও হয় না। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, মৃত্যু যতক্ষণ দূরস্থ থাকে ও লোকের বুদ্ধিবৃত্তির বিকৃতি না জন্মে, ততক্ষণই তিনি সেই সমস্ত যুক্তিবল অবলম্বন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যখন সেই কালান্তক দণ্ডধর বিকটবেশে নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়, যখন সেই ঘোরান্ধকারময় ভীষণ মূর্ত্তি নয়নপথ অবরোধ করে, যখন শ্রুতিবিদারক হাহাকার রব চতুঃপার্শ্বে সমুদীর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়গণ কম্পিত হইতে থাকে, অন্তরাত্মা অস্থির হন, তখন তিনি নিরুপায় নিরাশ্রয় অনাথ বিপন্নপ্রায় চারি দিকে শূন্যময় দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন, যুক্তিবল কোন কার্য্যই করিয়া উঠিতে পারে না। সে সময় অন্তরাত্মাকে সম্পূর্ণ আশা ও ভরসা দেওয়া আবশ্যক এবং তিনি যাহাতে আপনাকে সুরক্ষিত বোধ করেন এমত প্রবোধ দান করা কর্ত্তব্য। দেখ, বহুকালাবধি যে ব্যক্তির এই পৃথিবীর সহিত গাঢ় পরিচয় হইয়াছে; যে ব্যক্তি প্রাণপণে চিরযত্নে সুখসম্ভোগ-সামগ্রী সকল সঞ্চিত করিয়াছে; যে ব্যক্তি বহু পরিশ্রমে বহু কষ্টে সন্তানদিগকে প্রতিপালিত করিয়া ভবিষ্যৎ সুখবল্লী পল্লবিত করিয়াছে; যে ব্যক্তি আপনাকে প্রাণসমা পত্নীর ও প্রাণসম শিশুগণের একমাত্র ভর্ত্তা বিবেচনা করিয়া আত্মবিয়োগে

তাহারা নিতান্ত নিরাশ্রয় হইবে ভাবিতেছে; যে ব্যক্তি, আর সকলেই সুখসম্ভোগ করিতেছে কেবল আমিই একাকী তাহাতে একান্ত বঞ্চিত হইলাম, মনে করিতেছে; যাহাকে বন্ধুবান্ধবগণের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে; আর সকলেই রহিল, আমি কোথায় চলিলাম, অতঃপর কিই বা ঘটিবে, বলিয়া যাহার মনোমধ্যে চিন্তানল ক্রমেই প্রবলতর হইতেছে; তাহার অন্তঃকরণ স্বভাবতই ভয়ে অভিভূত ও শোকে ব্যাকুলিত হইয়া থাকে। অতএব এ অবস্থায় যদ্দ্বারা তাহার সমস্ত নৈরাশ্য দূর, ভয় দূর ও যাতনা দূর হয় এমত কোন মহত্তম পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। সেরূপ মহীয়ান্ আশ্রয় ধর্ম্মালোচনা-জনিত তত্ত্বজ্ঞানই এক-মাত্র প্রতীয়মান হয়। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত তাদৃশ অপার নৈরাশ্য-নিমগ্ন অন্তরাত্মাকে আর কে সমুন্নত করিতে পারে? এবং তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত তাদৃশ ভয়াভিভূত অন্তরাত্মাকে অভয় দান ও তথাবিধ অন্তর্দ্দাহ নির্ব্বাণ করা আর কাহার সাধ্য?

প্রকৃত তত্ত্বার্থদর্শী পরমধার্ম্মিক, ও অবিবেকী পামর উভয়ের মৃত্যুগত অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি চিরাবস্থানের পর ভূতধাত্রী ধরিত্রীর নিকট বিদায় গ্রহণ করে; অপর ব্যক্তি তৎপরিত্যাগে অনিচ্ছু হইয়াও বলাকর্ষিত ও বহির্নীত হয়। কিন্তু কেবল ধর্ম্মালোচনা-জনিত তত্ত্বজ্ঞান ও তদভাব এই ইতর বৈলক্ষণ্যের একমাত্র কারণ সন্দেহ নাই। অবিবেকী ব্যক্তি বর্ত্তমান জীবিতাবস্থা ব্যতীত আর কিছুই জানে না; তাহার আশা ভরসা কেবল অত্রত্য বস্তুজাতেই সন্নিবেশিত হয়; তাহার আমোদ আহ্লাদ

অত্রত্য বস্তু লইয়াই হইয়া থাকে এবং পার্থিব সুখসম্ভোগই তাহার একমাত্র উপাদেয় পদার্থ স্থির সিদ্ধান্ত থাকে। অতএব যে ঘটনা, সেই সমুদায় সুখসামগ্রী হইতে একবারে বঞ্চিত করে, তাহা অবশ্যই ক্লেশদায়ক ও ঘোর ভয়ঙ্কর প্রতিভাত হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু যিনি ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহার অন্তঃকরণে আত্মার বিনাশ নাই বলিয়া দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে, যিনি সেই নিত্য সুখধাম-নিবাস পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন; যাঁহার কামনা, লিপ্সা ও আশা পার্থিব ভোগবিলাস মাত্রে সন্নিবেশিত না থাকিয়া, অতি মহত্তর পরম পদার্থ লাভে উন্মুখীন রহিয়াছে; নিত্য ধাম অদৃষ্টপূর্ব্ব হইলেও, জ্ঞানবলে যিনি তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছেন; দিব্য বান্ধব লাভ, নিত্যদেহ লাভ, ও অনন্ত সুখ লাভের আশা যাঁহাকে অক্ষুণ্ণ ভরসা প্রদান করিতেছে, জন্মভূমির প্রতি স্নেহ ও অত্রত্য বন্ধু বান্ধবসহ প্রণয় স্বভাবতঃ যতই প্রগাঢ় থাকুক, পরিত্যাগের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইলে, শোক সন্তাপ তাঁহাকে কোন মতেই তাদৃশ আক্রান্ত বা সমাক্ষিপ্ত করিতে পারে না; তাঁহার স্থির বিশ্বাস থাকে যে, পৃথিবীতে অবস্থান কেবল পরীক্ষা প্রদানার্থ, পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, এখানকার কার্য্যকলাপ সুতরাং সমাপ্ত হইল। যদি তাঁহার চির পরিশ্রমারব্ধ কোন মহৎ কার্য্য সমাহিত না হইতেই মৃত্যুসহ সাক্ষাৎ হয়, তাহাতেও তাঁহার ক্ষোভের বিষয় কিছুই নাই। তিনি চিরকাল যাঁহার উপর সমস্ত কার্য্যের নির্ভর করিয়া আসিতেছেন, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রচিত

বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই কার্য্যভার তাঁহাতে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, সেই অভ্রান্ত পরম পুরুষ তাঁহার অত্রাবস্থানের সময় নিরূপিত করিয়াছেন; যত দিন তাঁহার এখানে থাকা আবশ্যক তিনি বিলক্ষণ জানেন, এ বিষয়ে কখনই তাঁহার ভ্রম হইতে পারে না; তিনি যখন আহ্বান করেন সেইটীই প্রস্থানের প্রকৃত সময়। যে তত্ত্বজ্ঞানী সাধুপুরুষের মনোমধ্যে এবংবিধ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত সকল অঙ্কিত থাকে, মৃত্যু তাহার পক্ষে কখনই তাদৃশ ক্লেশকর বা ভয়ঙ্কর হইতে পারে না। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বান্ধবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং তাঁহার বিয়োগাশঙ্কায় সকলেই হাহাকার করিতেছে দেখিতে পান, তখন প্রকৃতিসিদ্ধ স্নেহরসে তাঁহার অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া পড়ে, কিন্তু শোক সন্তাপ তাঁহাকে আচ্ছন্ন বা অভিভূত করিতে পারে না। তাঁহার স্থির বিশ্বাস এই যে, তিনি কিয়দ্দিন মাত্রের নিমিত্ত বিদায় লইতেছেন, পুনর্ব্বার তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে; এবং যিনি চরাচর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিতেছেন এই বান্ধবদিগকে তিনিই রক্ষা করিবেন। যে ব্যক্তি ঈদৃশ, তত্ত্বজ্ঞানী ও ঈদৃশ ঈশ্বরভক্ত, এবং যাঁহার অন্তঃকরণ এবংবিধ মহত্তর ভাবে পরিপূর্ণ, মৃত্যু তাঁহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারে না।

মৃত্যু পরলোকের দ্বার, উহা আমাদিগকে ইহ লোক হইতে পরলোকে লইয়া যায়। এইনিমিত্ত ইহার সাক্ষাৎকারে অতাত্ত্বিক ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণে একটা ভয়ানক

ভাবের উদয় হইয়া থাকে। তাহাদিগের ইহা বিলক্ষণ বোধ হয় যে, পরলোকে একজন অপক্ষপাতী সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরম পুরুষ বিচারাসনে উপবিষ্ট আছেন। এই জড়-দেহান্তে সকলকেই তথায় উপস্থিত হইয়া আত্মকৃত যাবতীয় কার্য্যের পরিচয় দিতে হইবে, একটীও গোপন রাখিতে পারা যাইবে না; এবং তিনি যাহা প্রতিবিধান করিবেন, তাহার অন্যথাও হইবে না। যখন এবংবিধ ভাব মনোমধ্যে আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন তাহাদিগের অন্তঃকরণ সুতরাং অস্থির হইয়া পড়ে।

সুস্থ সময়ে অনেকেরই মনে পরলোকের ভয় তেমন একটা থাকে না। তাহারা অম্লানবদনে স্বেচ্ছাব্যবহার করিয়া বেড়ায়। যতই মন্দকর্ম্ম করুক, তাহাদিগকে কিছুতেই ভীত বা তত অনুতপ্ত হইতে দেখা যায় না। কিন্তু লোক যৌবনাবস্থায় যতই পামর থাকুক, এবং আপনাদিগের অপসিদ্ধান্তগুলিকে যতই সাধু বলিয়া বোধ করুক, মৃত্যুসময়ে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যায়। যৌবন সময়ে ইন্দ্রিয়সুখ-সম্ভোগের নিমিত্ত অনেকে অন্ধপ্রায় থাকে। যাহাতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয় তদ্বিষয়ে তাহারা উৎকট অভিলাষী ও সাতিশয় ব্যস্ত; অত্যাচরিত কার্য্যগুলি অবৈধ বলিয়া তাহাদিগের তত বোধ হয় না। তাহারা যত দুষ্কর্ম্ম করে তাবৎগুলির ঔচিত্যবিষয়ে, যেরূপ হউক, এক একটী কারণ কল্পিত করিয়া লয়। এবং সেই সেই কার্য্যে, যেন তাহাদিগের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, মনে করে। সুতরাং তখন তাহাতে তত ভয়, বা অনুতাপ জন্মিবার বড়

সম্ভাবনাও থাকে না। বিশেষতঃ, সংসারের নানা কার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত, সে সময়ে, ঐ সকল বিষয়ে তেমন একটা মনোযোগ হয় না; বরং উহার চিন্তায় অসুখ হয় বলিয়া, সে বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক অমনোযোগ করাই হয়। কিন্তু যখন সাংঘাতিক রোগের প্রাদুর্ভাবে শরীর শীর্ণ, ইন্দ্রিয় হতবল ও অন্তঃকরণ তেজোহীন হয়, সাংসারিক কার্য্যকলাপ কিছুই থাকে না, তখন তাহাদিগের অন্তঃকরণ পূর্ব্ববৎ অবিচলিত থাকা নিতান্ত অসম্ভব। সে সময় আজন্মচরিত দুষ্কর্ম্মসকল একবারে স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান হওয়াতে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে; অনিবার পারলৌকিক দণ্ডভয়ে অন্তঃকরণ অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহাদিগের তখনকার অনির্ব্বচনীয়-প্রকার কাতর-দৃষ্টিপাত নিরীক্ষণ করিলে, বোধ হয় যেন, দুর্বিষহ অন্তর্দ্দাহ শান্তি-নিমিত্ত তাহারা সকলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও উপায় অন্বেষণ করিতেছে। সে সময়ে, বান্ধবগণ বুদ্ধিসাধ্য যে কিছু উপায় উদ্ভাবিত করিয়া দেন, ও যাহা করিতে বলেন, পূর্ব্বতন সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, তৎক্ষণাৎ তাহারা ব্যগ্রচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এরূপ হয় না। তত্ত্ববোধশাস্ত্রে তাঁহাদিগের অচলা শ্রদ্ধা ও অটল ভক্তি থাকে; এবং তদনুগত নিয়ম পালনে তাঁহারা যাবজ্জীবন প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন। যদি ভ্রম-প্রমাদ বশতঃ কোন একটা নিয়মের ব্যতিক্রম, বা ঘটনাক্রমে, কোন পাপকর্ম্ম করা হয়, তৎক্ষণাৎ একান্ত অনুতপ্ত হইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ মৃত্যুকালেও অতি

পবিত্র ও নির্ম্মল থাকে। তাঁহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে "জগদীশ্বর পরম দয়ালু ও ক্ষমাময়। অবোধপূর্ব্বক কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে যেমন পিতা মাতা ক্ষমা করেন, তিনিও তদ্রূপ; তিনি আমাদিগকে ভ্রান্ত ও প্রমাদ-প্রবণ বলিয়া বিলক্ষণ জানেন। ভক্তিভাবে দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিশ্বপিতা অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন।" ফলতঃ সর্ব্ববিধ রাজ্যশাসন-প্রণালীতেই জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দুষ্কর্ম্মের দণ্ডগত অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব পরম করুণানিধান ঈশ্বরের বিশ্বশাসনপ্রণালী কেনই না সেরূপ হইবে? বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বান্তর্যামী, মনুষ্য ক্ষীণবুদ্ধি-প্রযুক্ত রিপু-দমনে অক্ষম হইয়া বুঝিতে না পারিয়া যদি দৈবাৎ কোন পাপকর্ম্ম করে ও তজ্জন্য একান্ত অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চায়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করেন। অতএব মৃত্যুকালে তত্ত্বজ্ঞানী ধার্ম্মিকদিগের (পরলোকে চলিলাম বলিয়া) ভয় জন্মিবার কোন কারণই নাই।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন বিবেকীদিগের মৃত্যুতে সমধিক উৎসাহই জন্মিতে পারে। যে বস্তুকে তাঁহারা চিরকাল লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, যে বস্তুকে সর্ব্বাঙ্গীণ করিবার নিমিত্ত কত সময়ে কত অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; যে বস্তুর প্রতি সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় লোকের সমান দৃষ্টি রহিয়াছে; যে বস্তু লাভের নিমিত্ত মনীষিগণ নানা পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছেন; যে বস্তুটী মনুষ্যদেহধরণের চরম ও পরম ফল বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন; জগতে যাগ যজ্ঞ যোগ তপস্যা সকলই যে বস্তুর উদ্দেশে হইতেছে; মৃত্যু সেই

বস্তু আনিয়া তাঁহাদিগকে দেয়, মৃত্যু সেই পরমারাধ্য বিশুদ্ধ নিত্য সুখভোগে তাঁহাদিগকে অধিকারী করে। অতএব মৃত্যুতে তাঁহারা কেনই ভয় করিবেন ? ও মৃত্যুর প্রতি তাঁহাদিগের কেনই বিদ্বেষবুদ্ধি হইবে ? তাঁহারা মৃত্যুকে সেই অনন্ত সুখ-ধামগমনের একমাত্র সহচর মনে করিয়া সানন্দহৃদয়ে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের স্থির সিদ্ধান্ত থাকে যে, তাঁহাদিগকে মরিয়া কোন জনশূন্য ভয়ানক স্থানে যাইতে হইবে না, এবং জগতের সহিত নিঃসম্পর্কও হইতে হইবে না। তাঁহারা তত্ত্বশাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা যে স্থানের বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে অবগত আছেন, যে স্থানের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাদিগের হৃৎফলকে চিরবিন্যস্ত রহিয়াছে; যেখানে গেলে তাঁহারা পূর্ব্বপ্রয়াত বান্ধবগণের সন্দর্শন পাইবেন ও সর্ব্বদেশীয় অসঙ্খ্য লোক সহ সম্মিলিত হইবেন, মিথ্যা দ্বেষ হিংসা প্রবঞ্চনা জাত্যভিমান প্রভৃতির কোন কথা শুনিতে হইবে না, এবং স্বাধীনতা-সুধাস্বাদে আত্মার নিত্য পরিতৃপ্তিলাভ হইবে, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন, সেখানে যাইতে তাঁহাদিগের কেনই ভয় হইবে।

বস্তুতঃ মৃত্যু তত্ত্বজ্ঞানী ধার্ম্মিকদিগের পক্ষে কিছুই ক্ষতি-কর হয় না। এখানে যে দেহ পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা বিনশ্বর ও অসার-বস্তু-নির্ম্মিত; যাহা পরিগ্রহ করা হয়, শুদ্ধ তেজোময় ও নিত্য। তাঁহারা এখানে যে সমস্ত লোকের সংসর্গে বাস করেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ অজ্ঞান ও পাপী; সেখানে যাঁহাদিগের সহিত একত্র থাকিবেন তাঁহারা সকলেই জ্ঞানী ও পুণ্যবান্। এখানে তাঁহারা যে সমস্ত

সুখ সম্ভোগ করেন সকলই দুঃখমিশ্রিত, তত্রত্য সুখ নির্ম্মল ও নিত্য। অতএব এখানকার অবস্থার সহিত তত্রত্য অবস্থার তুলনা করিলে, পৃথিবী পরিত্যাগ নিবন্ধন তাঁহাদিগের কিছুমাত্র দুঃখী হইতে পারে না।

অনেকেই মনে করিতে পারেন শরীরাত্মার বিয়োগ-সময়ে যে অনির্ব্বচনীয় শারীরিক যাতনা হয়, তাহা সকলের পক্ষেই সমান, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সমান নহে। মনে কর, যাঁহাদিগের আন্তরিক সুখ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে, তত্ত্বজ্ঞানবলে যাঁহাদিগের অন্তঃকরণের অসাধারণ দৃঢ়তা ও অসাধারণ সারবত্তা জন্মে; যাঁহারা আজন্মচরিত পুণ্য কার্য্যের স্মরণ করিয়া অত্যন্ত আনান্দত হন, ক্ষণবিলম্বে স্বর্গে গিয়া দিব্য পুরুষের নিকট অভ্যর্থিত ও ঈশ্বরের নিকট পুরস্কৃত হইব বলিয়া যাঁহারা প্রত্যাশা করেন; মৃত্যুজন্য শারীরিক যাতনা যতই প্রবল হউক, তাঁহাদিগের নিকট উহা সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর অনুভূত হয় সন্দেহ নাই।

তত্ত্বজ্ঞানিগণ যে উপায়ে মৃত্যুভয় পরাজয় করেন, ও যে জন্য উহাতে তাঁহাদিগের ক্লেশ বোধ হয় না, তাহা সবিশেষ বর্ণিত হইল; এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের অনুগামী হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। অতএব যিনি নির্ভীক ও প্রশান্ত-হৃদয়ে মৃত্যুসহ সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তত্ত্বশাস্ত্রে একান্ত বিশ্বস্ত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করুন, পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করুন, এবং প্রাণপণে ঐশিক নিয়ম পরিপালনে যত্নবান্ হউন।

মৃত্যুর প্রতি যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া তন্নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া

কর্ত্তব্য, ইহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই স্বীকার করেন। লোকে যাবজ্জীবন যতই প্রধান প্রধান কার্য্য করুন ও যতই প্রশংসাভাজন হউন, যদি তাঁহাকে আসন্ন কালে নিতান্ত অবসন্ন ও ভয়ে অভিভূত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে সকলেই তাঁহাকে ভীরু, ক্ষীণচেতা ও অতত্ত্বদর্শী বিবেচনা করে। বস্তুতঃও, অন্যান্য সময়ে লোকে যেমন প্রকৃত ভাব গোপন রাখিয়া কাল্পনিক তত্ত্বজ্ঞানিতা প্রকাশ করিতে পারে, মৃত্যুকালে সেরূপ হয় না; তখন যাহার যে প্রকৃতি স্বয়ং প্রকাশিত হয়। অতএব চরম সময়ে যাহাকে নির্ভয় ও প্রশান্ত দেখা যায়, তাঁহাকেই প্রকৃত ধীর ও ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচনা হয়, ও তাঁহাকেই অনন্তসুখের অধিকারী বোধ হয়।

এমন অনেক লোক আছে তাহাদিগের জীবনে কিছুই আস্থা নাই। তাহারা জীবনকে এতদূর তৃণজ্ঞান করে যে, যৎসামান্য কারণেই অম্লানবদনে উহা বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহারা, জীবনের যে কতদূর মর্য্যাদা, তাহা অবগত নহে। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গই জীবনের আয়ত্ত। এবংবিধ অমূল্য জীবনরত্ন সামান্য কারণে বিসর্জন দেওয়া অত্যন্ত অবিবেকী ও গোমারের কর্ম্ম; সুতরাং তাহাদিগকে ধীমান্ বা ধার্ম্মিক বলিয়া কথনই বিবেচনা হয় না। জীবন মৃত্যু দুইই ঈশ্বরপ্রণীত। জীবনের প্রতি উৎকট স্নেহ বা স্নেহের অত্যন্তাভাব, এবং মৃত্যু হইতে উৎকট ভীতি বা তাহার প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাস্য, উভয়ই নীতিবিরুদ্ধ। জীবনের উপর সঙ্কুচিত স্নেহ থাকা আবশ্যক, যত্নপূর্ব্বক উহার রক্ষা করাও কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আমরা সুখসচ্ছন্দে থাকিয়া যথানিয়মে

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি এবং ধর্ম্ম রক্ষা, দেশরক্ষা, ও মানরক্ষাদি প্রধান প্রধান কার্য্যে, প্রয়োজন হইলে, জীবন উৎসর্গ করিতেও কাতর হই না। এইটীই ঐশিক নিয়মের প্রকৃত মর্ম্ম এবং এই নিয়মানুসারে চলাই আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আত্মমৃত্যুর বিষয়ে লোকের যেরূপ ভাব হইয়া থাকে, ও যেরূপ হওয়া উচিত, সবিস্তর বর্ণিত হইল। অপরের মৃত্যুতে লোকে সচরাচর কিপ্রকার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে, ও কিপ্রকারই বা গ্রহণ করা উচিত, এক্ষণে বিবৃত হইতেছে।

পৃথিবীতে মৃত্যু অতি সাধারণ ব্যাপার; ইহা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। এমন দিন প্রায়ই নাই যে দিনে আমরা একটী না একটী মৃত দেহ শ্মশানে নীত হইতে দেখিতে না পাই; এবং এমন দিনই নাই যে দিনে আমরা অনেকের মৃত্যু সংবাদ শুনিতে না পাই। মৃত্যু এরূপ সচরাচর ঘটাতে আমাদিগের এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, উহার দর্শনে অন্তঃকরণের তাদৃশ ভাবান্তর হইতে পায় না। কিন্তু যদি মনুষ্য জন্মাবচ্ছিন্নে একটীমাত্র ব্যক্তিকে মরিতে দেখিতেন বা শুনিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভয়ের আর পরিসীমা থাকিত না; তিনি একবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িতেন, এবং পূর্ব্ববৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু জগদীশ্বর আমাদিগের প্রকৃতির সহিত উহার অতি সুন্দর সঙ্গতি করিয়া রাখিয়াছেন। উহা আমাদিগের যথানিয়মে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার বরং পরিপোষকই হইয়া থাকে।

• মৃত্যু-ঘটনাটী অতি গুরুতর বিষয়। ইহাতে পৃথিবী-সম্পর্কীয় সমুদয় কার্য্যের এককালে অবসান হয়। অতএব যতই সচরাচর হউক, মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন দৃষ্টিপাত করা বিধেয় নহে। এই ঘটনাটী যখনই আমাদের নয়নগোচর হয়, তখনই মনে মনে ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আন্দোলন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহা হইলে বিশিষ্ট বিজ্ঞান-লাভের ও উপকারের অত্যন্ত সম্ভাবনা।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের মৃত্যুতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় ও বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের সঞ্চয় হইয়া থাকে। যখন কোন নিঃসম্পর্ক লোকের মৃত দেহ শ্মশানে নীত হইতেছে দেখা যায়, তখন মনে হয় (অন্ততঃ হওয়া উচিত) "মৃত্যুর পরাক্রম অসীম; মৃত্যুর নিকট কাহারও নিস্তার নাই; ইনি ধর্ম্ম অধর্ম্ম, গুণ দোষ ও অবস্থা লইয়া কিছুই বিচার করেন না; ইহাঁর নিকট বয়সের বিচার নাই, ধনের গৌরব নাই, বিদ্যারও সম্মান নাই। এই ব্যক্তি কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদিগের ন্যায় সাংসারিক কার্য্যে কতই ব্যস্ত ছিলেন; বান্ধবগণের সহিত কতই আমোদ করিয়াছেন; চন্দ্রিকালোক, মলয়সমীরণ ও মধুর সঙ্গীতাদি সুখসম্ভোগে কতই আহ্লাদিত হইয়াছেন; এবং ভাবি সৌভাগ্যের নিমিত্ত কতই কল্পনা করিয়াছেন; এক্ষণে, তাঁহার সেই ব্যস্ততা, সেই আমোদ, সেই আহ্লাদ ও সেই সমস্ত কল্পনা একপদে বিলয় প্রাপ্ত হইল। ইনি কিছুদিন পূর্ব্বে যে দেহ সুসজ্জিত করিয়া মিত্রজন-সভা সমুজ্জ্বল করিতেন, সেই দেহ কিয়ৎক্ষণ পরে ভস্মসাৎ হইবে, আর চিহ্নও থাকিবে না। আবার কিয়দ্দিন পরে ইনি যে, ধরাধামে আসিয়া-

ছিলেন, তাহার আর অনুস্মরণও হইবে না।" ঐ মৃতদেহ-দর্শনে লোকের মনে মনে যখন এইরূপ ভাবের আন্দোলন হয়, তখন তাঁহার আপনার দেহটী ক্ষণভঙ্গুর, ইহার অহঙ্কার করা বৃথা, এবংবিধ ভাব আপনাহইতেই আসিয়া উদিত হয়; সুতরাং ক্ষেমঙ্করী পারলৌকিকী চিন্তাও স্বতই উপস্থিত হইয়া থাকে।

যখন আমরা কোন সাধু দরিদ্রজনের মৃতদেহ নীত হইতে দেখিতে পাই, কিঞ্চিৎ অবধানপর হইলে স্বভাবতই মনে হয়, "এই ব্যক্তি যাবজ্জীবন যে সমস্ত দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছিল তৎসমুদায়ের শেষ হইল। আর ইহাকে ধনী-দিগের দ্বারস্থ হইতে হইবে না, আর ইহাকে প্রভুর সগর্ব্ব কথা শুনিতে হইবে না, প্রতিদিন নিদ্রাভঙ্গে আর ইহাকে স্ত্রীপুত্র-গণের অন্নাচ্ছাদনের চিন্তা করিতে হইবে না, এবং যৎকিঞ্চিৎ বেতনে কঠোর পরিশ্রম করিয়া কষ্টে জীবনক্ষয় করিতেও হইবে না। ইহার বিয়োগে পরিবারগণ এখন নিরাশ্রয় হইয়া রোদন করিতেছে। লোকে এই সাধু দরিদ্রকে জীবনাবস্থায় যতই ন্যক্কৃত ও অবমানিত করিয়া থাকুক, এক্ষণে ইহার সেই লোকাবমানিত আত্মা অনন্ত সুখধামে নীত হই-য়াছে। এখানে যাঁহারা অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া লীলা সংবরণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সহিত এখন আর ইহার কোন ভেদ নাই।" মনে মনে এবংবিধ ভাবের আন্দোলন করিলে, কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ দ্রবীভূত, ও বৃথা আত্মা-ভিমান বিদূরিত না হয়?।

যদি ঘটনাক্রমে কাহারও ভবনে গিয়া দেখা যায়, নবো-

ছিন্ন ম্লান কুসুমকলিকার ন্যায় একটী শিশু, অথবা পরিপাকোন্মুখ বিলূন সুধা-ফলের ন্যায় এক তরুণবর মৃত্যু-শয্যায় পতিত রহিয়াছে, বান্ধবগণ অশ্রুপূর্ণনয়নে ইতস্ততঃ স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন; হীনবেশা স্খলিত-কবরী দুঃখিনী জননী "হা বৎস" বলিয়া কখন ধূলায় পড়িয়া, কখন মৃত সন্তানকে বক্ষে করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন; হতভাগ্য পিতা বাহুবেষ্টিত জানুদ্বয়ে মস্তক অবনত করিয়া নিঃশব্দে অশ্রুপূর্ণ-মুদ্রিত-নেত্রে পুত্রের বাল্যলীলা অবধি জীবনবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অসহ্য শোক সন্তাপ অনুভব করিতেছেন, অনিবার অশ্রুধারা গণ্ড-স্থল প্লাবিত করিতেছে। যখন ঈদৃশ হৃদয়বিদারক ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, তখন কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ গলিয়া না যায়, এবং কোন্ ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধির উদ্দীপন না হয়?

যখন আমরা কোন প্রবীণতম বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অবলোকন করি, আমাদের মনে হয়, "এই ব্যক্তির কত বহুদর্শিতা ও কতই প্রাবীণ্য হইয়াছিল, এবং সংসারে ইনি কত আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন, কত সুখভোগ করিয়াছেন, কতই বা বিপদে পড়িয়াছেন, কতই বা দুঃখভোগ করিয়াছেন। ইনি কত দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনী হইতে, কত ধনীকে দরিদ্র হইয়া যাইতে, কত নীচকে বাড়িতে, ও কত বড় লোককে পড়িতে, এবং সামাজিক রীতিনীতির কতই পরিবর্ত্ত হইতে, দেখিয়াছেন। এখন ইনি মহানিদ্রায় অভিভূত হইবেন। পৃথিবীতে অতঃপর যাহারা আসিবে, তাহারা ইহাঁর বিষয় কিছুই জানিতে পারিবে না। কিন্তু তাহাদিগকেও কিছুকাল পরে ইহাঁর অনুগমন করিতে হইবে।" যখন মনোঃ

মধ্যে ঈদৃশ ভাবের আন্দোলন হয়, তখন সংসার অনিত্য ও পরিবৃত্তিপ্রবণ বলিয়া কোন্ ব্যক্তির দেদীপ্যমান প্রতীতি না হয়।

উদাসীন নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির মৃত্যুতে যেরূপ ভাবোদয় হয়, ও তাহাতে যেরূপ ভাব পরিগ্রহ করিতে পারা যায়, আত্মীয় প্রিয়জনের বেলায় সেরূপ হয় না। আমরা উদাসীন ব্যক্তির মৃত্যুতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া তৎসমকালেই সাংসারিক কার্য্যকলাপ যথাবৎ পরিচালিত করিতে পারি, কিন্তু আত্মীয়জনের মৃত্যুকালে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ি। যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রণয়বল্লী বদ্ধমূলা হয়, যাহার লাভালাভে ও সুখ-দুঃখে স্বয়ং সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে হয়, তাহার বিয়োগে লোকে স্বভাবতই ব্যথিত হইয়া থাকে। মনে কর, যে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর অত্যন্ত অনুরাগী, কি সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য সর্ব্বাবস্থাতেই একসঙ্গে সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছে এবং সম্মিলনাবধি পবিত্র প্রেমসুধাস্বাদনে পরমসুখে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছে, যাহাদিগের মধ্যে প্রণয়-গ্রন্থি চিরসংসর্গে দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষণমাত্র বিরহও যাহাদিগের পক্ষে পরম সন্তাপকর, তাহাদিগের একতরের প্রাণবিয়োগে অপরের শোকানল অবশ্যই সমধিক সমেধিত হইবে সন্দেহ কি ? এইরূপ, যে বালক, পিতা-মাতার আনন্দ-স্বরূপ, যাহার জন্মমাত্র তাঁহাদিগের আনন্দ-সমুদ্র উচ্ছলিত হইয়াছে, যাহার শিশুকালীন অঙ্গবিক্ষেপ, অকারণ হাস্য-রোদন, অসম্বদ্ধ দৃষ্টিপাত তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করিয়াছে, যাহার অর্দ্ধস্ফুট বচন ও স্খলিত পদন্যাসে তাঁহাদিগের শ্রবণ

মনন চরিতার্থ করিয়াছে, যাহাকে বর্দ্ধমান দেখিয়া তাঁহা-দিগের আশালতা দিন দিন শাখা প্রশাখা মেলিয়াছে; বৃদ্ধকালের অবলম্বন জীবনসর্ব্বস্ব সেই সন্তানের অকাল নিধনে তাঁহাদিগকে সুতরাং অধীর করিয়া ফেলে। যখন প্রিয়তম পুত্রের সেই সুন্দর দেহ মৃত্যু-শয্যায় পতিত, বিবর্ণ ও নিশ্চেষ্ট দেখা যায়, যখন সেই সুধাময় বদন তিমিরাচ্ছন্ন লক্ষিত হয়, যখন চীৎকার করিয়াও সংজ্ঞার আর উপলব্ধি হয় না, তখন শোক সন্তাপ স্বতই প্রজ্বলিত ও দুর্নিবার হইয়া উঠে। পূর্ব্বে তাহার যে কার্য্য যত আনন্দ বিতরণ করিয়া-ছিল এক্ষণে তাহা স্মৃতিপথে আসিয়া শতগুণ আধি বিস্তার করিতে থাকে। এই ঘোর সঙ্কট সময়ে, লোক যতই জ্ঞান-বান্ হউন, অন্তরাত্মাকে সম্পূর্ণ শান্ত ও অবিচলিত রাখা নিতান্ত দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎকালে একান্ত অভি-ভূত না হইয়া যত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারা যায় ততই ভাল, ও তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

যাহার প্রতি যত ভালবাসা থাকে, তাহার বিয়োগে তত শোক হয়, ইহা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম। কোন কোন পণ্ডিত এই নিয়মের অতিক্রম করিতে উপদেশ দিয়া তাহার নিমিত্ত নানা উপায় কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু সে সকল নিতান্ত ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত সন্দেহ নাই। যে যে ব্যক্তি এই স্বাভাবিক শোকবেগ সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে চেষ্টা পান, ও এই ভয়ঙ্কর সময়ে একবারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা বিপরীতফলপ্রসূই হইয়া থাকে, এবং সেই ঔদাসীন্য নিবন্ধন তাঁহাদিগকে পশ্চাৎ অনেক কষ্ট

সহ্ও করিতে হয়। অতএব শোক স্বভাবতঃ যেমন প্রবলী-ভূত হয় অমনি তাহাকে বহিঃপ্রবাহিত হইতে দেওয়া বুদ্ধি-মানের অবশ্য কর্ত্তব্য; তদ্দ্বারা শোক-বিকৃত অন্তঃকরণ ত্বরায় প্রকৃতিস্থ হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। কিন্তু ইহা বলিয়া অন্তরাত্মাকে শোকে অভিভূত ও একবারে অধীর হইতে দেওয়াও মূঢ়তার কর্ম্ম। আনন্দ ও শোক উভয়েরই নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। যেমন কোন একটী শুভঘটনা হইলে একবারে আনন্দে মাতিয়া উঠা উচিত নয়, ও ভালও দেখায় না, শোকের বেলাও সেইরূপ। শোককে উদ্বেল হইতে দেওয়া ও উহাতে একবারে অভিভূত হইয়া পড়া নিতান্ত স্ত্রীজনলঘু-চেতা ও কাপুরুষের কর্ম্ম। তথাবিধ সময়ে ধীমান্ পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া অন্তরাত্মাকে শান্ত রাখিতে চেষ্টা করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে, "আমরা জগতে যে কিছু প্রিয় ধন লব্ধ হই, সকলই জগদীশ্বর-প্রসাদাৎ, এবং যে কিছু ধনে বঞ্চিত হই, তাহা তাঁহারই ইচ্ছায়।" তিনি একটী সুখসামগ্রীর পরিবর্ত্তে অন্যবিধ অনেক সুখসামগ্রী বিতরণ করিতে পারেন। আর, শাস্ত্রে ইহাও স্থির সিদ্ধা-ন্তিত আছে যে, আমরা এখানে যে প্রিয়জনে বঞ্চিত হইলাম, পরলোকে তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার সম্মিলন হইবে। তিনি যদিও এখানে নাই কিন্তু জীবিত আছেন; মৃত্যু তাঁহাকে সেই দিব্যধামে লইয়া গিয়াছে; কাল পূর্ণ হইলে আমরাও সেই অনন্ত সুখধামে গিয়া তাঁহার সহচর হইব। উক্ত শাস্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। এক্ষণে, যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ; যাঁহাদের তত্ত্ব-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, তাঁহারা প্রিয়-

জনবিয়োগ-সময়ে মনোমধ্যে এবংবিধ ভাবের আন্দোলন করিয়া অন্তরাত্মার অনেক স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ঈদৃশ শোকাবহ প্রিয়-বিয়োগ হইতেও বিশিষ্ট জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা আছে। এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, যাঁহারা ধন-যৌবন-মদে মত্ত হইয়া ঈশ্বরে চির বিরাগ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদিগের নিকট ঈশ্বরভক্তির কখন কোন লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই, তাঁহারাও, দুই একটী প্রিয়জন-মৃত্যুঘটনার পর একবারে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রাণতুল্য সামগ্রীর অত্যয়ে তাঁহারা নিতান্ত নিরবলম্ব হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোদ্রেকে পরিশেষে সেই জগদেকশরণ্য পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া অন্তরাত্মার শান্তি লাভ করিয়াছেন।

আর, প্রিয়বিয়োগ-চিন্তা হইতে আমাদিগের অন্যবিধ বিজ্ঞানেরও লাভ হইয়া থাকে। যখন বিযুক্ত বান্ধবজনের গুণগণ স্মরণ হয়, তিনি আমাদিগের সহিত যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা ভ্রমপ্রমাদবশতঃ যে কিছু অসাধু ব্যবহার করিয়াছি সমুদায় মনে পড়ে, ও যখন তন্নিবন্ধন শোক-তাপ দ্বিগুণিত হইয়া উঠে, তখন তাঁহার সেই সমস্ত গুণের অনুকরণে কৃতসঙ্কল্প হওয়া, জীবিত বান্ধবগণের প্রতি সমধিক স্নেহবান্ ও ক্ষমাবান্ হওয়া, এবং সদা অপ্রমত্ত ও অবহিতরূপে তাঁহাদিগের সহিত সাধু ব্যবহার করা, আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি হয়।

এইরূপ শত্রুজনের মৃত্যু হইতেও প্রচুর জ্ঞান লাভ হইতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি শত্রুর মৃত্যু হইলে আপনাকে নিরাপদ বিবেচনায় আনন্দ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাদৃশ

লোক অতি বিরল, ও তাহা করা অতি মূঢ়ের কর্ম্ম; ধীমান্ সাধু ব্যক্তি কখনই সেরূপ করেন না। তিনি ইহাই মনে করেন, "এই ব্যক্তি, যে বিষয়ের নিমিত্ত যাবজ্জীবন বিবাদ করিয়াছেন, যাহার নিমিত্ত অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, ও অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই বিষয় কোথায় রহিল! উহা এখন ইহাঁর নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর। চরমে আমার পক্ষেও এইরূপ হইবে। আমি এই ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়া চির যত্নে চির পরিশ্রমে যে বস্তু হস্তগত করিয়াছি, ও এক্ষণে যাহা নিষ্কণ্টক হইল মনে করিতেছি, তাহা আমাকে এই-রূপেই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

মনে কর, যদি আমরা কোন শত্রুর আসন্নকাল উপস্থিত শুনিয়া তাঁহার নিকট যাই, ও তাঁহাকে অসহ্য মৃত্যুযাতনা অনুভব করিতে দেখি, এবং তিনি যদি আমাদিগের দর্শনে আপনার পূর্ব্ব চরিত মনে করিয়া (যাহা প্রায়ই হইয়া থাকে) অত্যন্ত অনুতপ্ত হন, ও ভাবভঙ্গী দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করি-তেছেন বোধ হয়, তাহা হইলে কোন্ নিষ্ঠুর ব্যক্তির অন্তঃ-করণে দয়ার সঞ্চার না হয়? কোন্ নীচাশয় পুরুষ তাঁহার প্রতি তখন পর্য্যন্তও সবৈর দৃষ্টিপাত করে? সামান্য বিষ-য়ের নিমিত্ত, আহা! আমি ইহাকে কেন বৃথা কষ্ট দিয়াছি, বলিয়া কোন্ সাধু ব্যক্তির অন্তঃকরণে নির্বেদ উপস্থিত না হয়? এবং কোন্ ব্যক্তি, "কিছু দিন পরে আমাকেও এই-রূপ যন্ত্রণা পাইতে, ও ইহার অনুচর হইতে হইবে" বলিয়া ত্রাসান্বিত না হন। তাদৃশ ক্ষণে লোকের অন্তঃকরণে আত্ম-পরিণাম-বিষয়িণী চিন্তা স্বতই উপস্থিত হয়। শত্রুর

প্রতি এতদিন যত দোষারোপ, এবং আপনার যত নির্দ্দোষিতা ঘোষণ করিয়াছিলেন, অধিকাংশই বিতথ প্রতীয়মান হয়। জগদীশ্বরের নিকট আত্মদুষ্কর্ম্মের অবশ্যই দণ্ডভোগ করিতে হইবে বলিয়া অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হয়। এবং সামান্য ধনের নিমিত্ত কেন বৃথা শত্রুতা করিয়া পরম ধর্ম্ম-রত্নে জলাঞ্জলি দিয়াছি, ইত্যাকার বহুতর অনুতাপ হইতে থাকে। অতএব কি উদাসীন, কি বান্ধব, কি শত্রু, সর্ব্ব-বিধ লোকের মৃত্যু-সন্দর্শনেই বিশেষ জ্ঞান লাভের ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির সমধিক উদ্দীপনই হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বস্তুতঃ, তত্ত্বজ্ঞানী সাধুগণ কাহারও সহিত শত্রুতা করেন না, এবং তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগকে পাপকার্য্যও করিতে হয় না। সুতরাং তথাবিধ দণ্ডভয় ও অনুতাপের বিষয় তাঁহাদিগের কিছুই থাকে না। সকলেই তাঁহাদিগের মিত্র ও সকলেই তাঁহাদিগের আত্মীয়। তাঁহাদিগের মনে মনে এই স্থিরসিদ্ধান্ত থাকে, "আমরা সকলেই সংসার-পথের এক যাত্রী, সকলেই সেই সনাতন ধামের দ্বারস্বরূপ মৃত্যুর অভি-মুখে যাত্রা করিতেছি; পথিমধ্যে, কোন ব্যক্তি দুর্ব্বহভারা-ক্রান্ত হইলে সাধ্যানুসারে তাহার সাহায্য করা সহচরের অবশ্য কর্ত্তব্য।" প্রকৃত সাধুদিগের মনের ভাব এইরূপই হইয়া থাকে।

এক্ষণে উভয়প্রকার মৃত্যুর বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইল, এবং পরম করুণানিধান জগদীশ্বর মৃত্যুকে যে আমাদিগের হিতার্থই নিযন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহাও যুক্তি ও তত্ত্বশাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা অতি স্পষ্টরূপে সমর্থীকৃত হইল। এখন

মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর ও অখিলসুখান্তকর বলিয়া বিদ্বেষ করিবার বা অকিঞ্চন বিবেচনায় উহার প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাস্য প্রদর্শনের আর কিছুই রহিল না।

মৃত্যু-বিষয়িণী চিন্তায় তাদৃশ সুখ নাই, প্রত্যুত ক্লেশ আছে সত্য, কিন্তু উপকার বিস্তর। যেমন জলদকালারম্ভে বহুল বজ্রপাত ও ঝঞ্ঝাবাত অন্যবিধ নানা হানিকর ও ভয়ঙ্কর হইলেও বিষময় বাষ্পদূষিত সমীরণের বিশুদ্ধি বিধান করিয়া মারী নিবারণ করে; মৃত্যু-বিষয়িণী চিন্তাও সেইরূপ। উহা আপাত-ক্লেশকর ও ভীষণ হইলেও আন্তরিক বিশুদ্ধি সমাধান দ্বারা মনুষ্যকে প্রকৃত সুখসম্ভোগে অধিকারী করে। কামাদিরিপুজনিত ঘোরবিকারে মনীষিগণ মৃত্যু-পরিচিন্তাকেই অদ্বিতীয় রসায়ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানসিক রোগের যতপ্রকার উপদ্রব আছে, উক্তবিধ চিন্তাই তত্তাবতের অব্যর্থ মুষ্টিযোগ। উহা অন্তরাত্মাকে রুগ্নদশা হইতে ত্বরায় সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করে। ফলতঃ মৃত্যুচিন্তাকে সাংসারিক সুখের তাদৃশ হানিকর মনে করিও না। মৃত্যুচিন্তা কিছু সদাতন নহে; কোন বিশেষ উদ্বোধক সামগ্রীর সমবধান হইলেই আমাদিগের অন্তঃকরণে উহার উদয় হইয়া থাকে। তথাবিধ সামগ্রীর সঙ্ঘটনও সর্ব্বদা হয় না। আর ঐ চিন্তাও মনোমধ্যে বড় অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে পায় না; সাংসারিক কার্য্যব্যস্ততায় উহা ত্বরায় অপনীত হয়। কিন্তু যতই অল্পক্ষণ থাকুক যথাতথ পরিচিন্তিত হইলে, অনেক উপকার করিয়া যায় সন্দেহ নাই। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে, উহাকে যে ভাবে দেখিতে উহার যেপ্রকার

অনুধ্যান করিতে, ও উহা হইতে যেরূপে বিজ্ঞান সঞ্চয় করিতে উপদেশ আছে, তোমরা উহাকে সেই ভাবে দেখ, তাহার সেইপ্রকার অনুধ্যান কর, ও উহা হইতে সেইরূপে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সযত্ন হও; এবং সকল বিষয়েই ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া চল; তাহা হইলে অনায়াসে সুখে ঐহিক কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় সমাহিত করিয়া চরমে পরমোৎসাহ-পূর্ণ হৃদয়ে ধরা-ধাম পরিত্যাগ করিতে পারিবে, এবং জগদেক-বাঞ্ছনীয় পূর্ণানন্দ-মন্দিরে উত্তীর্ণ হইয়া অনন্তকাল নির্ম্মল নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগে স্বাত্মার চরিতার্থতা লাভ করিবে।

সম্পূর্ণ।